358 (2)

কণ্ঠমালা।

সঞ্জীবচন্দ্র।

কলিকাতা
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কণ্ঠমালা।

(শৈল।)

উপন্যাস।

(মাধবীলতার পরভাগ।)

সঞ্জীবচন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কালিকাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৮

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনাংশ।

ভ্রমরনামক মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। পরে সন ১২৮২ সালে ভ্রমর পত্রিকা বন্ধ হওয়ায় গল্পটি শেষ হইতে পায় নাই, এক্ষণে শেষ করা গেল। * * *

শৈলের চরিত্র কতকটা প্রকৃতমূলক। যেমন সচ্চরিত্রের আখ্যান উপকারী, তেমন অসচ্চরিত্রের কথনেও উপকার আছে। যাহারা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপে হিংস্র জন্তু, তাহাদের জানাও আবশ্যক। সেই উদ্দেশেই গল্পটির কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। পরে বাঙ্গালার কোন শ্রেষ্ঠলেখক সেই লিখিত অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পড়িয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন যে, গল্পটির যদি শত দোষ ঘটে, তথাপি এই এক পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জ্জনা হইবে। বলিতে কি, আমি সেই অবধি গল্পটি বাড়াইতে আরম্ভ করি, কিন্তু পরে সে উৎসাহ থাকিল না।

কাঁঠালপাড়া।

১৮৭৭ সাল।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এবার কণ্ঠমালার অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইল। কণ্ঠমালা মাধবীলতার পরিশিষ্ট। অন্যের দোষে আমাদের কি অনিষ্ট হয়, তাহা কিয়দংশে বর্ণিত করিবার উদ্দেশ্যে মাধবীলতা লিখিত হইয়াছিল, নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্য কণ্ঠমালা লিখিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু গ্রন্থকারের ক্ষমতা এত সামান্য যে, এ সংকল্প রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

কাঁঠালপাড়া।

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬।

কণ্ঠমালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া জনৈক নাপিতানী একটি অল্পবয়স্কা গৌরাঙ্গীর পদে আল্‌তা পরাইতেছিল। নাপিতানী চিত্রকরের ন্যায় অতি সাবধানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিল। যুবতী একাগ্র-চিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন; উভয়েই নিস্তব্ধ; অনেকক্ষণ পরে নাপিতানী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হয়েছে।" সুন্দরী ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচ্‌লাম।" নাপিতানী উত্তর করিল, "কি করিব মা, কালো পা হলে শীঘ্র আল্‌তা পরা হইত, কিন্তু তোমার মত সুন্দর বর্ণ হলে আল্‌তার রেখা সাবধানে টানিতে হয়; একটু বাঁকা হলে লোকে বলিবে, নাপিতানীর চক্ষু ছিল না।"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "আমার বর্ণ কি এত সুন্দর?"

নাপিতানী বলিল, "সে কথা তোমার নিকট আর কি বলিব মা, আমরা তা ঘরে বসে সর্ব্বদা বলাবলি করে থাকি। এমন সুন্দর বর্ণ কখন দেখি নাই; এমন সুন্দর গড়নও কখন দেখি নাই; পা দুখানি যেন ননীতে গড়া; চাঁপাফুলের বর্ণ, তাতে আল্‌তার সঙ্গে কত শোভা হয়। ইচ্ছা করে, তুমি দুগাছা হীরা-কাটা নূতন মল পর; আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি।"

সুন্দরী অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা আর এ জন্মে হয়েছে, নিত্য যে অন্ন পাই, এই যথেষ্ট। আবার হীরাকাটা মল কোথায় পাব!"

নাপিতানী বলিল, "তা হবে না মা। হীরাকাটা মল তোমাকে পর্‌তেই হবে।" এই বলিয়া নাপিতানী বিদায় হইল। নিকটে একখানি পুরাতন দর্পণ ছিল। যুবতী কি ভাবিতে ভাবিতে দর্পণ-খানি সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, পরে পাত্রমার্জ্জনী লইয়া ওষ্ঠাধর আর একবার মার্জ্জন করিলেন; অল্প পূর্ব্বে কেশ বিন্যাস করিয়াছিলেন, কেশ পূর্ব্বমতই বিন্যস্ত আছে, তথাপি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর একবার দুই এক গাছি কেশ উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহা সমাধা হইলে দর্পণ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন; দাঁড়াইয়া স্কন্ধের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া গুল্‌ফ-রঞ্জিত অলক্তক-রাগ দেখিতে লাগিলেন; দেখিবার নিমিত্ত বাম গুল্‌ফ ঈষৎ তুলিতে হইল, শরীর অল্প বাঁকাইয়া বক্ষ ঈষৎ উন্নত করিতে হইল, এই ভঙ্গীতে তাঁহাকে যে দেখিল, সে ভাবিল সুন্দর। নিকটস্থ অন্য একটি ছাদে বিলাসবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারেন নাই।

পাছে অলক্তকরাগ মুছিয়া যায়, এই জন্য পদপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যুবতী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ছাদ হইতে বিলাসবাবু ভাবিলেন, যেন বিদ্যুৎ খেলাইতে খেলাইতে একখানি গম্ভীর মেঘ চলিয়া গেল।

সুন্দরীর নাম শৈল। বয়স ঊনবিংশতি বৎসর। তিনি আপনার গৃহে একা ফুটিয়া থাকিতেন, স্বামী ভিন্ন আর কেহই গৃহে ছিল না; স্বামীর নাম বিনোদ; বয়স বত্রিশ বৎসর; বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সরল, আমোদপ্রিয়। কোন কারণ প্রযুক্ত পিতৃত্যক্ত অর্থ অনেক দিন হইল নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে সামান্য আয় ছিল, তাহার উপর

নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। কষ্ট তিনি সবিশেষ জানিতে পারিতেন না। সাংসারিক-অপ্রতুলতা-জনিত যত যন্ত্রণা, তাহা প্রায় শৈল একা ভোগ করিত, বিনোদ কেবল আহারের সময় আসিয়া আহার করিতেন, কোন বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন না।

শৈল ছাদ হইতে নামিলেন। শয়নগৃহে স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা যে শেষ হইল, এখনও স্নান করিতে গেলে না।" বিনোদ প্রত্যহ অপরাহ্নেও একবার স্নান করিতেন; অপরাহ্ন হইয়াছে শুনিয়া বিনোদ গ্রন্থ রাখিয়া উঠিলেন, সেই সময় স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রক্ত মাড়াইলে?" শৈল বলিলেন, "আল্‌তা পরিয়াছি বলে উপহাস করিতেছ, তবে আমি ধুয়ে ফেলি।"

বিনোদ বলিলেন, "ধুতে হবে না, বড় সুন্দর দেখাইতেছে; তোমায় কিসে না সুন্দর দেখায়! সে দিন দৈঁতোর মার উপর রাগ করিয়া যখন তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলে, তখন তোমাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। সিংহীর ন্যায় কেশরাশি ফুলাইয়া ঈষৎ বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়াছিলে, আমি কত সুন্দর দেখিলাম। আর এক দিন একখানি পাঁচি ধুতি পরিয়া শরীর কুঞ্চিত করিয়া কুণ্ঠিতভাবে সেই কাপড় টানিতেছিলে, শরীর ঢাকা পড়ে, কিন্তু ঢাকা থাকে না; তুমি লজ্জা পাইতেছিলে, লজ্জার হাসি অধরপার্শ্বে টিপিতে টিপিতে, এক এক বার আমার দিকে চাহিতেছিলে; আমি তোমার সেই মূর্ত্তি কত সুন্দর দেখিয়াছিলাম!" এই বলিয়া শৈলের মুখপ্রতি চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি বিনোদ আদরে টিপিলেন। আবার হাতখানি যেখানে ছিল, সেইখানে যত্নে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে প্রাঙ্গণ হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন। শৈল তখনও বিমর্ষ-ভাবে দ্বারে মাথা হেলাইয়া বিনোদের প্রতি চাহিয়া আছে। বিনোদের চক্ষে জল আসিল, বিনোদ চলিয়া গেলেন। এই সময় রেবতী

ঠাকুরঝি আসিলে, শৈলের সঙ্গে পাড়ার নানা কথা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে ফেলিয়া বিনোদ বহির্গত হইয়া, অন্যমনস্কে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিলাসবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে! বিলম্ব কর না, সন্ধ্যার পরই তাস আরম্ভ করিতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।" আবার কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর একজন সমবয়স্ক ডাকিয়া বলিল, "দেখ হে শীঘ্র এসো, অদ্য সন্ধ্যা হইতে কেবল টপ্পা গাইতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আচ্ছা।" আবার কতক দূর গেলে, গোপালবাবু বৈঠকখানা হইতে বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র গা ধুইয়া আইস, এইখানে কাপড় ছাড়িতে হইবে।" বিনোদ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি আহারের দৌরাত্ম্য আছে?" গোপালবাবু বলিলেন, "আছে; গুটিকতক খইচূর পাইয়াছি, ভাবিয়াছি যে, অপাত্রে ফেলিব।" বিনোদ বলিলেন, "উত্তম ভাবিয়াছ, এখন দুই একটা নমুনা পাইতে পারি?" এই সময় কতকগুলি শিশুর কোলাহলশব্দ গোপালবাবু শুনিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, ছেলেদের জন্য নমুনা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা উহাদের দেওয়া বৃথা। ছেলেরা এ সব জিনিষের আস্বাদন বুঝিতে পারে না।" বিনোদ ভাবিলেন, "আমিই কোন্ পারি।" এই সময়ে শিশুরা আসিয়া বিনোদকে ঘেরিল; কেহ পৃষ্ঠের উপর উঠিতে গেল, কেহ গলা ধরিল, কেহ কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। তিনি একে একে সকলকে বুকে তুলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। "আমি আগে, আমি আগে," বলিয়া অনেক ছেলে হাত তুলিতে লাগিল। গোপালবাবুর দেড় বৎসরের একটি পুত্র তাহার অষ্টমবর্ষীয়া

ভগিনীর ক্রোড়ে আসিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে হেলিয়া পড়িল। বিনোদ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন; শিশু, ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মাথা হেলাইয়া হাসিতে লাগিল, যেন ভগিনীকে বলিতে লাগিল, "দেখিলি? আমি কোলে উঠেছি।" আবার বিনোদবাবুর দিকে ফিরিয়া সহাস্যবদনে চাহিতে লাগিল; তাঁহার ওষ্ঠের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "এই কাকা!"

সে স্থান হইতে বিনোদ চলিলেন। শিশুরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে এই শিশুর পল্টন দেখিয়া, ছাগীরা দুগ্ধস্থলী দোলাইতে দোলাইতে, পলাইতে লাগিল। তাহাদের একটি বৎস ধরা পড়িল। একটি উলঙ্গ ছেলে বৎসটিকে পেটের উপর তুলিল; আর একজন কোলে লইতে পারিল না বলিয়া, তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। গোপালবাবুর সন্তানটি ভগিনীর ক্রোড় হইতে হেলিয়া পড়িয়া ছাগশিশুর মুখে অঙ্গুলি দিয়া ভগিনীকে দেখাইতে লাগিল, "এই ব্যা।" বিনোদ বহুযত্নে ছাগশিশুকে অব্যাহতি দিয়া পদ্ম-পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া কে কোন্ পদ্মটি লইবে, তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিনোদবাবু জলে নামিলেন। জলের পক্ষীরা চারিদিক্ হইতে কোলাহল করিয়া এক স্থান হইতে উড়িয়া আর এক স্থানে পড়িতে লাগিল, পদ্মের পাপড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল, পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। বিনোদ তাহাদের গালি দিতে লাগিলেন; ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গালি দিতে লাগিল। জলে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু জল দোলা-ইতে লাগিলেন। জলের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মেরা দুলিয়া উঠিল। ভ্রমরগণ পদ্ম ছাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া পদ্ম বেড়িয়া উড়িতে লাগিল। পদ্ম অস্থির দেখিয়া শেষ তাহারা অন্যদিকে বেগে উড়িয়া গেল। বিনোদ হাসিয়া গাইতে লাগিলেন—

"ও বঁধু যেও না হে যেও না,
রাগ করে যেও না।"

সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও গাইয়া উঠিল—

"দেও না দেও না আগ কলে দেও না।"

বিনোদবাবুর সকল গীত, সকল শ্লোক ছেলেরা জানিত; বিনোদ গাইলে তাহারাও গাইত। বিনোদ পদ্ম তুলিয়া এক একটি সকলের হাতে দিলেন, আনন্দে ছেলেরা নাচিতে লাগিল; একজন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"আমার পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেও।" পদ্মকলি জলে মাথা তুলিয়াছিল; শিশুর হাতে আসিয়া তাহার মাথা হেলিয়া পড়িল। ক্রোড়স্থ শিশুর নিদ্রা আসিলে মার স্কন্ধে যেরূপ তাহার মাথা হেলিয়া পড়ে, পদ্মকলির মাথা সেইরূপ হেলিয়া পড়িয়াছিল। বালক কাজেই মনে করিল, তাহার পদ্ম ঘুমাইয়াছে। বিনোদ সেই ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিলেন।

এদিকে রেবতী ঠাকুরঝি, শৈলের সঙ্গে বিনোদসম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। রেবতী বলিতেছিলেন, "বিনোদ যথার্থ সুখী!" শৈল উত্তর করিলেন, "তাঁহার সুখের কথা ছেড়ে দেও, তিনি যে কিসে সুখী না হন, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ণিমায় বলেন—"দেখ, দেখ, কেমন পৃথিবী হাসিতেছে, এ পৃথিবীতে লোক আবার কেমন করে অসুখী হয়! জ্যোৎস্না সুন্দর, শাদা ফুলগুলি সুন্দর, তুমিও সুন্দর, আমি কেন সুখী না হইব? আবার অমাবস্যার রাত্রে বলেন—'দেখ, দেখ, রাত্রি কেমন অন্ধকার!—মরি, মরি, এ সুন্দর অন্ধকার যে না দেখিল, সে এ পৃথিবীর কিছুই সৌন্দর্য্য দেখিল না!"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমত সময় বিনোদবাবু গোপালের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পুরবি আলাপচারি করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। শৈল শিশুকে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন, রেবতী উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে প্রাঙ্গণপার্শ্বে বসিয়া বিনোদবাবু মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া খিড়্‌কিদ্বারে দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া আর কতকগুলিন কনেষ্টবল ও পুলিষ-দারোগা, গোপালবাবু, বিলাসবাবু প্রভৃতি আসিলেন। বিনোদ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন।

দারোগা বলিলেন, "গত কল্য পাড়ায় একটা চুরি হইয়াছে, সেই চুরির দ্রব্য অনুসন্ধান করিতে আমি আপনার বাড়ী আসিয়াছি। গোপালবাবুর বালক রাত্রে ঘরে গেলে গোপালবাবুর পরিবার দেখিলেন, শিশুর গলায় কণ্ঠমালা নাই। প্রাতে গোপালবাবুর স্ত্রী বাড়া বাড়ী, অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, কণ্ঠমালা পান নাই। মহাশয়ের বাটীতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন; আপনার স্ত্রী তাহাতে রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দুই একটি গালিও দিয়াছেন। অগত্যা আমি তদন্ত করিতে আসিয়াছি, অতএব বিলম্ব করিবেন না; আপনার পরিবার ও দাসীকে এই পাকশালায় শীঘ্র আসিতে বলুন, আমি একবার ঐ ঘর অনুসন্ধান করিব।" বিনোদ বাবু উঠিলেন, একবার গোপালবাবুর দিকে চাহিলেন। গোপালবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিব ভাই, চুরি গিয়াছে, পুলিষে জানাইতে হয়, আমি জানাইয়াছি। এতদূর হইবে, অনুভব করিতে পারি নাই।"

বিনোদের পরিবার পাকশালায় আসিল। দারোগা প্রথমে ভস্মস্তূপ, নাউমাচার তলা, এদিক্ সেদিক্ সকল সন্ধান করিলেন। শেষ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দারোগা প্রথমে দুই একটি সিন্ধুক পেটারা সন্ধান করিলেন,

তাহার পর একটি ক্ষুদ্র বাক্স বিনোদকে খুলিতে বলিলেন। বাক্সটি শৈলের; বিনোদ তাঁহার নিকট হইতে চাবি চাহিয়া আনিয়াছিলেন; সেই চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া দিলেন। দারোগা দুই একটি জিনিষ তুলিবামাত্রেই চোরা কণ্ঠমালা বাহির হইল। তাহা দেখিবামাত্র বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; একদৃষ্টে কণ্ঠমালার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল, এখনই শৈলকে কনেষ্টবলেরা লইয়া যাইবে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পথে কত রসিকতা করিবে, হয় ত ধাক্কা মারিবে; সুতরাং যখন দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাক্স কাহার?" বিনোদ পরিষ্কার-স্বরে বলিলেন, "বাক্স আমার।" দারোগা কহিলেন, "কিরূপে কণ্ঠমালা এ বাক্সে আসিল?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "আমি রাখিয়াছিলাম।"

দা। আপনি তবে চুরি একরার করিতেছেন?

বি। একরার করিতেছি।

তাহার পর আর কেহ কোন কথা বলিলেন না, সকলে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, তোমার হাতকড়ি কই?"

দারোগা বলিলেন, "হাতকড়ি ইতর লোকের নিমিত্ত।"

বিনোদ বলিলেন, "আমি অতি ইতর লোক, আমায় শীঘ্র হাতকড়ি দেও, আমার অসহ্য হইয়াছে।"

জমাদার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া হাতকড়ি পরাইতে লাগিলেন।

বিনোদ বলিলেন, "জোরে পরাও, আরও উপরে, আরও উপরে।"

বিনোদবাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহার আদরের স্ত্রী পাকশালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। সকলে গিয়াছে দেখিয়া রীতিমত সুর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

যে গ্রামে বিনোদের বাস, তথা হইতে মেজেষ্টরি কাছারি প্রায় তিন ক্রোশ পথ। মধ্যাহ্নকালে মেজেষ্টর বসিয়া কাছারি করিতেছেন,

এমন সময় দারোগা বামালসমেত আসামীকে হাজির করিলেন। গোপালবাবু চুরির এজাহার দিলেন। বিনোদের বাক্স হইতে চুরির দ্রব্য যে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বিলাসবাবু ও আর একটি ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিলেন। শেষ বিনোদ স্বয়ং চুরি স্বীকার করিলেন। বিনোদের প্রতি একবৎসর সশ্রমে কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু হুকুম দিবার সময় মেজেষ্টর বলিলেন যে, "এই আসামীর কোন পরিচয় আমি জানি না; ইহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র, ইহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। ইহার মুখের প্রতি অঙ্কে নির্ম্মলতা, সরলতা অঙ্কিত রহিয়াছে। যে মেজেষ্টরেরা মুখ দেখে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের যে কত ভুল হয়, তাহা এইস্থলে প্রমাণ হইতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আসামীর প্রতি চাহিল। বিনোদ তখন অধোমুখে কি ভাবিতেছিলেন; মেজেষ্টরের কথা শুনেন নাই। তাঁহার মুখে অভিমান দৃষ্ট হইল। এই অভিমান শৈলের প্রতি হইয়াছিল।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে একজন কনেষ্টবল তাঁহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল, "চল।" বিনোদ অন্যমনস্কে চলিলেন। পরে জেলখানার দ্বারে আসিয়া কনেষ্টবলগণ দাঁড়াইল। জেলের ভীম কবাটের ভীষণ ঘর্ষণশব্দ হইল, বিনোদ চাহিয়া দেখিলেন, জেলখানা। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গোপালবাবু অতি বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারে কোন কথা বলিলেন না, পরস্পরে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ গোপালবাবুর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া বিনোদ বলিলেন, "আমি চলিলাম! আপনি ঘরে যান, তথায় সকলে আপনার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমার বাড়ীতে বলিবেন যে—" আর বলিতে পারিলেন না, শেষ কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলিলেন, "দাদা আমার শৈলকে দেখ,--অল্প বয়স, এতটা

বুঝিতে পারে নাই—তার আর কেহ রহিল না।" শেষ কথাগুলিন অতি ধীরে ধীরে অন্যমনে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস অতীত হইল। বিনোদবাবু জেলখানায় আছেন, উৎকট পরিশ্রমে পীড়া জন্মিয়াছে। আর সে গৌরকান্তি নাই, আকার আর সরল নাই—ঈষৎ নত হইয়াছে। স্কন্ধাগ্র উচ্চ হইয়াছে, গলদেশ যেন দেহমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। দৃষ্টি বিকট হইয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে, চক্ষুপার্শ্বে শিরা উঠিয়াছে, মুখ কেবল অস্থিময় হইয়াছে।

বিনোদবাবু এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নে একটি স্তম্ভে মাথা ঠেশ দিয়া ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন; পার্শ্বদ্বয় উঠিতেছে পড়িতেছে। নিকটে একটি ঘানি, ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, তিন চারি জন কয়েদী তাহা বহু পরিশ্রমে ঘুরাইতেছে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে শম্ভুনামে একজন নিকটে আসিয়া মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কষ্ট কমিয়াছে?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "অনেক।" কয়েদী প্রসন্নবদনে ফিরিয়া ঘানিতে বুক দিল। ঘানি এবার অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চলিতে লাগিল।

ক্ষণেক বিলম্বে বিনোদবাবু সুস্থ হইয়া ঘানি ফিরাইতে গেলেন। সঙ্গীরা ঘানি স্পর্শ করিতে দিল না, বলিল, "আবার পরিশ্রম করিলে আর বাঁচ্‌বে না।" বিনোদ বলিলেন, "আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, ওবারসিয়ার বাঁচাবে না।" শম্ভু বলিল, "তার সঙ্গে আমি বুঝিব।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ওবারসিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদবাবুর প্রতি অতি তীব্রদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে

কৃষ্ণঠাকুরের মত দাঁড়াইয়া আছ?" বিনোদ বলিলেন, "বড় পীড়া বোধ হইয়াছে, তাই একটু দাঁড়াইয়াছি।"

ওবা। পীড়া হইয়া থাকে ডাক্তারকে বলিও, আমার কাছে সে কথা খাটিবে না। কেন? ডাক্তার যে বড় মোটা দরমাহা খায়, পীড়া ভাল করিতে পারে না! আজ তোমায় রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ঘানি চালাইতে হইবে, একা চালাইতে হইবে, না পার, পিঠের ছাল যাবে।

শম্ভু কয়েদী এতক্ষণ কিছু বলে নাই; শেষ এই কথা শুনিয়া ওবারসিয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীরভাবে বলিল, "বিনোদবাবুকে আমি কাজ করিতে দিই নাই, আর তুমি যদি মনুষ্যের জাত হতে, তুমিও কাজ করিতে দিতে না। বিনোদবাবুর আকার দেখ, তাহার পর হুকুম জারি করিও।"

ওবা। চোর আবার বাবু হলো কবে?

শম্ভু। সাবধানে কথা কও, বিনোদবাবুকে যদি অমান্য কর, তবে নিশ্চয় তোমার মরণ।" আর সকল কয়েদীরা সাহস পাইয়া ওবারসিয়ারকে কটূক্তি করিল।

ওবারসিয়ার তৎক্ষণাৎ রাগভরে চলিয়া গেল। বিনোদ ধীরে ধীরে বলিলেন, "কর্ম্ম ভাল হল না।"

কর্ম্ম যে ভাল হয় নাই, তাহা এক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রহরী আসিয়া বিনোদকে জেল-দারোগার নিকট লইয়া গেল। জেল-দারোগা একজন সাহেব; তিনি কতক হিন্দি কতক ইংরাজিতে বলিলেন, "তুমি অদ্য কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তোমার নামে রিপোর্ট হইয়াছিল, তোমার প্রতি চারি বেতের হুকুম আসিয়াছে, অতএব প্রস্তুত হও।" বিনোদবাবু অধোবদনে রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না; 'হুকুম তামিল হইল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিনোদের চেতন হইল; দেখিলেন, কে

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। ভাবিলেন, "এ শৈল!" অতএব মৃদুস্বরে বলিলেন, "শৈল, তোমার হাতে ব্যথা হবে; শৈল, রাত্রি অনেক হয়েছে।" পার্শ্বে যে বসিয়া ছিল, সে ব্যক্তি বলিল, "আমি শৈল নই, শৈল তোমার কে?" বিনোদ উত্তর করিলেন, "শৈল আমার সর্ব্বস্ব! তুমি কে?" পার্শ্ববর্ত্তী বলিল, "আমি শম্ভু।"

বিনোদ দুই এক বার মুখে বলিলেন, "শম্ভু! শম্ভু! শম্ভু কে? আমি তবে কোথায়?" শম্ভু উত্তর করিল, "তুমি জেলখানায় শুয়ে আছ।"

বিনোদের সকল মনে পড়িল, মর্ম্মপীড়ায় একটি অস্ফুট শব্দ করিয়া চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ আর কোন কথা কহিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে বিনোদ বেত্রাঘাতে আহত হইয়া জেলখানায় অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেই রাত্রে গোপালবাবু আপন শয়নঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সন্তানেরা নিদ্রা যায় নাই; কেহ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, কেহ বসিয়া বলিতেছে, "আমি ঘুমাইব না।" এই সময় কেহ তাহারে শয়ন করিতে বলিলেই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গর্ভধারিণী নিকটে বসিয়া আদর করিয়া ভুলাইতেছেন।

এই সময় গোপালবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কুতা?"

গোপালবাবুর পরিবার বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কাকা?"

শিশু বলিল, "সেই কাকা?"

গৃহিণী বলিলেন, "কোন্ কাকা?"

শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি উচ্চ করিয়া বলিল, "সেই।" তথাপি

গর্ভধারিণী বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিকটে ছিল; সে বলিল, "খোকা বিনোদ-কাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

গোপালবাবুর পরিবার সস্নেহে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার সোণার চাঁদ, তুমি তাঁরে ভুল নাই। তাঁরে সকলে ভুলে গেছে। যার জন্য তিনি জেলে গেলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁরে ভুলে গেছে।"

গোপালবাবু এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমিও বিনোদকে ভুলি নাই; এ জন্মে ভুলিতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপালবাবুর চক্ষে জল আসিল। পরে বলিলেন, "বিনোদ এখনও স্ত্রীকে ভালবাসে।" গোপালের স্ত্রী বলিলেন, "পোড়াকপাল অমন ভালবাসার!"

গো। পোড়াকপাল নহে, এই ভালবাসাই সুখের। বিনোদের ভালবাসায় ভ্রম আছে সত্য, কিন্তু কাণা না হইলে ভালবাসা জন্মে না; যে দোষ দেখিতে পায়, সে কখন ভালবাসিতে পারে না; ভ্রমই এই পৃথিবীর সুখ।

গোপালবাবুর পরিবার আর কোন উত্তর না করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দোলাইতে লাগিলেন। শিশুকে এতক্ষণ তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বিনু-কাকার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিল; বিনোদের নিমিত্ত শিশু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে মাতৃক্রোড়ে দুলিতে দুলিতে নিদ্রাসক্ত হইল। শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে মাতা অতি মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, "ঘুম আয় রে আয়।" শিশু ক্ষুদ্রহস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে, নিদ্রাবেশে মাতার স্বরের সঙ্গে বলিতেছে, "কাকা আয় লে আয়!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে জেলখানায় ডাক্তারসাহেব আসিয়া যে ঘরে বিনোদ পড়িয়াছিলেন, সেই ঘরে গেলেন, এবং পরীক্ষা করিয়া অতি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক।" পরে জেল-দারোগাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার অনবধানতা প্রযুক্ত এই লোকটি মরিতে বসিয়াছে। তুমি তত্ত্ব লইলে, আর আমাকে সময়ে জানাইলে, এতদূর ঘটিত না।" ডাক্তারসাহেব চলিয়া গেলে জেলদারোগা নেটিব ডাক্তারকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তুমি সময়ে চিকিৎসা করিলে এরূপ হইত না।"

বেলা দুই প্রহরের সময় মেজেষ্টর-সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার-সাহেব আবার আসিলেন। তখন বিনোদ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয় সাহেব একত্রে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া গেলেন। মেজেষ্টর-সাহেব কাছারীতে গিয়া বিনোদকে খালাস দিবার নিমিত্ত রিপোর্ট করিলেন। কিছুদিন পরে রিপোর্ট মঞ্জুর হইয়া আসিল। প্রাতঃকালে জেলদারোগা স্বয়ং আসিয়া বিনোদকে সে সংবাদ দিয়া গেল।

বিনোদ আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন। সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শম্ভুর অনুসন্ধান করিতে গেলেন। শম্ভু এ সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, অতএব বিনোদকে দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ করিলেন না; কেবল বলিলেন, "তোমায় পাইয়া অবধি আমি সংসারের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম; তুমিই আমার সংসার হইয়া পড়িয়াছিলে।" বিনোদ বলিলেন, "এখনও তুমি আমার জন্য যন্ত্রণা পাবে। আমায় মনে পড়িবে, আর তুমি কাতর হবে। সত্য করে বল শম্ভু খুড়া, তুমি কাতর হবে না?"

শম্ভু গম্ভীর হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কে আছে? শৈল তোমার কে? অনেকদিন অবধি এইটি জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা করি নাই, এখন না জিজ্ঞাসা করে থাকিতে পারিলাম না।"

বিনোদ বলিলেন, "শৈল আমার স্ত্রী—শৈল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই; আমি ব্যতীত শৈলের আর কেহ নাই। শৈল আমাকে বড় ভালবাসে, একদণ্ড আমাকে না দেখিলে অস্থির হয়, এতদিন আমাকে না দেখিয়া সে কেমন করে প্রাণ ধরে আছে, জানি না।"

শম্ভু। সে বিষয় তোমার চিন্তা করিতে হবে না। এখন কথা এই যে, তুমি পীড়িত, তোমার চিকিৎসা আবশ্যক, সেবা আবশ্যক, এ সকল তোমার স্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হবে?

বি। হবে। সে বিষয়ের কিছু ভাবনা নাই। তুমি জান না, শৈল কত যত্ন জানে। স্ত্রীজাতি রত্নবিশেষ।

শ। স্ত্রীজাতি ইদানীং রত্ন হয়ে থাকিবে, কিন্তু আমি যখন জেলে আসি নাই, তখন এ রত্ন বড় দেখিতে পাই নাই। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত শৈলের কারণে কয়েদ হও নাই?

বিনোদ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না—না—মিথ্যা কথা।"

শম্ভু উঠিয়া গেলেন। বিনোদ অনেকক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শম্ভু আবার আসিয়া আর একটি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ সে পরিচয়টি দিবামাত্র শম্ভু শিহরিয়া উঠিলেন, অতি দ্রুত পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। শম্ভুর সহিত আর বিনোদের সাক্ষাৎ হইল না।

অন্যান্য কয়েদীরা আসিয়া বিনোদের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল। "রোগ শীঘ্র আরোগ্য হউক" বলিয়া সকলেই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেলে

বিনোদ একা বসিয়া বাটী যাইবার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। "আজ শৈলকে দেখিতে পাব। শৈল এখনও জানিতে পারে নাই যে, আমি আজ বাড়ী যাব। আমায় হঠাৎ দেখিয়া সে কিরূপ করিবে? আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিবে। না—না—আহ্লাদে নহে। দুঃখে কাঁদিয়া উঠিবে—আমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া ব'লবে, 'আমি কত অপরাধী—আমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছ।' আবার এই রুগ্ণ শরীর দেখিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিবে, আমি তখন কি বলে তারে শান্ত করিব? আমি তখন তার মুখখানি আমার কাঁধে লইয়া চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে তারে দেখিব; ছয় মাস দেখি নাই,—চোক পূরে দেখিব, আর তারে প্রবোধবাক্যে বলিব,—ভয় নাই, আমি বাঁচিব।" বিনোদ এইরূপ সুখানুভব করিতেছেন, এমত সময়ে একজন কনেষ্টবল আসিয়া বিনোদকে জেলদারোগার নিকট লইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পর, বিনোদবাবু জেলখানা হইতে মুক্তি পাইলেন। যে বস্ত্র পরিধানে জেলখানায় আসিয়াছিলেন, সেই বস্ত্র পরিয়া একটি যষ্টির উপর ভর দিয়া জেলখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাচীরে, বৃক্ষে, আকাশে, শত শত পক্ষী আহ্লাদে কোলাহল করিতেছে। পথে ছেলেরা হাসিতেছে, খেলিতেছে। যুবতীরা কলসীকক্ষে সুখের কথা কহিতে কহিতে ঠমকে ঠমকে চলিতেছে; পৃথিবী পূর্ব্বমতই আছে। বিনোদের কষ্টে দেশের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেহই বিমর্ষ হয় নাই। পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা কেবল বিনোদের শরীরে হইয়াছে। যদি কেহ বিমর্ষ হইয়া থাকে, বিনোদ ভাবিলেন, সে কেবল শৈল হইয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ ধীরে ধীরে চলিলেন।

বাজারে প্রবেশমাত্রেই আরসী, চিরুণী, ফিতা প্রভৃতি শৈলের প্রীতি-কর-সামগ্রী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। লাঠিটি মৃত্তিকায় রাখিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে একখানি দোকানের সম্মুখে বসিলেন। আসিবার সময় জেলদারোগার নিকট হইতে যে কয়টি পয়সা পাইয়াছিলেন, তাহা দোকানীকে দিয়া একখানি চিরুণী বাছিয়া লইলেন। বহু-যত্নে সেইখানি আবার বস্ত্রাগ্রে বাঁধিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

নগর অতিক্রম করিয়া অল্পদূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে অক্ষম। জেলখানা হইতে যখন বহির্গত হয়েন, তখন আপন দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুই ভাবেন নাই। শৈলকে দেখিবার স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, অতএব চলিবার কষ্ট ভাবেন নাই। এক্ষণেও সেই স্পৃহা বলবতী রহিয়াছে, অতএব শৈলের মুখ মনে করিয়া আবার উঠিলেন; কিন্তু কতক দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় একজন কৃষক নগরে ধান্য বিক্রয় করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতেছিল। বিনোদ তাহাকে কাতর স্বরে অবস্থা জানাইলেন। কৃষক যত্ন করিয়া বিনোদকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল। বিনোদ গাড়ীতে উঠিয়া নিজগ্রামের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি চন্দ্রোদয় দেখিবে বলিয়া পূর্ব্বদিকের আকাশপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, মেঘ-তরঙ্গসীমা স্বর্ণরেখায় মণ্ডিত হইতে লাগিল। দুই একটি অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী আকাশপথে উড়িতে লাগিল। তালপত্র কাঁপিতে লাগিল, শেষ তাহার অন্তরাল হইতে চন্দ্র দেখা দিল, পৃথিবী আলোকে ভাসিল। আনন্দে কৃষক গীত আরম্ভ করিল—

"মাথা তোল পদ্ম-মুখি
চাঁদের আলোয় মুখ দেখি।"

গীত সমাপ্ত হইলে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে আছে ?" কৃষক উত্তর করিল, "সংসারে আমার সকলেই আছে।"

বি। তোমার স্ত্রী আছেন ?

কৃ। আছে ; না থাকিলে আমি চাষ-আবাদ করিতে পারিতাম না ; এখন আমি ভাবি, যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারা কেমন করে পৃথিবীতে থাকে।

বিনোদ আর কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এতক্ষণ জানেলা দিয়া চন্দ্রের আলো শৈলের গাত্রে লাগিয়াছে ; শৈল শয়ন করিয়া আমার যন্ত্রণা ভাবিতেছে। ক্ষণেক পরে কৃষক বলিল, "এই স্থানে নামিতে হইবে, আমি অন্য পথে যাইব।" বিনোদ নামিলেন।

কৃষক আপনার গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলে, বিনোদ একা পদ-ব্রজে চলিতে লাগিলেন। নিজগ্রাম আর অধিক দূর নাই, গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। সেই সকল বৃক্ষের নিকটেই শৈল আছে—তথায় গেলেই তাহারে দেখিতে পাইবেন—সকল যন্ত্রণা যাবে, এই মনে করিয়া বিনোদ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার পদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন ; শরীর কাঁপিতে লাগিল, তবু চলিতে লাগিলেন ; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে আর ভাল দেখিতে পান না, তথাপি চলিতে লাগিলেন ; শেষ পড়িয়া গেলেন।—কিন্তু অচেতন হইলেন না। গ্রামের আলোক প্রতি চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে নিদ্রা আসিল। নিদ্রাবেশে বিনোদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন শৈল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন বলিতেছে, "এখন ওঠ, আমি তোমার দাসী এসেছি, তোমায় কতদিন দেখি নাই ; কতদিন তুমি আমায় আদর করে ডাক নাই ; এখন চল—তোমার ঘর অন্ধকার হইয়া পড়ে আছে, একবার

দেখিবে চল; তুমি আসিবার সময় যেখানে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছিলে, সেইখানেই তাহা পড়িয়া আছে, আমি তাহা তুলি নাই, তুলিতে পারি নাই, তুলিতে গেলেই তোমায় মনে পড়ে।” শৈলের স্নেহ দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় বিনোদ কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ দেখিলেন, শৈল নাই। নিকটে একটি শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে; মৃত দেহ ভাবিয়া সে আসিয়াছিল, কিন্তু বিনোদকে কাঁদিতে দেখিয়া শৃগাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। বিনোদ উঠিয়া বসিলেন, একে একে সকল স্মরণ করিলেন, আবার ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক চলিবার সাধ্য নাই; কখন চলেন, কখন বসেন। ভালবাসার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার ‘মোহিনী’-বলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় এইরূপ কষ্টে বিনোদ বাটী পৌঁছিলেন। শয়নঘরের নিকটেই খিড়কী-দ্বার। তথায় যাইয়া ডাকিলে, শৈল শীঘ্র শুনিতে পাইবে, এই প্রত্যাশায় বিনোদ সেই দিকে কোনমতে গেলেন। বিনোদ আহ্লাদে বলিবার চেষ্টা করিলেন, “শৈলরে আমি এসেছি,” কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না— কণ্ঠ হইতে কেবল একটা বিকট শব্দ নির্গত হইল মাত্র। বিনোদের বাক্যরোধ হইয়া আসিয়াছিল; সর্ব্বাঙ্গের ক্রিয়ারোধ হইতেছিল। বিনোদ উঠানে আসিয়া শয়নঘরের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর কোন অঙ্গসঞ্চালনের সাধ্য রহিল না। শৈলকে আর ডাকিতে পারিলেন না। কেবল তৃষিতলোচনে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “শৈল একবার উঠ, আমি তোমার দ্বারে পড়ে। শীঘ্র উঠ, নইলে বুঝি আর দেখা হল না!”

শৈল শীঘ্র উঠিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশমাত্র যে শব্দ করিয়াছিলেন, শৈল তাহা শুনিয়াছিল। কি শব্দ হইল, জানিবার নিমিত্ত শৈল প্রদীপহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিল। বিনোদ তাঁহাকে দেখিয়া

চরিতার্থ হইলেন; শৈল আরও সুন্দর হইয়াছে; ডাইমনকাটা মল পরিয়াছে, গলায় চিক্ দিয়াছে, শান্তিপুরে ধুতি পরিয়াছে। শৈল এ সকল কোথা পাইল, এই মনে করে বিনোদ একাগ্রচিত্তে শৈলের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শৈল মাথা ফিরাইয়া "এসো না?" বলিয়া একজনকে ডাকিল। "যাইতেছি" বলিয়া ঘরের মধ্য হইতে এক-জন পুরুষ আসিয়া শৈলের পশ্চাতে দাঁড়াইল। বিনোদ চিনিলেন যে, সে "বিলাসবাবু!" বিনোদ অমনি চক্ষু মুদিত করিতে চেষ্টা পাই-লেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত হইল না। কোন অঙ্গই তাঁহার আর বশ নহে, চাহিয়া থাকিতে হইল।

শৈলের কথামত বিলাসবাবু খিড়কীদ্বারে শব্দের কারণ অনু-সন্ধান করিতে গেলেন। যাইতে তাঁহার দক্ষিণ পদ বিনোদের বুকে পড়িল; বিলাস চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দেখেন, একটা মনুষ্য-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে; শৈলকে প্রদীপ আনিতে বলিলেন, দীপা-লোকে চিনিতে পারিলেন। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" বিলাস-বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শৈল আপনি প্রদীপ লইয়া দেখিল, চিনিতে পারিয়া বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি কাণ্ড, আছে না গেছে?"

বিলাস সভয়ে বলিল, "গিয়াছে।"

বিনোদ পিশাচীর প্রতি কেবল চাহিয়া রহিলেন।

বিলাস পলাইবার উদ্যম করিল, শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার চুল ধরিল, এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোমায় ফাঁসি দেওয়াইব। কালামুখ! এই সময় পলাতে চাও?"

পরে শৈল ঘরের মধ্যে বিলাসকে লইয়া গিয়া কোদালি-শাবল দেখাইয়া বলিল, "যাও এই সকল লইয়া ঐ প্রাচীরের নিকট গর্ত্ত কর।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় তৃতীয়প্রহর। বিলাসবাবু গর্ত্ত কাটিতেছেন; নিকটে বিনোদ পড়িয়া আছেন, তাহার পার্শ্বে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। বৃক্ষসকল স্তব্ধ, নক্ষত্র কণ্টকিত হইয়া শৈলের কার্য্য দেখিতেছে। গর্ত্তখনন সমাধা হইল, বিলাসবাবু গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিলেন; শ্রমজনিত নিশ্বাস ফেলিলেন, কপালের ঘর্ম্ম মুছিলেন।

বিনোদ দেখিলেন, আপন আসন্নকাল উপস্থিত; গর্ত্ত প্রস্তুত, মুহূর্ত্তেক মাত্র বিলম্ব, তাহার পর সকল ফুরাইবে; বিনোদের বাক্যরোধ হইয়াছে, গতিরোধ হইয়াছে, আর কোন উপায় নাই। শৈলকে কত আদর করিবেন, কত কথা বলিবেন, মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল ফুরাইল। এখন মরণই ভাল। বিনোদ মনে মনে তখন জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন।

এই সময় বিলাসবাবু শৈলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এখন মড়া গর্ত্তে ফেলি ?"

শৈল তৎকালে গর্ত্তের পার্শ্বে বসিয়া প্রাচীরের দিকে কি দেখিতেছিল, সে দিকে চাহিয়া বিলাসবাবু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন। শৈল সেই দিকে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষপার্শ্বে প্রাচীরের উপর দীর্ঘাকার এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দীর্ঘাকার পুরুষ প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিতে লাগিল, শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে সেই ভীমাকৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল! একি ?"

শৈল শিহরিয়া উঠিল, এ স্বর অপরিচিত নহে। বালিকা-

কালের কি এক ঘোর অথচ অস্পষ্ট কথা মনে আসিয়া আর আসিল না।

ভীম পুরুষ বলিলেন, "আইস আমার সঙ্গে আইস।" শৈল যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে,তিনি একরূপ মর্ম্মভেদী কটাক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। শৈল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অনেকক্ষণ বিলম্বে ভীমপুরুষ একা ফিরিয়া আসিলেন, শৈল সঙ্গে ছিল না। বিনোদ যে স্থানে পড়িয়া ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শম্ভু-কাকা ?" শম্ভু আহ্লাদে আর থাকিতে পারিলেন না, বিনোদকে বুকে তুলিলেন। পরে উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিনোদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শম্ভু অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে এক প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটি সামান্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামটি বনাকীর্ণ, বসতি অতি অল্প ; মধ্যে মধ্যে দুই একটি দেবমন্দির আছে, আর অধিকাংশ স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভুকে দেখিয়া দুই একটি পেচক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ এক ভগ্নমন্দির বেড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে লাগিল ; তাহাদের পক্ষসঞ্চালিত বায়ুর দ্বারা দুই একটি সূক্ষ্ম লতা ঈষৎ দুলিতে লাগিল ; দূরে একটি শৃগাল ক্ষুদ্র বন হইতে মাথা তুলিয়া শম্ভুকে দেখিল। চন্দ্রালোকে শম্ভু ধীরে ধীরে ইষ্টকস্তূপের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, কখন বাম বাহু কখন দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া পদস্খলন রক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শেষ একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। পরে মৃদুস্বরে সঙ্কেত করায় রামদাস সন্ন্যাসী দ্বার মোচন করিয়া সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল। রামদাস প্রথমে শম্ভুকে চিনিতে পারে নাই, পরে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক যোড়করে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের এত সত্বর আবার ফেরা হইল কেন? পথে যাইতে কোন ত বিঘ্ন ঘটে নাই?"

শম্ভু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম-দাস! তুমি এখনও শয়ন কর নাই?"

রাম। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া এইমাত্র গৃহে আসিতেছি।

শম্ভু। দেখ, তাহার কোন অংশে অন্যথা ত হয় নাই?

রাম। মহারাজের আজ্ঞা কখন তিল পরিমাণে অন্যথা হইতে শুনি নাই।

শম্ভু। তোমার অধীনে নৌকা কি পাল্‌কী প্রস্তুত আছে? দুই-য়ের এক আমার অবিলম্বে চাই।

রাম। পাল্‌কী প্রস্তুত হইতে একদণ্ড লাগিবে, নৌকা প্রস্তুত আছে।

শম্ভু। তবে ভাল, নৌকাই ভাল।

এই বলিয়া শম্ভু এক ভগ্ন পালঙ্কের উপর বসিলেন। এই সময় গৈরিক-বস্ত্রধারী একটি মোহান্ত আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শম্ভু। একখণ্ড হীরক আনয়ন করুন, ওজন ৫ রতির ন্যূন না হয়। ইতিপূর্ব্বে দুই শত টাকা যে কারণে লইয়াছি, ইহাও সেই বিষয়ে খরচ লিখিতে অনুমতি করিবেন। আর একটা কথা আছে; দীনদুঃখীর বিবাহ নিমিত্ত কত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে?

মোহান্ত উত্তর করিলেন, "একলক্ষ টাকা।"

শম্ভু। উত্তম, এই টাকা অদ্য হইতে অনাথগৃহে বৎসর বৎসর ব্যয়িত হইবে, অনাথগৃহের বরাদ্দ বড় অল্প আছে।

মোহান্ত। অনাথগৃহে পাঁচ লক্ষ ব্যয় হইয়া থাকে।

শম্ভু। উত্তম, এক্ষণ হইতে ছয় লক্ষ ব্যয় হইবে।

মোহান্ত। মহারাজ যখন বিবাহের বিষয়ে এই টাকা বরাদ্দ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, যুবা-মাত্রেরই বিবাহ হওয়া উচিত; সময়ে বিবাহ না হইলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বভাব কলুষিত হয়, সংসার না থাকিলে সমাজ থাকে না; অবিবাহিত অবস্থা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

শম্ভু। এ সকল কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আমার অন্যরূপ বিবেচনা হইয়াছে।

মোহান্ত। যখন মহারাজ অজ্ঞাতবাস হইতে আসিলেন—

শম্ভু। এখনও আমার অজ্ঞাতবাস। বোধ হয় আপনার বলিবার অভিপ্রায় যে, যখন আমি পশ্চিম দেশ হইতে পুনরায় বাঙ্গালায় আসি।

মোহান্ত। আমি তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন মহারাজ পশ্চিম হইতে আসিয়া রাজকুমারীর কোন উদ্দেশ পাইলেন না—

এই কথায় শম্ভু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজকুমারীর নাম আর আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিবেন না।" এই বলিয়া শম্ভু উরুর উপর উরু রাখিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক ধরিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দীপশিখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষে স্মরণ হইল। হঠাৎ উঠিয়া রামদাসকে বলিলেন, "পাল্কী লইয়া শীঘ্র সুরগ্রামে যাও, তাহার দক্ষিণপাড়ায় একস্থানে তিনটি দেবদারু বৃক্ষ আছে, সেইখানে যে বাটীর দ্বারে দেখিবে, একটি আম্রশাখা ঝুলিতেছে, আর তোমার নামের আদ্যাক্ষর ইষ্টকখণ্ডে লিখিত আছে, সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যে রুগ্‌ণ পুরুষকে দেখিবে, তাহাকে পাল্কীতে তুলিবে। তাহার নাম বিনোদ, সেখানে আর কেহ নাই। বিনোদকে নৌকা করিয়া ভুবনপুরে লইয়া আমার বৈঠকখানায় রাখিবে, চিকিৎসা করাইবে;

তাহাকে আমার কোন পরিচয় দিও না; সে আমাকে শম্ভু-কয়েদী বলিয়া জানে, তাহার সেই বিশ্বাস রাখিবে। আর আর যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি সময়ে সময়ে লিখিয়া পাঠাইব। কিন্তু সাবধান, বিনোদকে যে তোমরা স্থানান্তরিত করিলে, ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে; প্রতিবাসীরা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া যাইবে।"

রামদাস, বেহারা সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল। এই সময় মোহান্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শম্ভুর হস্তে হীরকখণ্ড আনিয়া দিলেন। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি আর কত আছে?" মোহান্ত উত্তর করিলেন, "অতি অল্প আছে।" শম্ভু আর অপেক্ষা করিলেন না, সত্বর চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শম্ভু এক সঙ্গীন ডাকাতি মোকদ্দামায় কয়েদ হইয়াছিলেন, তথাপি জেলদারোগা কখন কখন শম্ভুকে ডাকাত নহে বলিয়া ভাবিতেন। এক-দিন তিনি গোপনে শম্ভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শম্ভু তাহাতে উত্তর করিলেন, "আমাকে আপনার কি বোধ হয়?" জেলদারোগা বলিলেন, "তোমার শক্তি, সাহস, দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিয়া তোমাকে ডাকাত বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়; কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, বিশেষতঃ দুখানি পা দেখিলে, আমার সন্দেহ জন্মে। আমি অনেক ডাকাত দেখিয়াছি, এই হাতে অনেক ডাকাতকে ঘুসা মারিয়াছি, কিন্তু কখন কাহারও এরূপ পা দেখি নাই; দেখিলেই বোধ হয়, তোমার পা কখন কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, বোধ হয় যেন কোমল জুতা পরা তোমার সর্ব্বদা অভ্যাস ছিল; কিন্তু ডাকাতরা ত কখন জুতা পরে না; তাহাদের পা পুরু, ফাটা, বাঁকা, কঠিন, তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটে না, কিন্তু দেখিতেছি তোমার পায়ে ঘাসের আগাও বিঁধিতে

পারে। অন্য ডাকাতের সহিত তোমার এ প্রভেদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।" শম্ভু বলিলেন, "আমি ডাকাতি মোকদ্দামায় জেলখানায় আসিয়াছি, অতএব আমাকে ডাকাত ভিন্ন অন্য ভাবা অনর্থক; ডাকাত যদি ধনী হয়, তবে এক জোড়া জুতা পরিয়া পা রক্ষা করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?"

জেলদারোগা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন; শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শম্ভু, তুমি আমায় প্রতারণা করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল, তুমি ডাকাত কি না?" শম্ভু বলিলেন, "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমাকে ডাকাত বিবেচনা করা উচিত।"

জেলদারোগা বলিলেন, "তুমি যদি ডাকাত, তবে তোমার অধীন লোক অবশ্য ছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায়?"

শম্ভু বলিলেন, "তাহারা এক্ষণে কোথায়, আমি জেলে থাকিয়া কিরূপে বলিব? জেলদারোগা বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি যদি কোন রাত্রে এই জেল হইতে পলাইতে পাও, তাহা হইলে কি কর? তুমি কি আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ডাকাতি কর?"

শম্ভু বলিলেন, "করি।"

জেলদারোগা বলিলেন, "তোমার আর কে আছে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "আমার আর কেহ নাই, সকল ডাকাতেই যে সংসার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ডাকাতি করে, এমত নহে; অনেকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, কাজেই ডাকাতি করে। ডাকাতির পরামর্শ, অনুসন্ধান, লোকযোজনা প্রভৃতি কার্য্য আমার মত লোকের পক্ষে বড় সুখের; আবার ডাকাতির সময় আরও সুখ। আপনারা ইংরেজ, বুঝিতে পারিবেন দশ হাজার ফৌজ লইয়া আপনারা যখন একটি কেল্লা চড়াও করেন, বলুন দেখি, তখন সেই ফৌজের মধ্যে যাহারা বীরপুরুষ, তাহাদের কত সুখ হয়? সেই মুহুর্মুহু তোপের ধ্বনিতে কোন্ বীরপুরুষের অন্তর বাজিয়া না

উঠে ? তখন কে আগে কেল্লায় উঠিবে, এই লইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্মে, চারিদিকে গুলি-বৃষ্টি হইতেছে, তথাপি গ্রাহ নাই, চারিদিকে কামান ফুৎকার করিয়া বজ্রবর্ষণ করিতেছে, তাহাতে কাহারও ভয় নাই, বরং বীরেরা তাহাতে আরও মাতিয়া উঠে ; আমাদের দেশে ডাকাতিতে সেইরূপ মাতামাতি আছে। আমরা যুদ্ধে যাইতে পাই না, কিন্তু আমাদের সে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ডাকাতি করিয়া সে বীরবৃত্তির কতক শমতা করি, আমরা দশহাজার ফৌজ লইয়া কেল্লা লুটিতে যাই না, দশ জন কি পনের জন একত্রে যাই এবং সেই দশ-পনের জনের উপযুক্ত কেল্লা দখল করি। কিন্তু দশ জনে গৃহস্থের ঘরই আক্রমণ করা যাক্, কিংবা দশ হাজার জনে কেল্লাই আক্রমণ করা যাক, সাহসীর সুখ উভয় স্থলেই সমান। ডাকাতির পর আরও সুখ আছে ; পুলিষের চক্ষে ধূলা দিতে যে কৌশল আবশ্যক, তাহার চালনায় অনেক সুখ হয়, কিন্তু এক্ষণে যদি আমি কোন রাত্রে গিয়া ডাকাতি করি, তাহা হইলে সেই সুখে বঞ্চিত হইব।"

জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বঞ্চিত হইবে ?" শম্ভু উত্তর করিলেন, "পুলিষের চকে ধূলা দিবার নিমিত্ত আমায় কোন কৌশল করিতে হইবে না, আমি জেলখানায় আছি, আমায় কেহ সন্দেহ করিবে না, আমায় নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমার সুখ আর কই হইল।" জেলদারোগা সে দিন আর কোন কথা বলিলেন না, অন্যমনস্কে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় শম্ভুকে গোপনে লইয়া গিয়া জেলদারোগা আপনার ঘরে বসাইলেন ; অন্যান্য দুই একটি কথার পর বলিলেন, "তুমি যে সে দিবস বলিতেছিলে যে, এক্ষণে জেল হইতে গিয়া ডাকাতি করিলে কেহ তোমার প্রতি সন্দেহ করিবে না, এ কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমি ঠিক বলিয়াছিলে ; যদিও কোন ব্যক্তিকে কেহ তোমাকে চিনিতে পারে, তথাপি কেহ তাহা মুখে আনিতে পারিবে না।"

শম্ভু বলিলেন, "পাকা ডাকাতকে চিনিবার সাধ্য কাহারও নাই; অন্য লোকে চেনা দূরে থাকুক, দলের লোক সকলে জানিতে পারে না; দলে কে কে আসিয়াছে, আর কে কে আসে নাই, সে তত্ত্ব লইবার ক্ষমতা সকলের নাই। দলস্থ অধিকাংশ লোক সাঙ্কেতিক স্থানে একে একে গিয়া অন্ধকারে জমিতে থাকে। তখন সর্দ্দারের নায়েব-স্বরূপ যে থাকে, কেবল তাহার স্বর চিনিতে পারিলেই, তাহারা সন্তুষ্ট হয়, আর কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না, তত্ত্ব লইবার সময়ও থাকে না; অতি অল্পক্ষণ সাঙ্কেতিক স্থানে থাকিতে হয়, তাহার পরই কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কে কার অনুসন্ধান করে।" জেলদারোগা বলিলেন, "তবে ত এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া ডাকাতি করিতে পার।" শম্ভু বলিলেন, "তাহা পারি সত্য, কিন্তু জেলখানা হইতে যাইতে পারি কই?"

জেলদারোগা বলিলেন, "যদি আমি যাইতে দিই, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি দিবে?"

শম্ভু বলিলেন, "যাহা আমি উপার্জ্জন করিব, তাহার অর্দ্ধেক দিব। অথবা প্রত্যেক রাত্রের নিমিত্ত দুইশত করিয়া টাকা দিব, ইহার অধিক পাই, আমার থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অল্প পাই, আমার পূর্ব্বসঞ্চয় হইতে আপনাকে পূরণ করিয়া দিব।"

জেলদারোগা বলিলেন, "আমি ইহাতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমায় ছাড়িয়া দিলে তুমি যদি আর ফিরে না আইস, তখন কি হইবে?"

শম্ভু উত্তর করিলেন, "এ সন্দেহ আপনি অবশ্যই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যে পলাইব না, তাহার জামিন আমার কথা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না; আমি হিন্দু, মিথ্যা কথা আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি মিথ্যাবাদী হইলে কখন অন্যে আমাকে সর্দ্দার বলিয়া গ্রহণ করিত না; তাহারা ডাকাত সত্য, কিন্তু তাহারা কাপুরুষকে ঘৃণা করে, মিথ্যা কথা কেবল কাপুরুষের অবলম্বন। আমার কথার উপর

নির্ভর করা না করা আপনার ইচ্ছাধীন, সাহস করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিতে পারেন, লাভ আপনার নিজের, না পারেন, তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই।"

জেলদারোগা বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে আবার অনেকক্ষণ বেড়াইলেন, শেষ শম্ভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিঞ্চিৎকাল তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শম্ভু তুমি বীরপুরুষ, আমি ইংরাজ, বীরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে আমাকে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না, তাহা একপ্রকার নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি; অতএব তুমি যে রাত্রে ইচ্ছা কর, সেই রাত্রেই যাইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে আমায় না জানাইলে, আমি তাহার উদ্যোগ করিতে পারিব না। মেম-সাহেবের নিমিত্ত আমি নিতান্তই দায়গ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতেই তোমাকে মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু দেখ যেন আমি মারা না পড়ি।"

শম্ভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই।"

সেই দিন হইতে শম্ভু একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন, যে দিন ইচ্ছা, সেই দিন জেলখানা হইতে বহির্গত হইতেন, কেবল একবার সন্ধ্যার সময় জেলদারোগাকে জানাইতে হইত; জেলদারোগা তাঁহার আগম-নির্গমের উপায় করিয়া দিতেন। এই জন্য যে দিন বিনোদ জেলখানা হইতে মুক্ত হন, সেই দিন শম্ভু অনায়াসেই বিনোদের বাটী যাইতে পারিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামের ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে রামদাস সন্ন্যাসী আর মোহান্ত বাস করিতেন, শম্ভু শৈলকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গিয়াছিলেন।

রামদাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া শৈল-সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলে, রামদাস শৈলকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

শৈল প্রথমে কোন উত্তর দিল না, মস্তক ফিরাইয়া শম্ভুকে দেখিতে লাগিল। শম্ভু দৃষ্টির বাহির হইলে, শৈল সন্ন্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিল না। সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

শৈল ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় যাইব? কেন যাইব, কে তুমি?" শম্ভু যে দিকে গিয়াছেন, সেই দিক্ দেখাইয়া রামদাস বলিলেন, "আমি ঐ প্রভুর অনুমত্যনুসারে বলিতেছি, আমার সঙ্গে আইস।"

শৈ। আমি যদি না যাই?

রা। তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।

শৈ। এখানে তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

রা। অনেকে আছে।

শৈ। কয় জন?

রা। বাইশ জন।

শৈ। তবে চল।

শৈলকে সঙ্গে লইয়া রামদাস সম্মুখস্থ এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শৈল দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। রামদাস বলিলেন, "আইস।" শৈল বলিল, "আবার কোথায়?" রামদাস ভিত্তিপার্শ্বস্থ সোপান দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে চল।" শৈল সদর্পে মন্দিরের উপর স্তবকে গিয়া আর একটি দেবমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে, রামদাস তাহার চক্ষু বাঁধিয়া কয়েকবার প্রতিমা বেষ্টন করাইয়া হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আবার চল।" শৈল আর কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, পূর্ব্বমত দর্পিতভাবে চলিল। কয়েক পদ যাইয়া শৈল বুঝিতে পারিল, সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে। যে সোপান দিয়া উঠিয়াছিল, সেই সোপান কি অন্য

সোপান অবতরণ করিতে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সোপান অবতরণ করিয়া শৈল অনুভব করিল যে, কোন প্রস্তরময় পথ দিয়া চলিতেছে। আবার পরক্ষণেই অনুভব করিল, পথটি প্রশস্ত নহে। উভয় দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর আছে। ক্ষণবিলম্বে সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ক্রমে সেই গন্ধ আরও প্রবল হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া শৈল বলিল, "সন্ন্যাসি! কোথায় লইয়া যাও, আমার শ্বাসরোধ হয় যে।" রামদাস তখন শৈলের চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া বলিল, "আর একটু যাইতে হইবে।"

শৈলের চক্ষুর বন্ধনমোচন হইল সত্য, কিন্তু শৈল কিছুই দেখিতে পাইল না। পথ অন্ধকারময়। সন্ন্যাসীর পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া শৈল যাইতেছিল, হঠাৎ শব্দ স্থগিত হইল। শৈল ভাবিল, সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে; অতএব দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ন্যাসি, দাঁড়াইলে কেন?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিল না। আবার শৈল সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এবারও উত্তর পাইল না। শৈল ফিরিল, ফিরিয়া দেখে পশ্চাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে— পথপ্রমাণ দ্বারে পথরোধ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখে, প্রস্তরময় প্রাচীর। বাম দিকেও সেইরূপ, কেবল সম্মুখে খোলা আছে, কিন্তু বড় অন্ধকার। উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া দেখে, আকাশ-নক্ষত্র কিছুই দেখা যায় না, সকলই অন্ধকার। শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হইল। ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শৈল ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সন্ন্যাসি! আমি কি এই-খানেই দাঁড়াইয়া থাকিব? না আর কোথায় আমায় যাইতে হইবে? এস্থানে আমার শ্বাসরোধ হইতেছে। একি প্রস্তরময় গর্ত্তে আনিয়া আমায় রুদ্ধ করিলে?" শৈলের প্রশ্নে কেহ উত্তর দিল না। শৈল

অনেক কর্ণ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ উত্তর দিল না ; কোন শব্দ নাই, তখন শৈল সম্মুখে হস্ত প্রসারিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্পদূর আসিলে, শৈলের অঙ্গে প্রাতর্বায়ু স্পর্শ করিল। শৈল পুলকিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "ভয় নাই, শীঘ্র মরিব না ; সম্মুখে অবশ্য বায়ুর পথ আছে।" অতএব তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল ; কিন্তু কয়েক পদ না যাইতে যাইতেই প্রাচীর-স্পর্শ হইল। শৈল বাম দিকে ফিরিয়া আবার কয়েক পদ গেল, সে দিকেও পূর্ব্বমত প্রাচীর-স্পর্শ হইল। এইরূপে শৈল চারিদিকে ফিরিল। চারিদিকেই প্রস্তরময় প্রাচীর ; কোথায় বায়ুর পথ, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু শৈলের নিশ্চয়ই বোধ হইল যে, প্রস্তরময় কোন ঘরে সে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে নির্গমের পথ নির্ণয় করা কঠিন, অতএব দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলের অনুভব মিথ্যা নহে। যেখানে দাঁড়াইয়া শৈল প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা প্রস্তরময় একটি ক্ষুদ্র ঘরের অংশ বটে। কিন্তু ঘরটি মৃত্তিকার মধ্যে এত গভীর স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, কস্মিন্‌কালে তাহার ছাদে বৃক্ষের মূলস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রায় সহস্র বৎসর হইল, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন ধনী ব্যক্তি ধর্ম্মচিন্তা করিবার নিমিত্ত মৃত্তিকার ভিতর এই ঘর প্রস্তুত করেন। তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত, তাঁহার শয়নঘর হইতে এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; সেই সুড়ঙ্গের কিয়দংশ দিয়া শৈলকে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে এই ঘরটি ধর্ম্মার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শেষে প্রায় তাহার বিপরীত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ যিনি

যখন আসামদেশীয় রাজাদিগকে পরাভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তখন এই ঘরে পরাভূত রাজার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এবং তদুপযোগী করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই ঘরের অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

ভূগর্ভস্থ এই ঘরটির পূর্ব্বদিকে একটি বেগবতী নদী প্রবাহিত ছিল, সেই নদী হইতে এই ঘরের ঊর্দ্ধভাগ কতক দেখা যাইত, কিন্তু সে ভাগ এরূপ নির্ম্মিত ছিল যে, তাহা কেহ চিনিতে পারিত না। নদীর এই অংশে 'বুড়ির ঘোল' নামে এক আবর্ত্ত ছিল; তাহার ভয়ে কোন নৌকা ঐ অংশ দিয়া যাইতে সাহস করিত না।

প্রাতঃকাল হইলে শৈল দেখিল যে, ঘরটি সমুদয় বড় বড় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ছাদে কড়ি-বরগা নাই, কেবল একটি খিলান, তাহাও প্রস্তরময়। খিলানের নীচে পূর্ব্বদিকে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বার আছে, সেই দ্বার দিয়া প্রাতর্বায়ু আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ঐ গবাক্ষদ্বার দিয়া কি দেখা যায়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত শৈল চেষ্টা করিল, কিন্তু তত ঊর্দ্ধ স্থানে উঠিবার কোন উপায় দেখিল না। পরে শব্দ দ্বারা স্থানটি অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া, শব্দানুসন্ধানে কর্ণপাত করিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, "বেলা হউক, লোকজন যাতায়াত করিলেই বুঝিতে পারিব।"

ক্রমে অল্প বেলা হইল। গবাক্ষদ্বারের সমসূত্রে সূর্য্য উঠিলে ঘরের পশ্চিম দিকে সূর্য্যকিরণ লাগিল এবং তাহার প্রতিঘাতে ছাদের খিলান পর্য্যন্ত বিলক্ষণ আলোকবিশিষ্ট হইল। শৈল দেখিল, খিলানের দুই এক খানি প্রস্তর ঈষৎ নামিয়াছে এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া বর্ষাসিক্ত কর্দ্দম, স্থানে স্থানে নয়নাশ্রুর ন্যায় পড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; কোথাও কোথাও যেন শ্বেত ফেন শুকাইয়া রহিয়াছে। শৈল এ সকল একবারমাত্র দেখিয়া আবার গবাক্ষদ্বার প্রতি চাহিয়া রহিল,

ঐ দ্বার দিয়া কি দেখা যাইবার সম্ভাবনা, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। বেলা হইয়াছে, তথাপি মনুষ্যের শব্দ শুনা গেল না। কেবল দূরে অস্পষ্ট কোলাহল ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই। শৈল ভাবিল, "এ দিকে বসতি নাই, গতিবিধির পথও নাই, বোধ হয় কেবল মাঠ হইবে।" অপর তিন দিকে যে বসতি আছে, তদ্বিষয়ে শৈল প্রথমে কোন সন্দেহ করে নাই। কিন্তু ক্রমে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। ভাবিল, "যদি এ সকল দিকে বসতি থাকে, তবে মনুষ্যের কণ্ঠ কেন শুনা যায় না?" শৈল জানিত না যে, যে ঘরে সে রহিয়াছে, তাহা ভূগর্ভে নির্ম্মিত। এখান হইতে স্পষ্ট শব্দ শুনিবার সম্ভাবনা নাই।

শেষে শৈলের মনে হইল যে, এখানে আসিবার সময় যে কয়েকটি ভগ্ন কুটীর দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে অধিক লোকের বাস নাই। ভাবিল, "এইজন্যই এখান হইতে সতত মনুষ্যশব্দ শুনা যায় না, কিন্তু নিকটে লোক অধিক বা অল্প থাক্, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? নিকটে যাহারা বাস করে, তাহারা অবশ্য আমার শত্রু, নতুবা সন্ন্যাসী রাত্রে আমাকে এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে সাহসী হইত না। আমাকে একাকিনী পাইয়া সন্ন্যাসী তাহার বীরত্ব দেখাইয়াছে। কি বলিব কল্য রাত্রে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, নতুবা সন্ন্যাসীর বীরত্ব দেখিতাম। আহা, কি ভুলই ভুলিছি। একবার যদি সন্ন্যাসীর চুল ধরিতাম, তবে সে নাকে খত দিয়া পলাইত। তখন ভাবিলাম, একটা সন্ন্যাসী আমার কি করিবে? এখন ত দেখিতেছি, আমাকে শিয়াল-কুক্কুরের ন্যায় পিঞ্জরে পূরিয়াছে—" এই ভাবিতে ভাবিতে শৈল দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরের দুইটি দ্বার। একটি পশ্চিম দিকে, আর একটি দক্ষিণ দিকে; উভয় দ্বারই এক্ষণকার সচরাচর দ্বারের ন্যায় দ্বিদল নহে, উভয়ই একদল এবং একখণ্ড লৌহ দ্বারা গঠিত। শৈল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই এক বার অতি তীব্র কটাক্ষে সেই লৌহময় রুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিল মাত্র, দ্বারের নিকট গেল না।

বা নির্ব্বোধের স্থায় দ্বার ঠেলিল না। শৈল কক্ষপ্রান্তে একটি বেদির উপর যাইয়া বসিল, বসিয়া আবার একবার দ্বারের দিকে চাহিল। প্রস্তরের প্রাচীর, লৌহদ্বার ইত্যাদি দেখিয়া শৈল আপনার অবস্থা বুঝিয়াছিল, অতএব ভাবিতে লাগিল, "আমাকে কি সত্যসত্যই আবদ্ধ করিল? আমাকে কি আর ছাড়িয়া দিবে না? আমায় এখানে কত-দিন থাকিতে হইবে? কেন থাকিতে হইবে? কার কথায় থাকিতে হইবে? সন্ন্যাসীর কথায়? সন্ন্যাসী ত কেহই নহে বুঝিতে পারিয়াছি, তবে যিনি রাত্রে আসিয়াছিলেন, তিনিই—" এই সময় শম্ভু-কয়েদীর আকৃতি শৈলের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, শৈল নতশির হইয়া বসিল। শম্ভু স্বয়ং সেই ঘরে উপস্থিত হইলে, শৈলের যেরূপ ভাব হইত, সেইরূপ হইল। শৈল বালিকাকাল অবধি কখন ভয় পায় নাই, কখন কোন ভয়ানক দৃশ্য দেখে নাই; অথবা যদি কখন দেখিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভয় হয় নাই। রাত্রে শম্ভুকে দেখিয়া তাহার ভয়ের এই প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে শম্ভুর চক্ষু মনে পড়িয়া সেই ভয় আরও স্পষ্টীকৃত হইল। শম্ভুকে ভুলিবার নিমিত্ত শৈল শরীর কুঞ্চিত করিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ভুলিতে পারিল না। শম্ভুকে মনের মধ্যে সভয়ে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, শৈলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শৈল উঠিয়া দুই হস্তে কেশবিন্যাস আরম্ভ করিল, তাহা সমাধা হইলে মুখ মুছিয়া দর্পণ লইবার নিমিত্ত একবার অন্যমনস্কে বামহস্ত প্রসারণ করিল, করিয়াই অমনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ দিকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। কে মুক্ত করিল, কখন্ মুক্ত করিল, শৈল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। মুক্ত দ্বার দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, দেখিবার নিমিত্ত শৈল সেই দিকে গেল। যাইয়া দেখে, একটি ক্ষুদ্র ঘরে স্নানা-দির উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া আর এক স্থানে দেখিল, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শৈল

তথার দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে অন্ন কে আনিলে? এ অন্ন আমি খাইব না, আমি বিধবা। হবিষ্য করিব, অথবা অনাহারী থাকিব।"

শৈলের এ কথায় কেহ উত্তর করিল না। শৈল দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল, কোনদিকে নির্গমের পথ দেখিল না। আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "কে অন্ন আনিয়াছ, লইয়া যাও, আমি বিধবা।" এই কথা বলিয়া শৈল যেন রাগভরে ফিরিয়া আসিল।

বেদির উপর বসিয়া শৈল দক্ষিণদিকের দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিল। এই সময় সেই দ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল, আর সমস্ত দিনের মধ্যে মুক্ত হইল না। শৈল অভুক্ত রহিল।

ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল, গবাক্ষদ্বার দিয়া যে পরিমাণে আলোক আসিতেছিল, তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। হর্ম্ম্যতলে অন্ধকার গাঢ় হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শেষ শৈল বেদিতে শয়ন করিয়া, যেন অন্ধকারে ডুবিয়া অন্ধকারের তলস্পর্শ করিয়া রহিল।

পরদিবস প্রাতে শৈল হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া গবাক্ষদ্বারের দিকে চাহিয়া প্রভাতালোক দেখিতেছে; অনাহারে বড় দুর্ব্বল, উঠিতে আর বড় ইচ্ছা নাই; উঠিয়াই বা আর কি করিবে। শৈল নিশ্চয় করিয়াছিল যে, রাত্রে সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে এই ঘর হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে বা অব্যাহতি দিবে; কিন্তু তাহা ত হয় নাই, সন্ন্যাসী ত আইসে নাই। শৈল একবার ভাবিল, "হয় ত সন্ন্যাসী রাত্রে আসিয়াছিল, আমি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, তাহার আগমনশব্দ শুনিতে পাই নাই।" আবার ভাবিল, "যদি সন্ন্যাসী সত্যসত্যই আসিত, তাহা হইলে অবশ্য শব্দ দ্বারা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিত। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী আইসে নাই। কেন আইসে নাই? আমাকে এইখানেই রাখা তাহার অভিপ্রায়, আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি

তবে কয়েদী। আমি তবে আর ইচ্ছা করিলে এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। কতদিন থাকিতে হইবে? তাহারও নিশ্চয় নাই।"

এই সময় একটি টিক্‌টিকী গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। টিক্‌-টিকী হেলিয়া দুলিয়া দুই এক পদ যায়, আবার মাথা তুলিয়া দেখে; এইরূপে গৃহগোধিকা প্রাচীর দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। শৈলের ইহা অসহ্য হইল, বেদি হইতে লম্ফ দিয়া শৈল টিক্‌টিকীকে আঘাত করিল। টিক্‌টিকী ভূমিতলে পড়িয়া চীৎ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈল তখন তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া বলিল, "কেমন এখন ইচ্ছামত যাতায়াত কর। আমি কয়েদী, আর এই সামান্য টিক্‌টিকী স্বাধীন! ইচ্ছামত এই ঘরে গতায়াত করে! এই ঘর আমাকে আবদ্ধ করিল, কিন্তু এই পোড়া ক্ষুদ্র জন্তুকে কয়েদ করিতে পারিল না! যত যন্ত্রণা আমারই জন্য ছিল।"

এই বলিয়া শৈল গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিতে লাগিল। টিক্‌টিকীর ছিন্ন লাঙ্গূল স্বতন্ত্র স্থানে পড়িয়া নাচিতে লাগিল। ক্রমে লাঙ্গূল নির্জ্জীব হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল। শৈল তখনও সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিলাসবাবু প্রাচীরের উপর ভীমাকৃতি দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন, সেখানে শৈল কি আর কেহই নাই, কেবল মৃতদেহ তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বিলাসবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া যথাসাধ্য বেগে পলাইলেন। আপনার গৃহে যাইয়া শয়নকক্ষের সমুদায় দ্বার-জানেলা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। তখন কোনক্রমে মন স্থির করিয়া প্রাচীরের উপর আকাশপটে

যে মূর্ত্তির কতক আভাস চিত্রিত দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, প্রাচীরে কেবল মনুষ্যাকৃতিই দেখিয়াছিলেন। আবার ভাবিলেন, "না, আর কি হইবে।" বিলাসবাবু বাস্তবিক সে মূর্ত্তিটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে ভয় সঞ্চারিত হইয়াছিল; একে রাত্রিকাল, তাহে নিকটে মৃতদেহ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে, আবার তিনিই সেই দেহের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। বিলাসবাবু নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই পদদলিত হইয়া বিনোদের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অতএব ভয়ে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই অবস্থায় সামান্য উপলক্ষ হইলেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন, যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বেশীর ভাগ।

বিলাসবাবু যাহা দেখিয়াছিলেন, শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি ভয়ানক হইতে লাগিল; ক্রমে ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল; শেষ বিলাসবাবু চক্ষু মুদিলেন, তবুও বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, চক্ষু বোজা বৃথা হইল। মনশ্চক্ষে এই সকল মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, দৈহিক চক্ষু মুদিলে কি হইবে। বরং চক্ষু মুদিয়া বিলাসবাবু আরও বিষম করিলেন, ভয়ে আর চক্ষু খুলিতে পারিলেন না; তখন ঘরের ভিতর চারিদিকে সেই সকল বিকটমূর্ত্তি রহিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল মূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তাঁহার শয্যার চারিদিকে বসিতে লাগিল। বসিয়া যেন একবার পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বিলাসকে দেখাইল; তাহার পর যেন একবাক্যে সকলেই মাথা নামাইয়া গলা বাড়াইয়া বিলাসের মুখের নিকট তাহাদের নাসা আনিল; তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনা যাইতে লাগিল; ক্রমে বোধ

হইতে লাগিল, তাহাদের নাসা বিলাসের মুখের উপর আসিয়াছে। মুখস্পর্শ করে নাই, অল্প, অতি অল্প, ব্যবধান আছে, স্পর্শ করিতে আর বিলম্ব নাই। তখন বিলাসবাবু ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত, শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বিকট আকারেরা যেন দন্ত দেখাইয়া নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল। বিলাসবাবু আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিলাসবাবুর জ্ঞান হইল; তখনও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে, কিন্তু কিসের নিমিত্ত সে আতঙ্ক, তাহা বড় স্মরণ নাই; ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দ্বারের ছিদ্র দিয়া ঘরে সূর্য্যকিরণ আসিয়াছে। পার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়া জানিলেন যে, তাঁহার আপন শয়নকক্ষেই আছেন। পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা তখন একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। আদ্যোপান্ত সকল স্মরণ হইলে, ভাবিতে লাগিলেন, "শেষ যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি ভৌতিক? ভৌতিক ভিন্ন আর কি সম্ভবে? মনুষ্য কে এমন আছে যে, সেই সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হইবে? শৈলের বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা সেই রাত্রে অনুসন্ধান করিবার জন্য কাহার প্রয়োজন পড়িবে? অতএব অবশ্য কোন ভৌতিক ব্যাপার হইয়াছিল। নতুবা শৈল কোথা গেল। শৈলকে কোথায় লইয়া গেল, লইয়া কি করিল, তাহাকে কি বধ করিয়াছে? না—বোধ হয় এই ব্যাপার ভৌতিক নহে, যদি তাহা হইত, তবে মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত না, শুনিয়াছি, শবের সহিত ভূতের নিকট সম্বন্ধ আছে, ভূতের আবির্ভাব হইলে মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি চোর নহে, শৈলের কি ছিল যে, চোর কষ্ট পাইয়া আসিবে? বিশেষ যদি চোর আসিত, তাহা হইলে প্রদীপ আর আমাদের দেখিয়া কদাচ সে অপেক্ষা করিত না, প্রথম উদ্যমেই পলাইত। কিন্তু যদি চোর না হইল, শৈল অথবা বিনোদের কোন আত্মীয়স্বজন না হইল, তবে কে? তবে কি

পুলিষের লোক আসিয়াছিল? মৃতদেহ দেখিয়া শৈলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি যে খুন করিয়াছি, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, বোধ হয় আমাকে দেখিতেও পায় নাই। কিন্তু না দেখুক, শৈল বলিয়া দিবে, সে অনায়াসে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাসঘাতিনী নিশ্চয়ই আমার নাম করিবে। তাহা হইলেই আমি গেলাম। খুন করিয়াছি, আমিই খুন করিয়াছি। ফাঁসি—”

ফাঁসির আনুষঙ্গিক একেবারে সমস্তই মনে পড়িল; চারিদিকে কনেষ্টবল, মেজেষ্টর ও অন্যান্য লোক, মধ্যস্থানে মঞ্চ, তাহার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সোপানাবলী, ঊর্দ্ধে দড়ি ঝুলিতেছে। বিলাসবাবু অমনি আপনার গলায় একবার হাত দিলেন, ভাবিলেন, “এইবার আমার শেষ হইল, গোপালবাবু প্রভৃতি সকলেই এই পৃথিবীতে সুখভোগ করিবে, কেবল আমিই গেলাম। শৈলের সহিত আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ত সুখী ছিলাম! কত সুখী ছিলাম! এখন আমার দশা কি হইল।” ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, “বিনোদ! বিনোদ!” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ক্রন্দনধ্বনি বিলাসবাবুর মাতৃস্বসার কর্ণে গেল, তিনি কর্ম্মান্তরে বিলাসবাবুর শয়নকক্ষের নিকট আসিয়াছিলেন। শব্দ শুনিয়া দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার রুদ্ধ; বিলাসকে ডাকিলেন, বিলাস ভগ্নস্বরে উত্তর দিলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা ভাবিলেন, বিলাস স্বপ্নে কাঁদিয়াছে—অতএব আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিলাসবাবু গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। ভাবিলেন, “এত বেলা হইয়াছে, অথচ কেহ আমাকে ডাকে নাই, মাসি আমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অবশ্য আমার প্রতি সকলের কিছু মন ভার হইয়াছে, রাত্রের ব্যাপার সকলে জানিতে পারিয়াছেন। পুলিষে সংবাদ পাইয়াছে বলিয়া, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা; পুলিষ

জানিতে পারিলে এত বেলা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিত না, প্রত্যূষে আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিত। কেবল এই গ্রামবাসীরা যদি জানিয়া থাকে, তবে অবশ্য সৎকারের নিমিত্ত বিনোদকে নদীকূলে লইয়া গিয়াছে।”

এই মনে করিয়া বিলাসবাবু ছাদের উপর উঠিলেন। তথা হইতে বিনোদের গৃহাভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না, কেবল প্রাঙ্গণস্থ আম্রবৃক্ষের উর্দ্ধভাগ দেখা যায়। তথায় শকুনি প্রভৃতি মাংসভুক্ পক্ষিমাত্র দেখিতে পাইলেন না, কুক্কুরদিগের কলহধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, অতএব মনে করিলেন যে, “নিশ্চয় বিনোদকে সৎকারের নিমিত্ত প্রতিবাসীরা লইয়া গিয়াছে।” আবার ভাবিলেন, “আমিও ত প্রতিবাসী এবং আত্মীয়, আমাকে ডাকে নাই, তাহাতেই বোধ হইতেছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে, নতুবা আমাকে ডাকিত।”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিলাস ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া আপন কক্ষে যাইতেছিলেন, এমত সময় পথে কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক রাত্রের মধ্যে বিলাসের মুখমাধুরী একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চর্ম্ম শুষ্ক হইয়াছে, চক্ষু তেজোহীন, কেশ রুক্ষ এবং কণ্টকবৎ হইয়াছে, বিলাসবাবু যেন কত দিনের রোগী। তাহার ভগিনী হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। লজ্জাবতী কখন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে মুখ তুলে নাই, অগ্য চাহিয়া রহিল। বিলাস ভাবিলেন, “সহোদরাও শুনিয়াছে, তাহারও আমার প্রতি ঘৃণা হইয়াছে।” বিলাস সত্বরে আপন ঘরে লুকাইলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জানেলার রন্ধ্র দিয়া দেখিলেন, পাকশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটি প্রতিবাসীর কন্যা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে, আর একবার একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে। বিলাসবাবু নিশ্চয় বুঝিলেন, তাঁহারই কথা হইতেছে। এই সময় তাঁহার সহোদরা আসিয়া ওষ্ঠাধরমধ্যে

অঙ্গুলাগ্র দিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিলাসের সন্দেহ হইল যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কথা হইতেছে।

আবার ক্ষণেক বিলম্বে অন্য জানেলা খুলিয়া দেখেন, পথে স্থানে স্থানে দুই চারি জন লোক দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। বিলাস ভাবিলেন, "অন্য দিন লোকে এত কথাবার্ত্তা কহিত না, অদ্য সকলে কেবল আমারই কথা কহিতেছে। আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।"

বিলাসবাবু অতি ব্যথিত হইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। এই সময় একজন বৃদ্ধা অপরের সহিত কলহ করিয়া পথিমধ্যে আপনা-আপনি দুই একটি তিরস্কার ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছিল। বিলাস-বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, বৃদ্ধার কেবল এই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, "অমন লোকের গলায় দড়ি, ছি! যারে হাড়ি-বাগ্দীতে গালি দেয়, ঝাঁটা মারিতে চায়, তার আবার বাঁচা কেন।" বিলাস-বাবু ভাবিলেন, "এই গালি লোকে পথে আমারই উদ্দেশে দিতেছে। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তবে আর কখন বাটীর বাহির হইতে পারিব না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে, দেঁতোর মা গোপালবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার পরিবারকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিল। গোপালবাবুর স্ত্রী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেঁতোর মা, তুমি এতদিন কোথা ছিলে?"

দেঁতোর মা উত্তর করিল, "আমি, জেলখানার নিকটে একটি গৃহস্থের বাটীতে আছি, আমাদের বাবুকে দেখিতে পাব বলে সেইখানে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একান্ত দেখিতে না পাই, তথাপি তাঁহার নিকটে আছি, এই মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হবে।

প্রথম প্রথম তাঁকে দেখিতে পাই নাই; এক এক দিন জেলখানার ভিতর সন্ধ্যার সময় বড় গোল হইত; কেন গোল হইত, তখন আমি তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিত; কত দেবতার নিকট মানিতাম, যেন আমাদের বাবুর আবার কোন বিপদ্ না ঘটে।" এই বলিতে বলিতে দেঁতোর মা অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিতে লাগিল, "একদিন বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অন্য কয়েদীর সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। একে স্বভাবতঃ শান্ত, তাতে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছেন। অন্য কয়েদীরা হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে আসিল, আসিয়াই ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া জলে পড়িল, কেহ সাঁতার দিতে লাগিল, কেহ গীত গাইতে লাগিল, কেহ জল ছড়াইতে লাগিল, পুকুর একেবারে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। আমাদের বাবু ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, কোন দিকে ফিরেও চাহিলেন না, কাহারও সহিত কথাও কহিলেন না, পোড়া লোকেরা কেহ একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করিল না। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'হে ঠাকুর, বাবু একটা কথা কহেন ত আমার কাণ জুড়ায়, একবার একটু হাসেন ত আমার প্রাণ জুড়ায়। ও মুখ কখন হাসি-ছাড়া ছিল না।' হাসি দূরে থাক, একটি কথাও কহিলেন না, পরে বাবু জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। আমি দাঁড়াইয়া মুখখানি দেখিতে লাগিলাম; শেষ যখন বাবু হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে মাথা তুলিলেন, আমার বুক উথ্‌লে উঠিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম, বাবু মনোবেদনা সূর্য্যদেবকে জানাইতেছেন। আমিও সেইখানে কলসী রাখিয়া তেমনি করিয়া হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের কাছে কাঁদিলাম। 'বলি ঠাকুর, তুমিই এ সংসারে সত্য, তুমি সকল দেখিতেছ, রাত্ত-দিন করিতেছ; বাবু যে নির্দ্দোষী, তা জেনেও কেন আর দুঃখ দেও? ঠাকুর! যেমন করে তুমি অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাক, একবার তেমনি

করে বাবুর শত্রু নষ্ট কর, দশে ধর্ম্মে দেখুক।' তার পর সন্ধ্যা করা হইলে, বাবু সকলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেই দিন ভিন্ন আর আমি বাবুকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই বাবুর যোড় হাত মনে পড়িত, তখনই কেঁদে উঠিতাম।"

গোপালবাবুর পরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখন সেখানকার চাকুরি ছেড়ে এসেছ?"

দৈঁতোর মা বলিয়া উঠিল, "আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যদিও বাবুকে আর দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাবুর সংবাদ পাইতাম; বাবুর বড় শক্ত পীড়া হইয়াছিল। রোগ দেখে সাহেবেরা তাঁহাকে কাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা আজ প্রাতে শুনে তাই দৌড়ে এলাম; কিন্তু দেখা হল না, মাঠাকুরাণী এখনও দ্বার খুলেন নাই; পাছে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাই বুঝি লজ্জায় দ্বার খুলেন নাই, তা হোক খেদ মিটিয়ে একা সেবা করুন, আমি না হয় পরে সেবা করিব। তিনি যে এখন আপনার ধন চিনিতে পারিলেন, এই আমাদের সুখ। তা মা আজ আর কোথা যাব, বলি, তোমার ঘরের একপাশে পড়ে থাকি।"

গোপালবাবুর স্ত্রী তাহাকে থাকিতে বলিয়া স্বামীর নিকট যাইয়া কহিলেন যে, "বিনোদবাবু বড় পীড়িত বলিয়া সাহেব তাঁহাকে খালাস্ দিয়াছেন। তিনি গতরাত্রে বাটী আসিয়া থাকিবেন, কিন্তু শৈল এ পর্য্যন্ত দ্বার খুলে নাই বলিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে, তুমি লোকদ্বারা একবার সংবাদ জান। আপনি স্বয়ং সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই।" গোপালবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় এ সংবাদ কে দিল?" তাঁহার পরিবার, দৈঁতোর মাকে দেখাইয়া দিলে, গোপালবাবু স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। শৈল এ পর্য্যন্ত কেন দ্বার খুলে নাই, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রে বিনোদকে লইয়া যাইবার সময় রামদাস সন্ন্যাসী বাটীর ভিতর

হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন। এ সংবাদ কেহই জানিত না, সুতরাং সকলেই ভাবিয়াছিল, শৈলই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রহিয়াছে। শেষ গোপালবাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া জনেক সরকার দ্বারা দারোগার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। গোপালবাবু আপন বাটীর সম্মুখে এক পুষ্পোদ্যানে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, নিকটে তাঁহার কন্যা দাঁড়াইয়া একটি গোবৎসের সহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্রীড়া দেখিতেছে। নব বৎসটি এক এক বার দৌড়িয়া আসিয়া শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইতেছে; শিশু তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিতেছে, আবার বৎসটি পূর্ব্বরূপ দৌড়িয়া পলাইতেছে, আবার আসিতেছে। একবার একবার আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শিশুর মস্তকের নিকট নাসা বিস্তার করিতেছে; শিশু চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে; বৎস অপ্রতিভ হইয়া অমনি পলাইতেছে।

এই সময় বিলাসবাবু তথায় আসিলেন; আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া গোপালবাবুর কন্যা তাঁহার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। পদদ্বয় যেন অচল হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ভূমিস্পর্শ করিতেছে। গোপালবাবুর কন্যা ভাবিল, "পায়ে বেদনা হইয়া থাকিবে।" বিলাসবাবুর সম্মুখদৃষ্টি ঘুচিয়া প্রায় পার্শ্বদৃষ্টি হইয়াছে। গোপালবাবুর কন্যা ভাবিল, "বিলাসবাবু টেরা হইয়াছেন।" বিলাসবাবু, প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইবে, গোপালবাবুর বাটীতে আসেন নাই।

বিলাসবাবু আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন, গোপালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অল্প শব্দ করিলেন। গোপালবাবু তাঁহার প্রতি চাহিবামাত্র বিলাসবাবু বায়ুতে মাথা ঠুকিলেন, অর্থাৎ আধুনিক না-ইংরাজি-না-মুসলমানী কেতায় সম্ভাষণ করিলেন। গোপালবাবু অন্যমনস্কবশতঃই হউক, আর ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, সে সম্ভাষণ বড় গ্রহণ করিলেন না। বিলাসবাবু ভাবিলেন, আমাকে গোপাল-

বাবু ভাল চিনিতে পারেন নাই, অতএব দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া স্বর পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত দুই এক বার কাসিলেন, পরে বলিলেন, "গোপালবাবু ভাল আছেন? কল্য রাত্রে আমি এখানে ছিলাম না, তাই ভাবিলাম যে, সে কথাটা একবার আপনাকে বলে আসি, আর একবার দেখা করে আসি, অনেকদিন দেখা হয় নাই।" গোপালবাবু ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভাল আছেন?" বিলাসবাবু কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "আমাকে 'আপনি' 'মহাশয়' এ সকল কথা কেন বলেন? পূর্ব্বে যখন ঐ বৈঠকখানায় বসিয়া দিবারাত্রি তাস খেলা যাইত, তখন ত এ সকল শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; আমি আপনার চির-ইয়ার।"

এই সময় দারোগা, কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে গোপালবাবুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিলাসবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি পলাইবার উদ্যম করিলেন। দারোগা উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "বিলাসবাবু পলাও কোথা?" বিলাসবাবু সত্যসত্যই পলাইলেন। যে দিকে গেট্, সে দিকে কনেষ্টবলগণ ছিল বলিয়া অন্য দিকে ছুটিলেন, কিন্তু অল্প দূরে গিয়াই দেখেন, সম্মুখে প্রাচীর। বিলাসবাবু তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। বিলাসবাবু কেন পলাইলেন, এ কথা গোপালবাবু কি দারোগা, কেহই বুঝিতে না পারিয়া, উভয়ে বিলাসবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বিলাসবাবু ভূমি হইতে উঠিয়া দেখেন, দারোগা নিকটে দাঁড়াইয়া। তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন, "যখন আপনি সকলই জানিয়াছেন, তখন আর কতদূর পলাইব; আমি ধরা দিলাম, কিন্তু সত্য করে বলুন, আমার কি ফাঁসি হবে? আমি খুন করেছি সত্য, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কি জানত খুন করি নাই; অন্ধকারে বুকে পা দিয়াছিলাম, তাই বিনোদের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।"

গোপালবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তবে কি বিনোদ নাই!"

বিলাসবাবু বলিলেন, "বিনোদ নাই, কল্য রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দারোগা-মহাশয় তা সকল জানেন।"

দারোগা-মহাশয় আর কোন উত্তর না করিয়া বিলাসকে গ্রেপ্তার করিলেন। সজোরে হাতকড়ি কসিতে, বিলাসকে লাগিল। বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের দুরদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই সংসারে সচরাচর ঘটে না। তজ্জনিত বিনোদের যে চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিনোদের পক্ষে শৈল এ সংসারের একমাত্র গ্রন্থি ছিল; সে গ্রন্থি ছিঁড়িল। বিনোদের চক্ষে সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "সংসার অকারণ, পৃথিবী অকারণ, সৃষ্টিই অকারণ।"

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র দ্বারা বিনোদের মনের অবস্থা কতক অনুভূত হইতে পারে। এই পত্রগুলি বিনোদ সময়ে সময়ে শম্ভুকে লিখিয়াছিলেন। কোন পত্রে শৈলর স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহা না থাকুক, মনের যন্ত্রণায় যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম পত্র।

যেখানে পাঠাইয়াছিলে, আমি সেইখানেই আছি। স্থানটি চমৎকার নির্জ্জন; যে কয় দিন বাঁচি, ইচ্ছা হয় যেন এইখানেই থাকিতে পাই। পূর্ব্বদিকের জানেলা খোলা থাকে; পালঙ্কে শুইয়া আমি

সেই দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকি, কেবল পৃথিবী দেখি। আকাশ, প্রান্তর, আর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ ব্যতীত এ দিকে আর কিছুই নাই। মনুষ্যসমাগম একেবারে নাই।

এইমাত্র বড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। দূর্ব্বাদল, বৃক্ষপত্র, সূর্য্যকিরণে নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। নানাবর্ণের প্রজাপতি উড়িতেছে; পক্ষীরা কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। এক একটি পক্ষী ডালে একা বসিয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতেছে; তাহারা কিছু চাহে না, কাহারেও ডাকে না, অথচ আপন মনে চীৎকার করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও ঐরূপ একবার প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করি। ইতি।

দ্বিতীয় পত্র।

এক্ষণে আমি এক একটু চলিতে পারি, অদ্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলাম। আমি এতদূর চলিতে পারি দেখিয়া, আমার আনন্দের আর সীমা ছিল না। নবশিশু দুই এক পদ চলিতে পারিলে যেরূপ আপনাকে অসামান্য মনে করিয়া মাতৃ-প্রতি দৃষ্টি করিয়া হাসিতে থাকে, আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আমি যে আর কখন চলিয়াছিলাম, কি চলিতে পারিতাম, তাহা আমার মনে ছিল না। আমার চলিতে ইচ্ছা কেন, চলিতে এত যত্ন কেন, এত আনন্দ কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ইতি।

তৃতীয় পত্র।

অদ্য কবিরাজ আসিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শেষ বলিলেন, "আর ভয় নাই, আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাই-বেন।" অমনি আমি আহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলাম। হাত ধরিয়াই সকল মনে পড়িল। আমার আবার আহ্লাদ কেন? সম্প্রতি অনেকবার ভাবিয়াছিলাম, জীবনে আর আমার ইচ্ছা নাই; মরিলেই

ভাল। কিন্তু সে কথা মিথ্যা; বাঁচিতে আমার বড় ইচ্ছা। বুঝেছি, এ পৃথিবীতে অবশ্য কিছু সুখ আছে, নতুবা বাঁচিতে ইচ্ছা কেন? কিন্তু সে সুখ কি?

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিদল প্রাতে ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে বসিয়া কত কথা বলে, কত কলহ করে, কতবার উড়ে, কতবার বসে, কত পুষ্প ঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি; প্রজাপতিগুলি উড়িতেছে; কখন শূন্যে উঠিতেছে, কখন নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটি ছুটিতেছে, প্রথমটি আবার পলাইতেছে; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। বড় বড় তরুসকল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে জন্মিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, কতবার দুলিয়াছে, একবারও সরে নাই; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী উচ্চাকাশে উঠিয়া তিলবৎ আকারে ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। ভালবাসি সত্য, কিন্তু কেবল এই সকল দেখিবার নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে চাহি? কদাচ নহে। সকল সময় ত এ সমস্ত ভাল লাগে না। যখনই ভাবি, ঐ বৃহৎ পক্ষী সমস্তদিন কেবল আহারের নিমিত্ত এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উড়িতেছে, অমনি আমার রাগ হয়। এই যে সুন্দর প্রজাপতি সর্ব্বদা উড়িতেছে, ইহারও আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; কেবল আহার খুঁজিতেছে, মরণপর্য্যন্ত কেবল আহারই খুঁজিবে! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! ইহারা কেবল আহারের নিমিত্ত জন্মিয়াছে।

কেবল পক্ষী প্রজাপতিরই কথা কেন বলি। জগতের সকল জীবই এইরূপ যন্ত্রণা পাইতেছে। ভেক, মূষিক, হস্তী, সিংহ, মশা, মাছি, বিহঙ্গ, বানর, সকলেই কেবল আহার অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের আর কোন ইচ্ছা নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। হে জগদীশ্বর! তাহাদের কেবল কি আহার করিতে পাঠাইয়াছ?

কেবল এই সকল জীবজন্তু কেন? মনুষ্যই বা কি? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উদ্দেশ্য কেবল আহার। লক্ষ লক্ষ মনুষ্য নিত্য জন্মিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নিত্য মরিয়াছে; কিন্তু আহার ভিন্ন তাহারা আর কি করিয়া গিয়াছে। এইরূপ কতকাল অবধি মনুষ্য জন্মিতেছে, মরিতেছে, তাহাদের সংখ্যা একবার ভাবিয়া দেখ। এই অসংখ্য অভাবনীয় মনুষ্যরাশি কি কেবল আহার করিবার নিমিত্ত সৃজন হইয়াছিল? তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের এক্ষণে আর কি চিহ্ন আছে? তাহারা কেন জন্মিয়াছিল? সত্যসত্যই কি কেবল আহার করিতে জন্মিয়াছিল? তাহা যদি হয়, তবে—হে ঈশ্বর—এ জীবন অনর্থক, এ দেহ বৃথা, আমি ইহা চাই না, তোমার পৃথিবী মিথ্যা। প্রত্যহ তোমার সেই দিন, সেই রাত্রি; সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র; সেই বৃক্ষ, সেই লতা; সেই জল, সেই স্থল; আর আমার সহে না; আমার শেষ কর।

শেষ কি? মৃত্যু! তাহার পর—পরকাল। তাহাও কি এইরূপ উদ্দেশ্যরহিত? কে জানে, কে বলিতে পারে। পরকাল যে দেখেছে, সে ফেরে নাই; তৎসম্বন্ধে যে যাহা বলে, সে কেবল অনুভবমাত্র; শাস্ত্রের কথাও কেবল অনুভবমূলক। কিন্তু পরকাল এক নিমেষের পথ, আমি এখনই দেখিলে দেখিতে পারি; ইহকাল আর পরকালের মধ্যে অতি সূক্ষ্মচ্ছেদ, এখনই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারি। একপদ গেলেই পরলোক দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা দেখিলে আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। তখন যদি ভাল না লাগে, তবে কি উপায় হইবে?

আমি মরিব না, পরলোক আমি চাহি না। চাহি না বা কেন বলি, মরণ আছেই; মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, অপরিহার্য্য; যে জন্মিয়াছে, সেই মরিয়াছে অথবা মরিবে। তুমি নিশ্চয় মরিবে। আমিও নিশ্চয় মরিব। সময় উপস্থিত হইলে যত্নে কি ঔষধে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বৃথা।

মরণ নিশ্চিত, এই পাপ সংসার হইতে যে উদ্ধার হইব, তাহা কাজেই নিশ্চিত; তবে মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিতে ভয় কেন? বাঁচিব শুনিলে আহ্লাদ কেন? মনের এ সকল গতি কিছুই বুঝিতে পারি না।

এ সকল চিন্তা আমার পক্ষে এক্ষণে গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, তোমার ভাল লাগে না। অতএব ক্ষান্ত হইলাম। ইতি।

চতুর্থ পত্র।

তোমার বয়স হইয়াছে, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, কখন কি এ সংসারে উদ্দেশ্যরহিত ব্যক্তি দেখিয়াছ? যে সংসারী, সংসারের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে সন্ন্যাসী, পরকালের সুখ তাহার উদ্দেশ্য; যে দীনহীন, ধনোপার্জ্জন তাহার উদ্দেশ্য; যে ধনবান্, প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য; এইরূপ সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহাই উপলক্ষ করিয়া সকলেই কার্য্য করে; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্য নাই, সে কি বিষয়ের উদ্যোগ করিবে? সে ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া ভাবিবে, কি করিব? মধ্যাহ্নে বসিয়া ভাবিবে, কি করিব? শয়নকালে দীপ জ্বালিয়া ভাবিবে, কি করিব? বাস্তবিক এ পৃথিবীতে সে কি করিবে?

পঞ্চম পত্র।

পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে একটি শালবৃক্ষের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছিলাম। কি কারণে জানি না, বৃক্ষটি একসময় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল; তাহার কোমল মঞ্জরীগুলি গিয়াছে, পত্রগুলি গিয়াছে, শাখাগুলি পর্য্যন্ত গিয়াছে, কেবল অঙ্গারাবশিষ্ট বৃক্ষস্কন্ধ, আর দুই একটি মূলশাখার অংশমাত্র রহিয়াছে! চারিদিকে ফলে ফুলে শোভিত বিটপিসমূহ সুখে দুলিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এই দগ্ধতরু বাহু

প্রসারিয়া হা হা করিতেছে। সুখসমীরণ সকল বৃক্ষের নিকট যাইতেছে, সকলকে ভুলাইতেছে, দোলাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষের নিকট যাইতেছে না। চন্দ্রকিরণ কত সুখের সামগ্রী! সকল তরুকে আলোকে হাসাইতেছে, ভাসাইতেছে, কেবল এই পোড়া বৃক্ষকে স্পর্শ করিতেছে না। চারিদিকে বৃক্ষসকল কোমল সুবর্ণে প্লাবিত হইতেছে, কেবল এই হতভাগ্য বৃক্ষস্কন্ধ, যেমন অঙ্গারবর্ণ, তেমনই রহিয়াছে—আবার একা রহিয়াছে। অন্য কোন বৃক্ষ ইহার নিকটে নাই। দেখিয়াছিলাম কেবল একটি লতা দূর হইতে ক্রমে ক্রমে এই হতভাগ্য তরুর মূল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ভাবিলাম লতা স্ত্রীজাতি, তাহা না হইলে কাতরের প্রতি এত দয়া কেন; যাহারে সকলে ত্যাগ করিয়াছে লতা তাহারে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে; লতা সেই অঙ্গারাবশিষ্ট দেহ আপন পল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া আবার ফলফুলে শোভিত করিবে, দগ্ধ তরুকে শীতল করিবে, সতত কাছে থাকিবে, কোমল বাহু দ্বারা তাহাকে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে।

তখন আমার কি ভ্রম ছিল! এখন আমি বুঝিয়াছি, লতা কেবল ঐ ভাগ্যহীন তরুকে অবলম্বন করিয়া আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবে বলিয়া আসিতেছিল, দয়া-ভাবে আইসে নাই।

তোমায় যাহা বলিব মনে করিয়া এই পত্রখানি লিখিতে বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না, বারান্তরে চেষ্টা করিব। ইতি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু-কয়েদী এই শেষ পত্রখানি পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন, পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলেন। বিনোদ ভাবিয়াছিলেন যে, যাহা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাহা পত্রে প্রকাশ

করেন নাই; কিন্তু শম্ভু ভাবিলেন, বিনোদ তাহা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যে রাত্রে শম্ভু বিনোদের এই পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, সে রাত্রে বিনোদ ছাদের উপর শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ তাঁহার দৃষ্টি চন্দ্রের উপর পড়িল। অনেক-ক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে, বিনোদ অনেকবার চন্দ্রের প্রতি চাহিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। এইবার চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে মনে হইল যে, এই চন্দ্রকিরণ কতদূর ব্যাপিয়া কত পদার্থের উপর পড়িতেছে; পর্ব্বতে, কন্দরে, অরণ্যে, সাগরে—যে পর্ব্বতে কখন কেহ যায় নাই, যে কন্দর আছে কি না কেহ জানে না, যে অরণ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ করে নাই, যে সাগরে মেঘ ভিন্ন অন্যের ছায়া পড়ে নাই—সর্ব্বত্র চন্দ্রের কিরণ পড়িতেছে। এই চন্দ্ররশ্মি হিমালয়ের তুষাররাশিতে জ্বলিতেছে; দেবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় জ্বলিতেছে; শার্দ্দূলের চক্ষে জ্বলিতেছে; হত্যাকারীর অস্ত্র-ফলকে জ্বলিতেছে; হতব্যক্তির রক্তধারায় জ্বলিতেছে; আবার কত দুর্ভাগ্যের নয়নাশ্রুতে জ্বলিতেছে।

বিনোদ আবার মনে করিতে লাগিলেন, "চন্দ্রের দিকে চাহিতে আমার যে সময় লাগিল, এই অল্প-সময়-মধ্যে পৃথিবীর কত স্থানে কত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, চন্দ্র তাহা নিঃশব্দে দেখিলেন। এই মুহূর্ত্ত-মধ্যে কতস্থানে কত মনুষ্যজীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলিয়া গেল। রাত্রের মৃত্যু ভয়ানক, নিঃশব্দে, অন্ধকারে মরণ ভয়ানক। মৃত্যুগৃহে রাত্রে যে আলোক জ্বলে, তাহা আরও ভয়ানক। রাত্রের যম স্বতন্ত্র। তাহার সঙ্গী পাপ। রাত্রের যম মনুষ্যজীবন চুরি করে, পাপ তাহার পরামর্শী। সিংহ-শার্দ্দূলের হিংসা-হত্যার সময় রাত্রি। এই সময় কত পথে কত সর্প পথিকের প্রতীক্ষা করিতেছে। কত গৃহে কত কামিনী সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে সর্প

ও যুবতী একদল, একত্রে পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে অনিষ্টের বীজ বপন করিয়াছিল। বোধ হয় সে পরামর্শ রাত্রে হইয়াছিল। দিবস পুণ্য, রাত্রি পাপ। দিন সুখ, রাত্রি দুঃখ। রাত্রি শোকের সময়। রাত্রি হতভাগ্যের দিন। আমার মত কত হত-ভাগ্য এই চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আপন গতানুশীলন করিতেছে। তাহারা কি আমার মত? আমার মত কি আর আছে? চন্দ্র! তুমি বৃহৎ-সূক্ষ্ম সকল দেখিতেছ; নদীকূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলি জল হইতে কর্দ্দমে উঠিয়া সূক্ষ্ম শুণ্ড নাড়িতেছে, তুমি তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। তুমি স্বরূপ বল, আমার মত হতভাগ্য আর কাহাকে দেখিয়াছ? তুমি অনেক দিনের। সীতা-শোকে অধীর শ্রীরামের চক্ষের জল দেখিয়াছ; অভিমন্যু-শোকাভিভূত অর্জ্জুনের যন্ত্রণা দেখিয়াছ; নল রাজার উন্মত্ততা দেখিয়াছ; ছোট বড় দেব-মানব, কত লোকের পুত্রশোক, পত্নীশোক দেখিয়াছ। কিন্তু স্বরূপ বল, আমার মত শোকের আধার আর কখন কি দেখিয়াছ? আমি ছয়মাস অনুপস্থিত ছিলাম—এই ছয়-মাস-মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে সে আমায় কত ভাল বাসিত, আমিও কত ভাল বাসিতাম, এখন কেন এমন হইল? সেই ত সকল রহিয়াছে। গৃহে সেই আম্রবৃক্ষ, সেই প্রাচীর, সেই দ্বার, সেই সকলই রহিয়াছে। কিন্তু সে আদর, সে গৃহসুখ কোথা গেল!"

এই সময়ে হঠাৎ নদীকূলে মৃদুমধুর সঙ্গীতধ্বনি ক্রমে আকাশ প্লাবিত করিল; বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষীরা জাগ্রত হইয়া উঠিল, দুই একটি কোকিল ও পাপিয়া ডাকিতে লাগিল। কোকিলেরা যাহাকেই ডাকুক, ডাকিবার সময় প্রথমে অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে ডাকে; যাহারে ডাকে, সে আইসে না; সে শুনেও না; কোকিল আবার ডাকে; ডাকের উপর ডাকে, উচ্চৈঃস্বরে উপর্য্যু-পরি ডাকে। প্রাণ ভরে' মর্ম্মভেদ করিয়া ডাকে; শেষ ক্লান্ত

হইয়া পড়ে। আবার ডাকিতে থাকে। প্রথমে ভগ্নস্বরে, ক্লান্তস্বরে ধীরে ধীরে ডাকিতে থাকে; ক্রমে আবার তীক্ষ্ণস্বরে ডাকের উপর ডাকে।

বিনোদ যে সংগীত শুনিতেছিলেন, তাহাও সেইরূপ। প্রথমে ধীরে ধীরে গীত আরম্ভ হইয়া, ক্রমে স্তরে স্তরে উঠিতে লাগিল, মর্ম্মব্যথার সঙ্গে সুর আরও উঠিতে লাগিল। সুরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বহিতে লাগিল, সুর যেন ব্যাকুল হইয়া চারিদিক্ ব্যাপিয়া ফেলিল। সুরের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, এতদিনের পর যেন কে তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিল, বিনোদ আপনিও সুরের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন। গীত থামিল; কিন্তু বিনোদ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিলেন, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। বিনোদের হৃদয় লঘু হইল। অনেক যন্ত্রণা গেল।

আবার গীত আরম্ভ হইল। এবার সুর স্বতন্ত্র, পূর্ব্বরূপ উচ্চ নহে, তীক্ষ্ণ নহে, কেবল অলসময়, কিন্তু বড় মধুর। বিনোদের চিত্ত ক্রমে প্রফুল্লোন্মুখ হইয়া আসিল; কিন্তু আবার তখনই মুদিত হইয়া গেল, যেন কি তাঁহার মনে আসিতেছিল, কিন্তু আসিতে আসিতে আর আসিল না। ক্রমে গীতধ্বনি চন্দ্রালোকে মিলাইয়া গেল।

সেই সুর আবার শুনিবেন বলিয়া বিনোদ ব্যগ্রচিত্তে বসিয়া রহিলেন। সুর আবার অলসভরে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। এবার তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্লিত হইল; পূর্ব্বে যাহা মনে আসিয়া আসিয়া আইসে নাই, এবার তাহা মনে আসিল—তাঁহার পূর্ব্বসুখ—যে সুখে আপনি শৈলের অন্তরে ডুবিয়াছিলেন, শৈলকে আপনার অন্তরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সুখপ্রতিমা, আলোকময়ী, আহ্লাদময়ী, দেবপ্রতিমার ন্যায় মনে আসিল। বিনোদ ভাবিলেন, "আমি কত সুখেই ছিলাম, এ সুখ আমার কেন গেল; সেই শৈল

এরূপ না হইলে ত আমি সেইরূপই সুখে থাকিতাম। সেই রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহা কি নিশ্চিত? না, হয় ত আমার ভ্রম। ভ্রম ত লোকের হয়। আমি হয় ত সে রাত্রে অজ্ঞানাবস্থায় অন্য কাহারও বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রদীপহস্তে যে যুবতীকে দেখিয়া শৈল ভাবিয়াছিলাম, সে হয় ত আর কেহ হইবে। শৈল সে সকল অলঙ্কার কোথায় পাইবে, এ কথা আমার তখনই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এই সহজ কথা আমি এতদিন অনুধাবন করিয়া দেখি নাই, অনর্থক এই মর্ম্মভেদি-যন্ত্রণায় জ্বলিতেছি।"

বালকে কোন পক্ষিশাবক হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলে যেমন আহ্লাদে উছলিয়া উঠে, চারিদিক্ দেখে, আর শাবকটিকে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে থাকে, বিনোদ সেইরূপ মনের এই ভাবটি আহ্লাদে অন্তরের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। 'সে যুবতী শৈল নহে—আর কেহ হইবে' এই কথাগুলি যেন বিনোদ হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলেন, এবং বালকের মত সুখে পুনঃপুনঃ হৃদয়ে টিপিয়া ধরিতে লাগিলেন।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন, "আমার শৈল গৃহে আছে, আমি এখানে কেন রহিয়াছি? ভ্রম, আমার সকলই ভ্রম। যাই, এখনই তাহার নিকট যাইবার উদ্যোগ করি।"

এই সময় সঙ্গীতস্বর ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যেন অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িল, আর জাগিল না। বিনোদ অনেকক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন; গীতের আর কোন সম্ভব নাই বুঝিতে পারিয়া, শেষ ছাদের উপর হইতে অবতরণ করিলেন। ভাবিলেন "এ মধুর গীত কে গাইল, একবার তাহাকে দেখিয়া আসি," এই মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানে গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিক্ হইতে সংগীতধ্বনি আসিয়াছিল, বিনোদ একা সেই দিকে গিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু গায়কের দেখা কোথাও পাইলেন না। একস্থানে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে বোধ হইল, এক ব্যক্তি কে, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। বিনোদ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া দেখেন, সেখানে কেহই নাই, কেবল একস্থানে পত্রাভাবে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে। অন্ধকারমধ্যে সেই চন্দ্ররশ্মি শ্বেতবসন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিলেন, "আমাদের কত সহজেই ভ্রম হয়; বৃক্ষচ্ছায়ায় চন্দ্রকিরণ যদি মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, তবে অজ্ঞানাবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়া, আর এক ব্যক্তি বোধ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অপরা সুন্দরীকে শৈল বলিয়া বোধ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদ নদীকূলে দাঁড়াইলেন। সেখানেও কেহই নাই, কেবল একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে; নৌকায় আলোক নাই, দুই তিনটি দাঁড়ি-মাজি শয়ন করিয়া আছে; নৌকাখানি সমস্তদিনের পর যেন অবকাশ পাইয়া ক্রীড়া করিতেছে; স্রোতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, একবার একবার রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে, আবার অগ্রসর হইয়া কূলের দিকে আসিতেছে। বিনোদ তথায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একজন পরিচারক জাগ্রত ছিল। তাহাকে বলিলেন, "এইমাত্র কে একজন গীত গাইতেছিল, আমি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, তুমি একবার নদীকূলে যাইয়া দেখ, নৌকায় কে আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ সেই মধুর গীত গাইয়াছিল কি না, জানিয়া আইস।"

পরিচারক নদীকূলে যাইয়া "মাজি মাজি" বলিয়া দুই এক বার

ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না। নাবিকেরা নিদ্রিত মনে করিয়া পরিচারক জলে নামিল। তাহাকে অগ্রসর দেখিয়া নৌকা-মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে মাজিদিগকে ডাকিতে লাগিল; মাজিরা কেহ উত্তর দিল না। পরিচারক নৌকার নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল যে, "এইমাত্র কে গীত গাইতেছিলে, আমার সঙ্গে আইস।"

এই সময় নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া বলিল, "আমি গীত গাইয়াছি।" পরিচারক চন্দ্রালোকে তাহার রূপরাশি দেখিয়া বলিল, "আসুন, যিনি আপনার গীত শুনিয়া কাঁদিয়াছেন, তিনি একবার আপনাকে দেখিবেন।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে?" পরিচারক বলিল, "আমি তাহা বিশেষ জানি না। তিনি পীড়িত হইয়া এই বৈঠকখানায় আসিয়াছেন; পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, অদ্যাপি দুর্ব্বল আছেন; এই পর্য্যন্ত আমি জানি।" স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "পীড়িত ব্যক্তির স্বভাব কিরূপ? তাহারে দেখিলে কি বোধ হয়?" পরিচারক উত্তর করিল, "তাঁহাকে দেখিয়া আপনি নিজেই অনুভব করিয়া লইবেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর করিলেন, "আমি পূর্ব্বাহ্নে কিছু পরিচয় না পাইলে যাইব না।" পরিচারক বলিল, "রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার আর কেহই নাই; বাস্তবিক আত্মীয় থাকিলে তাঁহার কেহ না কেহ তত্ত্ব করিতে আসিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ আসে নাই; কেহ একখানা তাঁহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখে নাই। তিনি একা থাকেন, একা বেড়ান, একা ভাবেন; মধ্যে মধ্যে আমায় জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার আর কে আছে?' আমি কতবার সে কথার উত্তর দিয়াছি, তবু আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে যাহাই হউক, লোকটি বড় ভদ্র, কিন্তু বড় ভীরু। একদিন একস্থানে

একটি গোর দেখিয়াছিলেন, দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, আর তাঁহার পা উঠিল না।* কপাল ঘামিতে লাগিল, আমি সঙ্গে ছিলাম, তাহাতেই কোনপ্রকারে ফিরে আসিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অবধি আর সে দিকে যান না। দিনের বেলাই তাঁহার এত ভয়, না জানি, রাত্রি হইলে কি হইত; কিন্তু যদি তিনি আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহেন, তবে সময়মত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন; আমি চাকর হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।”

স্ত্রীলোকটি এক বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিনোদের দ্বারে যাইয়া সারঙ্গের ঝঙ্কার দ্বারা আপন আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিনোদ একটি আলোকের নিকট বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার গাত্রে একখানি চাদর রহিয়াছে, নিকটে একটি লাঠি পড়িয়া আছে। বিনোদ সত্যই কোথায় এখনই যাইবেন। স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া বসিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

প্রথমে যে স্ত্রীলোকটি পরিচারকের সহিত কথা কহিয়াছিল, সে আসিবার সময় বিনোদের আকার একপ্রকার মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া চক্ষে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিতা হইল; বিনোদ যে এত যুবা কি এমত রূপবান্, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই।

এই সময় বিনোদ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরাই কি এইমাত্র গীত গাইতেছিলে? তোমাদের স্বর অতি মধুর, আমি আর কখন এরূপ স্বর শুনি নাই।”

বৃদ্ধা সঙ্গিনী যুবতীকে দেখাইয়া বলিল, “ইনিই গাইতেছিলেন।”

যুবতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নতমুখে বলিল, “এ দুর্ভাগিনী এক-সময় এই ব্যবসায়ে শিক্ষিতা হইয়াছিল বটে।”

বিনোদ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের ডাকি নাই; যদি পরিচারক তোমাদের ডাকিয়া থাকে, তবে অন্যায় করিয়াছে। তোমাদের দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমার অনুভব হয় নাই যে, তোমরা স্ত্রীলোক। এক্ষণে তবে তোমরা নৌকায় যাও; পরিচারক যে তোমাদের কষ্ট দিল, তাহাতে কিছুমাত্র মনে করিও না।"

যুবতী এই কথা শুনিয়া একবার মাথা তুলিয়া বিনোদের প্রতি চাহিল; চাহিয়াই আবার মাথা নত করিল, কিন্তু উঠিল না। বিনোদ ভাবিলেন, "বোধ হয়, ইহারা কিছু অর্থের প্রত্যাশা করে। অতএব বলিলেন, "আমায় তোমরা যেরূপ সুখী করিয়াছ, তাহাতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের পাথেয় কিছু দিই, কিন্তু আমি দীনহীন, অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি।"

এই কথা সমাপ্ত না করিতে করিতেই যুবতী বলিল, "মহাশয়, ব্যস্ত হইবেন না; আপনার সহস্রমুদ্রা দান করিবার সাধ্য থাকিলেও আমি লইতাম না, মহাশয়ের চাকর আমাকে ডাকিয়াছে বলিয়াই যে আমি আসিয়াছি, এমত নহে। আমি এই বাটীতে বালককালে অনেক-বার আসিয়াছি। যে সুরের বা রাগিণীর আপনি প্রশংসা করিতেছিলেন, তাহা এই ঘরে বসিয়া শিখিয়াছিলাম, তাই একবার এই ঘর দেখিতে আসিয়াছি।" বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন এ বাড়ীতে কে থাকিত?" যুবতী উত্তর করিল, "এ বাড়ীতে তখন কেহ নিরবধি বাস করিতেন না, মধ্যে মধ্যে মহারাজ মহেশচন্দ্র আসিয়া থাকিতেন; আমিও সেই সঙ্গে আসিতাম।"

বিনোদ বলিলেন, "মহারাজ মহেশচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় লোক, আমি তাঁহারে কখন দেখি নাই; তাঁহার আকার কিরূপ?"

এই কথা শুনিয়া যুবতী আপনার গলদেশ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র লইয়া বিনোদের নিকট রাখিলেন। বিনোদ তাহা ব্যগ্রচিত্তে দীপের

নিকট ধরিলেন। চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলেন, দীপালোকে চিত্র আবার দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কে বলিল, এ মূর্ত্তি মহারাজ মহেশচন্দ্রের? মিথ্যা কথা, অসম্ভব!"

যুবতী বলিলেন, "চিত্র মিথ্যা নহে, আমি আশৈশব তাঁহার প্রতিপালিতা, আমি গতকল্যও তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

বি। এ মূর্ত্তি যে আমি চিনি। এ যে শম্ভু-কয়েদীর মূর্ত্তি।

যু। শম্ভু-কয়েদীই মহারাজ মহেশচন্দ্র।

বি। সে কি! মহারাজ কি ডাকাতি করিয়াছিলেন?

এই বলিয়া বিনোদ অন্যমনস্কে কক্ষান্তরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈল অপেক্ষা এই যুবতী প্রায় সাত আট বৎসর বয়োধিকা; তদ্ভিন্ন শৈল ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। শৈলকে কখন হাসিতে দেখা যাইত না; যুবতী কখন হাসি ছাড়া থাকিত না। যুবতী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না, অথচ সতত হাসিত; মিষ্ট কথায় বক্তার মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত; রুষ্ট কথায়ও হাসিত, কিন্তু সে সময় নিকটস্থ শ্রোতাদিগের মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত। আবার যখন অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিত, তখন মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া হাসিত। যুবতীর অপ্রতিভের হাসি আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একই রূপ দেখাইত; হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে, সহজে তাহা বুঝা যাইত না, অনেকে বলিত, ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত।

আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত; তৎসঙ্গে নিম্নদৃষ্টি, নাসাগ্রে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠকম্প দেখা যাইত। শৈলের এ সকল কিছুই ছিল না।

শৈলের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তীব্র বোধ হইত; আবার তাহার প্রতি

কেহ চাহিলে সেই তীব্রতা আরও বাড়িত। যুবতীর নয়ন স্বভাবতঃ ভীতা, কেহ তাহার চক্ষু প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়নপল্লব নামিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষুদিগকে আচ্ছাদিত করিত।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে এই রূপবতী আশৈশব প্রতি-পালিতা, অথচ তাহার পরিচয় কেহ জানিত না, লোকে নানা সন্দেহ করিত। কেহ কেহ বলিত, যুবতী কোন নর্ত্তকীর গর্ব্ভজাত। গায়কী ও নর্ত্তকী মহারাজের দুই একটি ছিল, কিন্তু কথিত আছে, মহারাজ স্বয়ং নৃত্য ভাল বাসিতেন না; অন্য কেহ নৃত্যের প্রশংসা করিলে, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেন। তাঁহার গৃহে কখন নাচের "মজলিস" হইত না। গীত শুনিতে তিনি আন্তরিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু কখন গায়ককে সম্মুখে বসাইয়া গীত শুনিতে পারিতেন না। গায়কেরা স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া গাইত, আপনিও স্বতন্ত্র স্থানে একা শয়ন করিয়া গীত শুনিতেন। সে সময় তাঁহার পরমাত্মীয়গণেরাও নিকটে যাইত না; অনবধানতা-প্রযুক্ত কেহ গেলে তিনি সিংহের ন্যায় মাথা তুলিতেন, অন্যপ্রকারে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেন না; আর কিছু বলিতেনও না। এদেশীয় সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, কোন গায়ক তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। অথচ তিনি কখন এই-দেশী রাগ-রাগিণী শুনিতেন না। তিনি যাহা শুনিতেন, তাহার কোনটির নাম "শোক", কোনটির নাম "সুখ" ইত্যাদি। যুবতীর প্রথম যে সুরে বিনোদ কাঁদিয়াছিলেন, তাহার নাম "শোক", দ্বিতীয় সুরটির নাম "সুখ।" এই সকল রসাত্মক সুর একজন ব্রহ্ম-চারী যুবতীকে শিখাইতেন।

বস্ত্র-অলঙ্কার প্রতি যুবতীর একপ্রকার ভয় ছিল। রাণী প্রথম যৌবনকালে একবার তাহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু অলঙ্কার পরিয়া যুবতী আর মাথা তুলিল না, বরং বিন্দুবিন্দু ঘামিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া তাহার পরিচারিকারা অলঙ্কার

খুলিয়া লইল। তখন হাসি-হাসি মুখে যুবতী একজনের কর্ণে বলিয়াছিল যে, "অলঙ্কার পরিলে আমার মনে হয়, যেন সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে।" কিন্তু এ কথা প্রথমাবস্থার। এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছিল।

মহারাজ মহেশচন্দ্রের পট দেখিয়া বিনোদ কক্ষান্তরে গেলে যুবতী ক্ষণকাল বসিয়া রহিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে একখানি চিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভাবিল, "এখানি নূতন, পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই", অতএব বিশেষ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত যুবতী উঠিল; বামহস্তে প্রদীপ লইয়া ঈষৎ তাহা উদ্দীপন করিল, তাহার পর চিত্রের নিকট যাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সেই উদ্দীপ্ত দীপালোকে সুন্দরীর উন্নত মুখমণ্ডল আর একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে মুখের তাৎকালিক সুখমাধুরী পটে অঙ্কিত করা চিত্রকরের অসাধ্য।

যুবতী যে পটখানি একাগ্র হইয়া দেখিতেছিল, তাহাতে চিত্রকরের বিশেষ নিপুণতা-প্রকাশ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু চিত্রিত বিষয় অতি সামান্য। একটি জলাশয়ে কেবল গুটিকতক হংস বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য বিষয়ে চিত্রকর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। পটের ঊর্দ্ধভাগে আকাশ চিত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া সূর্য্য দেখিতেছে। পটে সূর্য্য চিত্রিত হয় নাই, কিন্তু পশ্চিমদিকের আকাশে সূর্য্যালোক মৃদু অথচ স্পষ্ট রহিয়াছে। আকাশের অন্য দিকে সে আলোক নাই, ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল এই চিত্রিত আকাশ দেখিলেই, বোধ হয়, অপরাহ্ন উপস্থিত এবং তাহা শরৎকালের অপরাহ্ন। তাহার পর চিত্রিত জলাশয় ও তাহার পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি দেখিলে শারদীয় অপরাহ্ন আরও স্পষ্ট জানা যায়। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্রে মলিন স্বর্ণ-আভা লাগিয়াছে, তাহা এত মলিন যে, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ষা

ফুরাইয়াছে, জলাশয়টি পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বর্ষার লতাগুলি তীরস্থ শাখা হইতে ঝুলিতেছে, তাহার পুষ্পগুলি গভীর, স্থির, কাল-জলে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। জলে অপরাহ্নের ছায়া পড়িয়াছে, সকল স্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর। এই সময় একটি রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া মাথা ফিরাইয়া তরঙ্গ তুলিয়া যাইতেছে, কাল-জলে তাহার অমল শ্বেতপক্ষ আরও অমল দেখাইতেছে। আর দুইটি রাজহংস পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া স্থির-জলে স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা কূলে যাবে কি না, তাহাই ভাবিতেছে। আর এক স্থানে আর একটি রাজহংস ডুবিয়া উঠিয়াছে, মাথার জলকণা শতশত অমল মুক্তাকারে পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; হংস আবার ডুবিবে বলিয়া মাথা নামাইতেছে।

পটের নিম্নে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে একটি পুরাতন গীতের এই অংশটি লিখিত আছে। যথা———

"আমি শ্যাম-সায়রে হংসী ছিলাম,
ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম,
কত উলটি পালটি ভেসে যেতাম।"

যুবতী শেষ এই গীতাংশ পড়িয়া চক্ষের জল মুছিল। দীপাধারে প্রদীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে আসনে আসিয়া বসিল; ক্রমে উপাধানের উপর মস্তক নত করিয়া অতি মৃদুস্বরে গীতটি গাইতে লাগিল। গীতটির প্রথম কথা "সুখময় সায়র"; এই অংশ গায়িতে গায়িতে যুবতী একবার আপনা-আপনি বলিল, "সুখময় সাগরই বটে," আবার পূর্ব্বমত গায়িতে লাগিল। পার্শ্বস্থ কক্ষে বিনোদ আছেন, এ কথা যুবতী গায়িতে গায়িতে ভুলিয়া গেল, উন্মত্তা হইয়া গায়িতে লাগিল। বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্ত্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গীত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গীত তুমি কোথায় পাইলে?" গায়িকা কেবল অঙ্গুলিদ্বারা পট দেখাইয়া দিল। বিনোদ পটের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া, যুবতী উঠিয়া প্রদীপ-

হস্তে সঙ্গে সঙ্গে গেল। আলোক বাড়াইবার নিমিত্ত যুবতী পটের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র তাহার অঙ্গের মাধুর্য্য ও সৌগন্ধ বিনোদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বিনোদ ভাবিলেন, "এ যে আমার শৈলের অঙ্গসৌরভ।" বিনোদ অমনি যুবতীর দিকে মাথা ফিরাইলেন; সৌরভ তাঁহাকে আরও মোহিত করিল; মোহিত হইয়া তিনি যুবতীর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ দেখিতে লাগিলেন। যুবতী এ সকল কিছুই জানিতে পারিল না, স্থিরভাবে প্রদীপ ধরিয়া পট দেখিতেছিল, মনে করিয়াছিল, বিনোদও পট দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিনোদ বলিলেন, "তোমার অঙ্গের কি আশ্চর্য্য সদ্গন্ধ?" অমনি যুবতীর হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল, ঘর অন্ধকার হইল। বিনোদ পরিচারককে ডাকিয়া আলোক আনাইয়া দেখেন, যুবতী চলিয়া গিয়াছেন। একবার ভাবিলেন, "কেন সে প্রদীপ ফেলিয়া চলিয়া গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি"; কিন্তু সৌরভে শৈলকে মনে পড়িয়াছিল, অন্তরে তাহার চিত্র দেখিতে দেখিতে শয়নঘরে গেলেন, অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে রাত্রে তাঁহার আর নুরপুরে যাওয়া হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে বিনোদের হৃদয় আহ্লাদে পূরিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তমীর প্রাতে বাদ্যোদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালক যেমন "আজ দুর্গোৎসব" বলিয়া আহ্লাদে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, বিনোদ সেইরূপ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। অদ্য নুরপুরে যাইবেন, তাঁহার প্রতিমাকে দেখিবেন, অদ্য তাঁহার দুর্গোৎসব। ত্বরাত্বরি পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিয়া বাহির হইলেন।

একবার পরিচারককে বলিলেন, "আমি চলিলাম, পরে সংবাদ পাঠাইব।" পরিচারক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দেখেন, সম্মুখস্থ উপবনে যুবতী কতকগুলি লতা-পুষ্প-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যুবতী যেন আর কি খুঁজিয়াছিল, পায় নাই। বিনোদ ভাবিলেন, "আমি যে চলিলাম, তাহা একবার উহাকে বলিয়া যাই। অনেক দিনের পরে গতরাত্রে আমি যে সুখী হইয়াছিলাম, তাহা কেবল এই গায়িকার কণ্ঠগুণে, সুরের অসাধ্য কিছুই নাই; আমার মত অভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরাইতে পারে।"

বিনোদকে অগ্রসর দেখিয়া যুবতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিল। কিন্তু উপবন অতিক্রম না করিতে করিতেই বিনোদ তাহার নিকট আসিলেন। তখন গায়িকা উপায়ান্তর না দেখিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে একটি মাধবীলতার নবপত্র কোমল অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ বলিলেন, "তুমি যাও নাই? আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি রাত্রেই গিয়াছ।" গায়িকা আরও লজ্জিতা হইল। বিনোদ তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন্ যাইবে?"

যুবতী। এখনই যাইব।

বি। আমিও চলিলাম।

যু। কোথায়?

বি। সুরপুরে—সেখানে আমার বাস।

যু। তাহা আমি জানি।

বি। তুমি সুরপুর কখন গিয়াছিলে? শৈলকে চেন?

যু। চিনি, তিনি আমাদের রাজকুমারী।

বি। রাজকুমারী!—

যু। মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা।

বি। সে কি! তুমি অন্য শৈলের কথা বলিতেছ।

যু। আমি আপনার শৈলকে মনে করিয়া বলিতেছি। আমি তাঁহাকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতাম। আমরা একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছি।

বি। আমার শৈল রাঘবরামের কন্যা।

যু। রাঘবরামের পালিতা কন্যা।

বি। রাজার কন্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কি? মহারাজ মহেশচন্দ্রের কি অভাব ছিল যে, তিনি অন্নের নিমিত্ত দরিদ্রের ঘরে আপনার কন্যা পাঠাইবেন; যদি তাহা হইত, তবে সে কথা অবশ্য শৈল জানিত। শৈল দরিদ্রকন্যা, আমিও দরিদ্র, এইজন্য বুঝি তুমি আমাদের উপহাস করিতেছ। তুমি স্ত্রীলোক না হইলে আমি উপহাসে রাগ করিতাম।

যু। অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমি এ পর্য্যন্ত কাহারেও কখন উপহাস করি নাই, আমাকেও কেহ উপহাস করে নাই, উপহাস আমি বুঝিতেও পারি না। শৈলসম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা সত্য, চলুন আমি এখনই তাহার কতক প্রমাণ দিতে পারিব।

এই বলিয়া যুবতী নিকটস্থ একটি মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিল; বিনোদও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যুবতী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্যতলে প্রস্তরখোদিত এই কয়েকটি কথা দেখাইল।

মহারাজ-মহেশচন্দ্রস্য

প্রথমাত্মজায়াঃ শৈলকুমার্য্যা

জন্মাহে

শৈলেশ্বরস্য

মন্দিরমিদং স্থাপিতম্।

বিনোদ ইহা পড়িয়া বলিলেন, "মহারাজ মহেশচন্দ্রের প্রথমা কন্যার

নাম যে শৈলকুমারী, তাহাই ইহাতে লিখিত আছে। কিন্তু সেই শৈলকুমারী যে আমার পত্নী, তাহা ইহা দ্বারা ত প্রমাণ হইল না।”

যুবতী বলিল, “তাহা প্রমাণ হইল না সত্য, কিন্তু আসুন আর এক প্রমাণ দিতেছি।” এই বলিয়া বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা বাড়ীর শয়নঘরে প্রবেশ করিল। তথায় উত্তরদিকের একটি রুদ্ধ দ্বারেব চাবি খুলিল। চাবিটি দ্বারের অপর একটি স্থানে অলক্ষ্যে লগ্ন ছিল; দ্বার খুলিবামাত্র বিনোদ দেখিলেন যে, একটি বালিকার প্রতিমূর্ত্তি একখানি পটে চিত্রিত রহিয়াছে। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন এই প্রতিমূর্ত্তি চিনিতে পারেন ?”

বিনোদ বলিলেন, “না আমি চিনিতে পারিলাম না, শৈলের সঙ্গে কোন বিশেষ সাদৃশ্য ত দৃষ্টি হয় না, তবে ওষ্ঠ আর যুগ্ম ভ্রূ উভয়ের কতক কতক একপ্রকার বোধ হয়।”

যুবতী বলিল, “বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখুন, তিন বৎসর বয়সের আর উনিশ বৎসর বয়সের মনুষ্যের আকৃতি-অবয়ব একই প্রকার থাকে না, যে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিবেন, এই আপনার শৈলের বাল্যমূর্ত্তি।”

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজকুমারী রাঘবরামের কেন প্রতিপালিত হইলেন ?”

যুবতী উত্তর করিল, “সে অনেক কথা। কি কারণে জানি না, হঠাৎ একদিন মহারাণী বিবাগিনী হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান। দস্যুরা কি গতিকে জানিতে পারিয়া পথে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। মহারাণী একা পদব্রজে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সাংঘাতিক পীড়িতা হইয়া জামতলী-গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার সময় একটি ব্রাহ্মণকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া যান। কন্যাটির বয়স তখন চারি বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রাহ্মণের নাম রাঘবরাম। রাঘবরামের অনেক বিবাহ ছিল, তাহা বোধ হয় আপনি ভাল জানেন। কোথায়

তাঁহার কয়টি সন্তান আছে, তাহা তাঁহার নিজগ্রামের লোকেরা জানিত না। একদিবস তিনি শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া আপন গ্রামে আসিয়া বলিলেন, 'আমার জামতলীর প্রথমা স্ত্রী সম্প্রতি গত হইয়াছেন, তিনি এই কন্যাটি রাখিয়া গিয়াছেন।' সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করিল। সেই অবধি শৈল রাঘবরামের কন্যা বলিয়া পরিচিতা হইলেন। শৈলও জানিতেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী গত হইয়াছেন, রাঘবরামের গৃহিণীকে তিনি বিমাতা বলিয়া জানিতেন। রাঘবরাম নিজেও জানিতেন না যে, শৈল রাজা মহেশচন্দ্রের কন্যা। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, শৈল ভদ্রবংশজাত ব্রাহ্মণকন্যা।"

বিনোদ বলিলেন, "এ পরিচয়ে আমার সংশয় দূর হইল না। যিনি কন্যা সমর্পণ করিয়া যান, তিনি মহেশচন্দ্রের রাজমহিষী, তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল।"

যুবতী বলিল, "ব্রাহ্মণকে রাজমহিষী একটি স্বর্ণকৌটা সমর্পণ করিয়া যান, তাহাতে এই কথাটি লিখিত ছিল, 'মহারাজ মহেশচন্দ্রের কন্যা শৈলকে যিনি প্রতিপালন করিবেন, তিনিই এই কৌটার সমস্ত রত্নাদিতে অধিকারী হইবেন।' রাঘবরামের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশুর স্বর্ণকৌটাটি আপনি রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা খুলিতে না পারিয়া সম্প্রতি এক স্বর্ণকারের নিকট খুলিতে আনিয়া সকল জানিতে পারিয়াছেন। আর উহা যে রাজমহিষীর হস্তাক্ষর, তাহা মহারাজের কর্ম্মচারীরা চিনিয়াছেন।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের কর্ম্মচারী কে?" যুবতী বলিল, "যিনিই হউন, তাঁহার সহিত আপনার শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময় হইলে তিনি আপনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার কারণ আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি তাহা বলিতেও পারিব না। শৈল যে রাজকুমারী, তদ্বিষয়ে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না।"

বিনোদ বলিলেন, "হইতেও পারে—অসম্ভব কি—রাজকুমারী না হইলে সে ভ্রূকুটী কি আর কাহার হইতে পারে? শৈল নিশ্চয়ই রাজকুমারী—আমার শৈল রাজকুমারী—আমি ত রাজকুমারীর যত্ন জানি না—আমি দরিদ্র, সে রত্নের আদর জানি না—কতবার হয় ত শৈল আমাকে অসভ্য রূঢ় ভাবিয়াছে। এইবার আমি সকল শোধ করিব। আমি তবে চলিলাম।"

যুবতী অতি কাতর অন্তরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। শেষ বিনোদকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?"

বি। সুরপুর যাইতেছি—শৈলের নিকট যাইতেছি।

যু। সুরপুরে শৈলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

বি। কেন?

যু। রাজকুমারী সেখানে নাই।

বি। শৈল তবে কোথা?

যু। আপনি তাহা বোধ হয় আমার অপেক্ষা অধিক জানেন।

বি। কৈ আমি ত কিছুই জানি না—আমার সহিত তাঁহার অনেকদিন সাক্ষাৎ নাই। যে দিবস আমি জেলে যাই, সেই দিবস প্রাতে দেখা হইয়াছিল। কিন্তু তখন শৈল কি করিতেছিলেন, বা সে প্রাতে কোন্ সময় দেখা হইয়াছিল, তাহা কিছুই আমার স্মরণ হয় না। সেই দিন অবধি আর দেখা হয় নাই।

যু। আর একদিন দেখা হইয়াছিল।

বি। কবে?

যু। যে দিন আপনি জেলখানা হইতে আইসেন।

বিনোদ ঈষৎ কাঁপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

যু। মহাশয়ের বাটীতে।

বিনোদ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই রাত্রে?"

যু। সেই রাত্রে।

বিনোদ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি সে রাত্রের ঘটনা সত্য ?”

যুবতী মস্তক নত করিয়া রহিল, আর কোন উত্তর করিল না।

বিনোদ মর্ম্মজ্বালায় ছুটিলেন; একবার মস্তক ফিরাইয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি চাহিয়া, “পাপিষ্ঠা, আমার সুখ ঘুচাইলি” বলিয়া নদীকূলে ছুটিলেন। তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া গাভীরা মুখ তুলিয়া রহিল, হংসগণ কূল হইতে জলে নামিল, শবভুক্ কুক্কুরেরা আহার ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলাইতে লাগিল। বিনোদ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মনের বেগে ছুটিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইয়া নদীকূলে একটি অস্থিময় মড়ার মাথা দেখিয়া দাঁড়াইলেন; উহার ভগ্ন নাসা, কূপচক্ষু, আকর্ণবিকট দন্তশ্রেণী দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “এই দেখ আমিও হাসিতে জানি, আমি এখনও হাসিতে পারি, কেন হাসিব না ? আমার কি হইয়াছে ? কিছুই নহে। বল, তুমি হাস কেন ? তুমি কোন যন্ত্রণা লুকাইয়া হাসিতেছ ? তোমার হাসির মর্ম্ম কি ? আমার অদৃষ্ট দেখিয়া হাসিতেছ ? তুমি স্ত্রীলোকের স্কন্ধে শোভা পাইয়াছিলে, তাহাই তোমার এত হাসি; তোমার দেহ গিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে, তবু হাসি যায় নাই; এই যাউক”—বলিয়া শবমস্তকে পদাঘাত করিলেন। শবমস্তক গড়াইতে গড়াইতে জলে পড়িল। বিনোদ দেখিলেন যে, মড়ার মাথা গড়াইতে গড়াইতেও তাঁহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া হাসিতে লাগিল; একবার তাঁহার দিকে দন্তবিদারণ করিয়া হাসে, আবার বালুকায় মুখ লুকায়, আবার ফিরিয়া হাসে। যে স্থানে শবমস্তক ডুবিল, সেই স্থান হইতে দুই চারিটি জলবিম্ব নদীতে উঠিল—ফাটিল, মিশাইয়া গেল। বিনোদ আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া অন্যদিকে দৌড়িতে লাগিল। সম্মুখে পথিপ্রান্তে একখানি ভগ্নশকট পড়িয়াছিল, বিনোদ দৌড়িয়া সেই শকটে স্কন্ধ দিলেন; বিনা

কষ্টে শকট স্থানান্তরিত করিলেন। শারীরিক শ্রমে তাঁহার উপকার হইল। ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, যেথানে যুবতীকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন, সেইথানে সে দাঁড়াইয়া মাধবীপত্র লইয়া ছিঁড়িতেছে। বিনোদ তাহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না, চলিয়া গেলেন; আবার কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন; বলিলেন, "আমি তোমায় বড় রূঢ়-কথা বলিয়াছি, আমি দুর্ভাগ্য, আমার উপর অভিমান করিও না, আমি বড় দুঃখী, এখন হইতে চিরদুঃখী হইলাম, আমার আর এ জন্মে কোন আশা-ভরসা রহিল না।" এই বলিয়া বিনোদ মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া যুবতীর নয়নাশ্রু মাধবীপত্রে পড়িতে লাগিল। বিনোদ গৃহপ্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, আর যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ঘটনা বিবরিত হইয়াছে, তাহার প্রায় দশ বার দিবস পূর্ব্বে মোহান্ত আপন কুটীরে বসিয়া একথানি পত্র পড়িতেছিলেন, সেথানে রামদাস-সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। পত্রথানি শম্ভু-কয়েদী লিথিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে মোহান্ত সচরাচর যেরূপ ক্ষুদ্র পত্র পাইতেন, তদপেক্ষা এ পত্রথানি অনেক দীর্ঘ। মোহান্ত এই পত্রের যে যে অংশ রামদাস-সন্ন্যাসীকে শুনাইলেন, আমরা সেই সেই অংশ নিম্নোদ্ধৃত করিলাম।

"আমার এ অবস্থা আর ভাল বোধ হয় না; অবস্থান্তরিত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। এক্ষণে মৃত্যুই প্রার্থনীয়; অতএব যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহা আমার বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণকে জানাইবেন। এথানকার জেলদারোগা ছুটি লইয়াছেন, শীঘ্র বিলাত

যাইবেন। আমার এক্ষণে আর আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় হইবে না। এই সময় আর একটি কথা বলিয়া রাখি, যেরূপ অপরিমিত দান করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে বিরত হইলে ভাল হয়। আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এরূপ দানে কোন বিশেষ ফল নাই। বহুকালাবধি রাজারা দান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার কি উপকার হইয়াছে? বাঙ্গালার দৈন্য-দশা সমভাবেই আছে। দুই চারি জন দরিদ্রকে অদৈন্য করিলে সমাজের কি উপকার হইবে? দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, জেলখানায় আর কয়েদী ধরে না। দানে ধন হস্তান্তরিত হয় বটে, কিন্তু ধনবৃদ্ধি হয় না, এক্ষণে যাহাতে বাঙ্গালার ধনবৃদ্ধি হয়, তাঁহার চেষ্টা দেখা উচিত। ধনবৃদ্ধি করিতে গেলে ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে। অতএব তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এবং সে বিষয়ে আমার যাহা মত, তাহা পরে লিখিব।

"সাগরসুতকে বলিবেন যে, বাঙ্গালায় একটি শুভানুধ্যায়ী সম্প্রদায় হওয়া আবশ্যক। স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সত্যবাদী লোক এই নিমিত্ত অতি সাবধানে বাছিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। আপাততঃ দ্বাদশ জন হইলেই যথেষ্ট। উহাদের চিনিবার নিমিত্ত একটি চিহ্ন আবশ্যক। সেই চিহ্ন উহাদের অঙ্গুরীতে অঙ্কিত থাকিবে, আর ইহাদের একটি উপাধি দিতে হইবে; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই এই উপাধি গ্রহণ করিবেন; কিন্তু এই উপাধি গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্ব উপাধি ত্যাগ করিতে হইবে, এমত নহে; কেবল আপনাদিগের সম্প্রদায়-মধ্যে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

"এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে মহাকুলীন বলিলে ক্ষতি নাই। যদি তাঁহারা যথার্থই স্বার্থপরতাশূন্য, পরোপকারী, সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্লেশসহিষ্ণু হন, তবে যে তাঁহারা বল্লালসেনের কুলীন

অপেক্ষা মহাকুলীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মহাকুলীনের যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা একাধারে পাওয়া সুকঠিন; কিন্তু তাহা না পাইলে কদাচ মহাকুলীন করা হইবে না; যদি এক ব্যক্তির ইহার কোন লক্ষণের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়কে যে গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৌরব থাকিবে না। একজনের নিমিত্ত সকলকে অবনত হইতে হইবে, শেষে সম্প্রদায় নষ্ট হইবে। অতএব মহাকুলীন মনোনীত করা বড় গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্য আপাততঃ আমি সাগরসুত-হস্তে ন্যস্ত করিলাম। এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে আছে, তিনি অদ্য হইতে মহাকুলীন হইলেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ রহিল যে, আমি স্বয়ং যাইয়া বাঙ্গালার এই শুভ অনুষ্ঠান করিতে পারিলাম না, আর কিছু না হউক, আমার ইচ্ছা ছিল, এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটি অঙ্গুরী স্বহস্তে সাগরসুতের অঙ্গুলিতে পরাইতাম এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিতাম। তাহা না হউক, এক্ষণে একদিন উত্তম সময়ে আপনারা সকলে প্রসন্নচিত্তে বসিয়া সাগরসুতের অঙ্গুরীয়ধারণ দেখিবেন। অঙ্গুরীতে যেন এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। কি চিহ্ন মনোনীত হয়, তাহা আমায় লিখিবেন। আমার মতে ধানের শীষ মনোনীত করিলে ভাল হয়। যে মূর্ত্তি বা চিহ্ন গ্রাহ্য হয়, তাহা অঙ্গুরীতে অঙ্কিত করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিতে হইবে। ব্রাহ্মণের যেরূপ যজ্ঞোপবীত, মহাকুলীনদিগের সেইরূপ এই অঙ্গুরী থাকিবে।

"সাগরসুতকে এ অঞ্চলে যেরূপ মহাকুলীন করিলাম, এইরূপ স্থানে স্থানে আর দুই এক জনকেও অদ্য করিলাম। তাঁহারাও পরস্পর সম্প্রদায়বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহাদের সহিত কখন সাগরসুতের সাক্ষাৎ হইলে বীজমন্ত্রের দ্বারা পরিচয় হইবে।

"মহাকুলীনেরা প্রতিবৎসর দেবীপক্ষের দশমীরাত্রে সকলে

একত্রিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবেন। পরস্পরের নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান যিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবেন। কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ রাত্রে তাঁহাকে ব্রতগ্রহণ করাইবেন।

"মহাকুলীনেরা ব্রতগ্রহণ করিবার সময় একটি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে যে পাঠ লিখিত হইবে, তাহা তাঁহারা আপনারাই বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। 'স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করিবেন', এ কথা সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে অবশ্য লিখিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আপনাদিগের মধ্যে 'সর্ব্বস্ব দিয়া পরস্পরের উপকার করিতে হইলে তাহাও করিবেন,' এ কথাও থাকিবে। কিন্তু উপকার করিবার নিমিত্ত যদি সত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয়, তাহা করা হইবে না।

"মহাকুলীনের পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যদি কেহ স্ত্রীর অসঙ্গত বশতাপন্ন হয়েন, তবে তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইবে না। তাঁহার যতই গুণ থাকুক, তিনি দীর্ঘকাল আপন ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার গুণ ক্রমে ক্রমে স্ত্রীতে লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব লোপ হইয়া ক্রমে তিনি স্ত্রীর ছায়াস্বরূপ হইবেন। স্ত্রীর মত কথা কহিবেন, স্ত্রীর মত কার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহাকে কদাচ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তবে যাঁহাদের স্ত্রীও এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্তা, তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার আপত্তি নাই, তাঁহাদের এই গুণ লোপ হইবে না, বরং আরও পুষ্টই হইবে।

"আর যাঁহারা মাদকসেবন করেন, তাঁহাদিগকেও সমাজভুক্ত করা না হয়। ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হইবে না, বরং ভবিষ্যতে উপহাস্য হইতে হইবে।

"কি উদ্দেশে এই মহাকুলীনের দল বদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাহাদের কি করিতে হইবে, তাহা আর এক সময়ে বলিব।

"এইরূপ সম্প্রদায় যে শীঘ্র বাঙ্গালায় সৃজিত হইতে পারে, এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যে একেবারে বাঙ্গালায় নাই, এ কথা মিথ্যা, আমি স্বয়ং দুই তিন জনকে জানি, সাগর-সুত তাহার মধ্যে একজন। যদি আমার পরিচয়ের মধ্যে এই দুই তিন জন থাকে, তবে আরও অনেক আছে, অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। এই সম্প্রদায় বাঙ্গালায় যে অগ্রাহ্য হইবে কি উপহাস্য হইবে, এমত ভয় আমার নাই। পূর্ব্বে কুলীনসম্প্রদায় মনুষ্যকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, আর এই মহাকুলীন-সম্প্রদায় ঈশ্বর-কল্পিত। যাঁহারা এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, তাঁহাদিগকে মহাকুলীন ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বত্র। তাঁহাদের লোকে মহাকুলীন বলুক আর নাই বলুক, তাঁহারা পরোপকারী বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভাল বাসে, সত্যবাদী বলিয়া সকলেই মান্য করে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভয় করে। এক্ষণে 'মহাকুলীন' উপাধি দিয়া লোকের নিকট তাঁহাদের নিমিত্ত নূতন সম্মান ভিক্ষা করিতে হইবে না, সম্মান তাঁহাদের আছেই, কেবল তাঁহাদের এক্ষণে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের মধ্যে ছোট-বড় সকলের কর্ত্তব্য, এই মহাকুলীনদিগের কিসে পরস্পর সদ্ভাব হয়, তাহার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা।

"অদ্য এই পর্য্যন্ত। আমি যে মরণেচ্ছুক, ইহা ভুলিবেন না। ইতি।"

শম্ভু-কয়েদীর এই পত্র সমস্ত পাঠ শেষ হইলে রামদাস বলিলেন, "এ আবার কি ভাব?" মোহান্ত বলিলেন, "সে যাহাই হউক, এখনই উদ্যোগ আরম্ভ করিতে হইবে। তুমি যাও, সকলকে সমাচার পাঠাও।" "কাজেই" বলিয়া রামদাস উঠিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শম্ভু-কয়েদী, জেলখানায় হাসিয়া গীত গাইয়া ঘানি ফিরাইয়া দিনপাত করিতেছে। রামদাস-সন্ন্যাসী কি মোহান্তের সম্মুখে শম্ভু যেরূপ গম্ভীর, শৈলের সম্মুখে যেরূপ ভয়ানক, জেলখানায় তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। শম্ভু ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, আপনি হাসিতেছে, সকলকে হাসাইতেছে। জেলখানায় শম্ভু যেন আর এক প্রকৃতির ব্যক্তি।

কোন্ কয়েদীর কি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, শম্ভু তাহা সকলই জানিত; আবার কোন্ কয়েদী নিজ কর্ম্মে অপটু, তাহাও শম্ভু জানিত। সর্ব্বদাই শম্ভু তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কর্ম্ম দেখাইয়া দিত, গল্প করিয়া তাহাদের শ্রান্তিদূর করিত, আবার সময়ে সময়ে তাহাদের কর্ম্ম আপনি লইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমাপন করিয়া দিত। শম্ভুকে তাহারা সকলেই ভাল বাসিত, শম্ভুও তাহাদের ভাল বাসিত। কোন্ কথায় কোন্ কয়েদীর মনোবেদনা হয়, তাহা শম্ভু জানিত, আবার কোন্ কথায় কে সুখী হয়, তাহাও শম্ভু বুঝিত। অতএব কয়েদীদিগের উপর শম্ভুর একাধিপত্য হইয়াছিল। তাহাদের বিপদে শম্ভু পরামর্শী; সম্পদে শম্ভু সুখভোগী। যাহারা খালাস হইত, শম্ভু তাহাদের গোপনে অর্থদান করিত, সদুপদেশ দিত। যাহারা খালাস হইবে, তাহারা গৃহে যাইয়া কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শম্ভুর সহিত পরামর্শ করিত। কয়েদীর মধ্যে কেহ গৃহসংবাদ না পাইয়া ব্যস্ত হইলে শম্ভু তাহাকে সংবাদ আনাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিত, শম্ভুর গুণে সকলেই শম্ভুর বশতাপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু কয়েকটি দায়মালী কয়েদী সম্বন্ধে শম্ভু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিল। তাহাদের সহিত শম্ভু আলাপ করিতে গেলে তাহারা বৈরক্তি প্রকাশ করিত, তাহারা দূরে থাকিয়া শম্ভুর প্রতি ঈর্ষাভাবে কটাক্ষ করিত।

শম্ভু কোন কারণ অনুভব করিতে পারিত না, কোনপ্রকারে তাহাদের উপকারও করিতে পারিত না।

মনুষ্য যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হউন, কেহ না কেহ তাঁহার বিদ্বেষ করে—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই তাঁহার বিদ্বেষ করে। পরোপকার যেমন কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ, বিদ্বেষও সেইরূপ কাহার কাহার স্বভাবসিদ্ধ। যাহারা শম্ভুর বিদ্বেষী, তাহারা একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে একত্রে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া জেলখানার প্রাচীরসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল, "প্রাচীর ১২ হাত উচ্চ হইবে", কেহ বলিতেছিল, "এত হইবে না।" এই সময় আর একজন ক্ষুদ্রকায় কয়েদী সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল, "প্রাচীর যত হাত উচ্চ হউক, ইহা কেবল শম্ভু পার হইতে পারে, আর কাহার কর্ম্ম নহে।" এই কথায় দায়মালীরা ক্ষুদ্রকায় কয়েদীকে আক্রমণ করিতে গেল, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় অতি চতুর, হাসিতে হাসিতে বিদ্যুৎ-বেগে পলায়ন করিল। দায়মালীরা ইহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শম্ভুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। শম্ভু তখন জেলদারোগার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে উদ্যোগ হইতেছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

শম্ভু হাসিয়া জেলদারোগাকে বলিতেছিল, "আমি কয়েদী না হইলে আপনার সঙ্গে বিলাত যাইতাম।" জেলদারোগা বলিল' "আমারও বড় সাধ যে একবার তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাই।"

শ। আমাকে লইয়া যাইতে আপনার সাধ কেন?

জে। বিলাতে সকলের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, একবার তোমাকে দেখিলেই তাহারা আশ্চর্য্য হইবে।

শ। যাহারা সমুদ্র দেখে নাই, তাহাদের একবিন্দু জল দেখাইলে কি হইবে? প্রত্যেক বাঙ্গালি জলকণামাত্র, কেবল পরস্পরের সমষ্টিতে

সমুদ্রবৎ হইতে পারে। জলকণা যতদিন একত্রিত না হয়, ততদিন কে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে?

জে। কেবল সমষ্টি নহে; তোমাদের সাহস আবশ্যক।

শ। ভয় আর সাহস এই দুই কথা যত প্রভেদ বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, আমার ততটা বিশ্বাস নাই। আমাদের বাঙ্গালিকে ভীরু বলিয়া কখন আমি নিন্দা করি না। বাঙ্গালি প্রণয়ী, বাঙ্গালি অন্যের নিমিত্ত এ দেহের বোঝা বহিয়া বেড়ায়, তাহাতেই মরিতে চাহে না, তাহাতেই মরিতে ভয় পায়। বাঙ্গালি ভাবে, 'আমি গেলে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে?' ইংরাজ ভাবে, 'আমি গেলে আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করিবে', ভয় ও সাহসের মূল কেবল এই।

এই সময়ে জনেক প্রহরী আসিয়া বলিল, "সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। আহার প্রস্তুত, কয়েদীরা শম্ভুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।"

জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন অপেক্ষা করিতেছে?" প্রহরী কোন উত্তর দিতে না দিতেই শম্ভু বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ, এইজন্য আহারের পূর্ব্বে অনেকেই আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করে। অতএব অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

জেলদারোগা সম্মানপুরঃসর শম্ভুকে বিদায় দিলে, শম্ভু অন্যমনস্কে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। এই সময় অন্ধকারে একজন অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া শম্ভুর কর্ণে বলিল, "সাবধান!" শম্ভু ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, পূর্ব্বরূপ সোপান অবতরণ করিয়া চলিয়া গেল।

এই সময় জেলদারোগা আপনার ভোজনগৃহ হইতে মহাকলরব শুনিতে পাইলেন। ক্রমে সেই কোলাহল ভয়ানক হইয়া উঠিল। জেলদারোগা ব্যস্ত হইয়া গৃহবহির্গত হইলেন, কিন্তু প্রহরীদিগের ছুটাছুটি দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। যাহারেই জিজ্ঞাসা করেন, কেহই উত্তর দেয় না, সকলেই উদ্যানের দিকে দৌড়িতেছে। জেলদারোগা

সোপান অবতরণ করিয়া অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিতে পাইলেন, উদ্যানের মধ্যস্থলে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। চারি পার্শ্বে কতকগুলা লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর দূরে দুই একটা মশালের আলোক ছুটিতেছে।

জেলদারোগা সত্বর সসজ্জ হইয়া যাইতে যাইতেই গোলমাল থামিয়া গেল। একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "শম্ভু-কয়েদী খুন হইয়াছে।"

রাত্রি প্রহরেক সময় ডাক্তার-সাহেব তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, শম্ভু-কয়েদীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। কে তাহাকে খুন করিল, তদন্তে তাহার কোন প্রমাণ হইল না। মেজেষ্টার-সাহেব স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। কেবল তাহাতে এইমাত্র প্রকাশ হইল যে, শম্ভু-কয়েদী নিজের দোষে কয়েদ হয় নাই, তাহার প্রকৃত নাম কি, তাহাও প্রকাশ পায় নাই।

ঘটনাটি এইরূপ। রামদাস নামে এক জন, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে মহারাজ মহেশচন্দ্রের সংসারে নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে মহারাণী পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, রামদাস তাঁহার সঙ্গে থাকেন। লোকে বলিত, রামদাসের পরামর্শানুসারে মহারাণী গৃহত্যাগিনী হয়েন; সে কথা কতদূর সত্য, প্রকাশ নাই।

একটি চটিতে মহারাণীকে তিন চারি দিবস থাকিতে হইয়াছিল, শেষদিন রাত্রে একদল ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে, সেই দলের মধ্যে রামদাস ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া রামদাসের সহিত ডাকাতদিগের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদসূত্রে ডাকাতেরা তাঁহাকে সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দেয়। রামদাস ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়ায়, জজ-সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারা-

বাসের আজ্ঞা দিলেন। যে ডাকাতদিগের সহায়তায় রামদাস দণ্ড পাইলেন, তাহারা রামদাসের প্রকৃত নাম জানিত না। রামদাস আপনাকে শম্ভু বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচয় দিয়াছেন। সেই অবধি তাহারা শম্ভু বলিয়া তাঁহাকে জানিত। নথিতেও রামদাস নাম উল্লেখ ছিল না। জজ-সাহেবও রামদাসকে শম্ভু বলিয়া দণ্ড দেন।

দণ্ডাজ্ঞার পর যখন রামদাসকে জেলে লইয়া যায়, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রামদাস কনেষ্টবল-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশব্দে যাইতেছেন, এমত সময় একজন কনেষ্টবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?" রামদাস কহিলেন, "আমার আর কেহই নাই, থাকিলে আমি জেলে যাইতে সম্মত হইতাম না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, জেল আমার পক্ষে মন্দ নহে; আর আমাকে অন্ন-চিন্তা করিতে হইবে না, যাবজ্জীবন একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে থাকিব।"

আর একজন কনেষ্টবল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি এ ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলে না?" রামদাস কেবলমাত্র বলিলেন, "না।" আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কতকদূর আসিয়া রামদাস উদরের উপর হস্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে পুষ্করিণী আছে?" এক জন বলিল, "আছে।" রামদাস বলিলেন, "সত্বরে সেই দিকে চল।" পরে তথায় উপস্থিত হইয়া কনেষ্টবলগণ হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া পথে দাঁড়াইল; রামদাস নিকটেই বসিলেন। প্রহরিগণ অন্যমনস্ক হইলে রামদাস বেগে পলাইলেন। "আসামি ভাগা" বলিয়া দুই এক জন কনেষ্টবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। আরও অনেকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল, কিন্তু রামদাস দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; কনেষ্টবলগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে, এমত সময় কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছিল। তাহারা দূরে কনেষ্টবল-দিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আসামি এই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" রামদাস বাস্তবিক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন।

তথায় এক ব্রহ্মচারী বসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রামদাস তাঁহার গৈরিকবেশ দেখিবামাত্র পাদমূলে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আমি কয়েদী, আমার পশ্চাতে কনে-ষ্টবল আসিতেছে।" ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। রামদাস অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন, "আমাকে শম্ভু-ডাকাত মনে করিয়া জজ-সাহেব অন্যায়পূর্ব্বক কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি জেলে যাইতে যাইতে পলাইয়াছি। আমি শম্ভু নহি, আমার নাম রামদাস; মহারাজ মহেশচন্দ্রের ভৃত্য ছিলাম। এক্ষণে পথে পথে ভিক্ষা করি।"

ব্রহ্মচারী আপন পরিচ্ছদ রামদাসকে পরাইয়া বলিলেন, "তুমি অদ্যাবধি রামদাস-সন্ন্যাসী হইলে।" আপনি রামদাসের পরিচ্ছদ পরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি শম্ভু-কয়েদী হইলাম।" এই সময় কনেষ্টবলগণ দ্বারে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী রাম-দাসের কর্ণে দুই চারিটি কি কথা বলিয়া একটি গুপ্ত সুরঙ্গ দেখাইয়া দিলেন। রামদাস সেই অবধি মোহান্তের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে কনেষ্টবলেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া শম্ভু-কয়েদীকে লইয়া গেল। কতক পথে গিয়া আপনাদের ভ্রম জানিতে পারিল। ব্রহ্মচারী তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তোমরা চল, এখন আমিই শম্ভু-ডাকাত।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই এক দিবসের মধ্যে জেলদারোগা পদচ্যুত হইলেন। অযোগ্য দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তিনি পুনঃপুনঃ জানাইলেন যে, প্রহরিগণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অপর কোন ব্যক্তির মৃতদেহ আনিয়া জেলখানায় ফেলিয়াছিল; শম্ভু-কয়েদী মরে নাই, পলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ কেহ বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত্তরে জেলদারোগাকে বলা হইল যে, এ কথা সত্য হইলেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, যে জেলখানা হইতে কয়েদী পলাইতে পারে, তাহার দারোগা অযোগ্য। অগত্যা একদিন অপরাহ্নে জেলদারোগার মেম আপনার শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়ওয়ান কোচবাক্স হইতে টিটকিরি দিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিল, ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। জেলদারোগা গলায় কম্‌ফোর্টর জড়াইয়া উরুর উপর একটি সন্তানকে বসাইয়া, জেলখানার দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। যতক্ষণ জেলখানা দেখা গেল, ততক্ষণ আপনার স্ত্রীর প্রতি না চাহিয়া কি অন্য কাহার সহিত কথা না কহিয়া কেবল জেলখানার উচ্চ প্রাচীর, কারনিস, রুদ্ধ খড়খড়ি দেখিতে লাগিলেন; যখন আর তাহা দেখা গেল না, তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উনিশ বৎসর আমি ঐ বাটীতে ছিলাম, উনিশ বৎসরের বসবাস সহজে ভুলা যায় না।" এই কথায় তাঁহার মেম কাঁদিয়া উঠিলেন, জেলদারোগার বক্ষে মাথা রাখিয়া সজলনয়নে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার এই সন্তানসন্ততিদিগের উপায় কি হইবে? তুমি কেন শম্ভু-কয়েদীকে বিশ্বাস করিয়াছিলে? বাঙ্গালি অবিশ্বাসী চিরকাল; এখন দেখ দেখি, সে তোমার কি দুর্দ্দশা করিল।"

জেলদারোগা বলিলেন, "যে যাহা বলিতে চাহে বলুক, কিন্তু শম্ভু যে অবিশ্বাসী, এ কথা আমি শুনিব না। শম্ভু পলায় নাই, মরিয়াছে নিশ্চয়; তবে যে তাহার মৃতদেহ কেন পাওয়া গেল না, তাহা বলিতে পারি না। প্রহরীরা যে মৃতদেহ শম্ভুর বলিয়া এজাহার দিল, সে দেহ শম্ভুর নহে, অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির হইবে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ কিরূপে জেলখানায় আসিল, কেনই বা ঐ দেহ শম্ভুর বলিয়া প্রহরীরা পরিচয় দিল, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যেন সকলই ভোজবাজি বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এই সময় হঠাৎ গাড়ি থামিল। জেলদারোগা গাড়ি হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখিলেন যে, একজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর একজন পথিপার্শ্বস্থ-বনমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অস্ত্রধারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জেলদারোগা একটি পিস্তল হস্তে তুলিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মেম ভয়ে ক্রোড়স্থ শিশুকে বক্ষোপরে টিপিয়া ধরিলেন; শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় অস্ত্রধারী পুরুষ সাহেবকে সেলাম করিয়া একখানি পত্র দিল; পত্রখানি এই—"মহাশয়ের পদচ্যুতি-সংবাদ শুনিয়া শম্ভু-কয়েদীর কোন বিশেষ আত্মীয় এই পত্রমধ্যে লক্ষটাকার নোট পাঠাইতেছেন। তাঁহার আন্তরিক প্রত্যাশা যে, আপনি এক্ষণে জেলদারোগাগিরি পদের আর আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।" জেলদারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কে পাঠাইয়াছে?" অস্ত্রধারী বলিল, "সে কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

জেলদারোগা একে একে নোট গণিতে লাগিলেন। গণনা সমাধা হইলে মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, অস্ত্রধারী পুরুষ আর সেখানে নাই। জেলদারোগা তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া বনের দিকে ছুটিলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এক দীর্ঘাকার পুরুষ অস্ত্রধারী

ব্যক্তির সহিত অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতেছে। জেলদারোগা তাহাকে শম্ভু বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ হইতে যাইয়া হঠাৎ সবলে ধরিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শম্ভু তুমি অবিশ্বাসী, তুমি জেল হইতে পলাইয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব, তোমার নিমিত্ত আমি অপমানিত হইয়াছি।"

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রূকুটী করিয়া সাহেবের দিকে ফিরিলে সাহেব বুঝিলেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এ ব্যক্তি শম্ভু নহে। জেলদারোগা অপ্রতিভ হইয়া শম্ভুর বার্ত্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত পুরুষকে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ জেলদারোগা তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ যখন তাহাকে আর দেখা গেল না, তখন জেলদারোগা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটবাক্যে বলিলেন, "তুমি শম্ভু না হও, তাহার কোন আত্মীয়-কুটুম্ব হইবে, ভাল, আবার যদি কখন সাক্ষাৎ হয়, তবে দেখা যাবে তোমার চক্ষে কি আছে।" এই বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া ফিরিলেন। ফিরিয়াই আবার সেই দিকে চাহিয়া পকেট হইতে নোটের পুঞ্জ বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন; গণিতে গণিতে এক এক বার সহাস্যবদনে অপরিচিত ব্যক্তির পথপানে চাহিতে লাগিলেন; শেষ গণনা সমাধা হইলে, নোটগুলি সযত্নে আবার পকেটে রাখিলেন। তাহার পর একটি "চুরট" বাহির করিয়া, তাহার দুই অগ্র দুই হস্তে ধরিয়া, ছিদ্র আছে কি না, নতশিরে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে গাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন।

গাড়িতে মেমসাহেব অতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে বনমধ্যে অপরিচিত অস্ত্রধারীকে দেখিয়া, তাঁহার ভয় হইয়াছিল; তাহার পর, পত্র এবং সেই সঙ্গে স্তূপাকার নোট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সেই সময় নোট সম্বন্ধে সাহেবকে দুই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, সাহেব তাহার কোন উত্তর না দিয়া বনমধ্যে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। মেমসাহেব এই সকলের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া, নিজ শ্বেতশরীরের অর্দ্ধাংশ গাড়ি হইতে বাহির করিয়া বনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। এমত সময়ে সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে শরীর কুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে স্থির হইয়া বসিলেন।

সাহেব গাড়ির নিকট আসিয়া চুরটের এক অগ্র দন্তমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। তাহার পর বিলাতি দীপশলাকা দ্বারা অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চুরটের অপর অগ্রে ধরিলেন। এই সময় মেম-সাহেব উপর্য্যুপরি কত প্রশ্নই করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া সাহেব একদৃষ্টে চুরটে অগ্নিসংস্কার হইল কি না, দেখিতে দেখিতে টানিতে লাগিলেন। চুরট ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অগ্নিসংস্কার করিতে লাগিলেন; শেষ যখন দেখিলেন যে, চুরট আর নির্ব্বাণের সম্ভব নাই, তখন দীপশলাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মেম-সাহেবের দিকে চাহিলেন। মেমসাহেব আবার পূর্ব্বমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সাহেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "সকল প্রশ্নের উত্তর একবারে হয় না, একে একে বলিতেছি।" এই বলিয়া গাড়ি হইতে মাথা বাহির করিয়া গাড়ওয়ানকে বলিলেন, "ঘোড়া বড় ধীরে ধীরে চলিতেছে, শীঘ্র চালাও।" তাহার পর ভস্ম ঝাড়িয়া চুরটটি আবার সযত্নে মুখমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, দুই হস্ত দুই পকেটের মধ্যে রাখিয়া পদদ্বয় বিস্তার করিয়া অতি প্রশান্ত ভাবে মেমসাহেবের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কে লিখিয়াছে, নোট কাহাকে দিতে হইবে, কত টাকার নোট ?"

সাহেব দুই অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ হইতে চুরট লইয়া একবার তাহার অগ্রভাগ দেখিলেন; তাহার পর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার তিন প্রশ্নের একে একে উত্তর দিই—প্রথম কথা কাহার পত্র ? উত্তম প্রশ্ন, সঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না; কেন না, যে এ পত্র লিখিয়াছে, সে আপন নাম স্বাক্ষর করে নাই।"

মেম। পত্রবাহককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ?

সাহেব। একে একে প্রশ্ন কর। যে তিন প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার অগ্রে উত্তর দিই—তাহার পর নূতন প্রশ্ন করিও।

মেমসাহেব অগত্যা আপন কৌতূহল সংবরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সাহেব তখন বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে; দ্বিতীয় প্রশ্ন, নোট কাহাকে দিতে হইবে ? ভাল, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, নোট কাহাকেও দিতে হইবে না, আমাদের নিকট থাকিবে।"

মেম। আমাদের নিকট থাকিবে ? সে কি ! কেন ? তবে কি ঐ নোট কেহ আমাদের দিয়াছে ?

সাহেব। "থাম, থাম, এখনও এ সকল বলিবার সময় হয় নাই। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর বাকি আছে। তৃতীয় প্রশ্ন কত টাকার নোট ? এ কথা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তুমি আমার স্ত্রী, প্রিয়া, প্রাণাধিকা, অন্তরের অন্তর, তুমি এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমিও অবশ্য উত্তর করিতে পারি, অতএব উত্তর করি।" এই বলিয়া দুই চারি বার চুরট টানিলেন; চুরটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, আবার দীপক-শলাকা বাহির করিয়া চুরট পুনর্জ্বালিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মেমসাহেব

আবার বলিলেন, "কত টাকার নোট একবার বল না।" সাহেব কিঞ্চিৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, এ সকল ব্যস্তের কর্ম্ম নহে, সকলই সময়ে শুনিতে পাইবে।" এই বলিয়া সাহেব চুরট জ্বালিলেন, পূর্ব্বমত দুই পকেটে দুই হাত দিয়া গাড়ি ঠেস দিয়া পদদ্বয় ঈষৎ বিস্তার করিয়া চুরট টানিতে টানিতে মেমসাহেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেমসাহেব দেখিলেন যে, এ সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা; অতএব অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শেষ, সাহেব মুখ হইতে চুরট বহির্গত করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া চুরটের ভস্ম ঝাড়িয়া বলিলেন, "তোমার তৃতীয় প্রশ্ন কত টাকার নোট," এই বলিয়া সাহেব এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া মাথা নামাইয়া মেমসাহেবের মুখের নিকট মুখ আনিয়া কিঞ্চিৎ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "লক্ষ টাকার নোট—এ নোট আমাদের হইল।" মেম-সাহেব আহ্লাদে স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাহেব চুরট টানিতে টানিতে সস্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; চুরট হইতে দুই এক বিন্দু ছাই মেমের মাথায় পড়িতে লাগিল, সাহেব তাহা যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সাহেব-বিবির দাম্পত্যপ্রণয়ের আর সীমা রহিল না।

কিঞ্চিৎ পরে মেমসাহেব স্বামীর অঙ্গ হইতে মাথা তুলিয়া যথা-স্থানে বসিলেন। বসিয়া আপনার সন্তানসন্ততিদিগের মুখচুম্বন করিয়া একে একে স্বামীর ক্রোড়ে দিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের সহিত যে যুবতীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার নাম মাধবী। রামদাস-সন্ন্যাসীর আদেশমত মাধবী তাঁহার নিকট গিয়াছিল।

প্রত্যাগমন করিলে রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মাধ। হইয়াছিল।

রাম। কেমন দেখিলে ?

সন্ন্যাসী এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যুবতীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল, দৃষ্টি নত হইল। রাত্রিকাল বলিয়া রামদাস এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

রাম। আমি যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম,তাহা সকলই করিয়াছ ?

মাধ। করিয়াছি।

রাম। মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি যাহা তোমায় দিয়াছিলাম, তাহা কই ? সঙ্গে আনিয়াছ ?

মাধ। আনিয়াছি ; কিন্তু মহাশয়ের যদি আর প্রয়োজন না থাকে, তবে প্রতিমূর্ত্তিখানি আমি রাখিতে অভিলাষ করি।

রাম। এক্ষণে উহা আমাকে দেও, পরে মোহান্তের অনুমতি লইয়া তোমাকে দিব।

মাধ। তবে আমি এক্ষণে যাই।

রাম। এত শীঘ্র কেন যাইবে ? বিনোদকে দেখিয়া আসিলে, একবার শৈলকে দেখ ; তাহাকে বালিকাকালে দেখিয়াছিলে, একবার তাহাকে এ সময়ে দেখ।

মাধ। শৈল কোথায় ?

রাম। তাহা এক্ষণে বলিব না ; কল্য অতি প্রত্যুষে যদি আসিতে পার, তবে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে আবদ্ধ রহিয়াছে।

মাধ। এ যন্ত্রণা তাহাকে কে দিতেছে ?

"সে সকল কথা কল্য জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া রামদাস-সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মাধবী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রামদাস

অদৃশ্য হইলে মাধবী ভাবিতে ভাবিতে তরুমূল হইতে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল। সম্মুখে শ্বেত দেবমন্দির, জ্যোৎস্নালোকে আরও শ্বেত দেখাইতেছে; তাহার ছায়া অন্ধকারময় হইয়া পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের ছায়া অপেক্ষা চন্দ্রালোকের ছায়া কালিমাময়। এই জন্য চন্দ্রালোকের পার্শ্বে সেই ছায়া মনোহর। রাত্রি তখন দ্বিতীয়প্রহর। বাতাস নাই, কোন শব্দও নাই; কেবল একটি শব্দ অনুভব হয়, তাহা কর্ণস্পর্শ করে না, অথচ অন্তরস্পর্শ করে। সে শব্দ রাত্রির, রাত্রির নিজের—অতি গম্ভীর, অতি ভয়ানক, অতি নিঃশব্দ। রাত্রির কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায় না, অথচ সেই কণ্ঠে অঙ্গ কণ্টকিত হয়। যে বলিয়াছে রাত্রি ঝম্‌ঝম্ করিতেছে, সে কতক বুঝিয়াছে।

মাধবী একা দাঁড়াইয়া শৈলের কথা ভাবিতেছে। একবার শিহরিয়া বলিল, "যদি আমায় এই মৃত্তিকার নীচে রাখিত, তবে আমি কি করিতাম? চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিতাম? আমার কে আছে? ডাকিলেই বা কে শুনিত? শৈলের কি কঠিন প্রাণ, এখনও শৈল জীবিত আছেন! সেই শৈল! তখন শৈল কত সুন্দর, কত কোমল, কত আদরের ধন ছিলেন, এখন সেই শৈল অযত্নে মৃত্তিকার নীচে একাকিনী দিবানিশি কাঁদিতেছেন! আমি তাঁহার সঙ্গে কাঁদিব—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" এই বলিয়াই মাধবী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে চলিল। তাঁহার দ্বারে যাইয়া মুহুর্মুহু সারঙ্গ-রব করিল। সন্ন্যাসীর তখন অল্প নিদ্রা আসিয়াছিল; সারঙ্গ-রবে আরও তাঁহার নিদ্রা গাঢ় হইল। মাধবী অনন্যোপায় হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দ্বারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আঘাত করিল?" মাধবী বলিল, "আমি।" সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মাধ। এক্ষণে আমার মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।

রাম। কাহার নিমিত্ত ?

মাধ। শৈলের নিমিত্ত।

রাম। আমি বলি বা আমার নিমিত্ত। শৈলের জন্য! তা ভাল, কল্য অতি প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

মাধ। অদ্যই ভাল, কল্য কেন ?

রাম। এক্ষণে শৈল নিদ্রা গিয়া থাকিবে।

মাধ। আমি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইব।

রাম। তুমি তাহার ঘরে যাইতে পাইবে না। একটা প্রতিজ্ঞা যদি কর, তবে দেখা করিতে দিতে পারি। অর্থাৎ—অর্থাৎ—যদি—আমায় বিবাহ কর। আমিও ব্রাহ্মণ, আমারও বিবাহ হয় নাই, তোমারও বিবাহ হয় নাই। মহারাজের সমুদয় টাকা, ধন-দৌলত আমারই হাতে বলিতে হইবে। মোহান্ত কেহই নহে, আমি মনে করিলেই তাহাকে বৈতরণী নদী পার করিয়া দিতে পারি। কি বল ?

মাধবী প্রথমে বিবাহের কথা উপহাস মনে করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ভ্রান্তি গেল। মাধবী কোন উত্তর না করিয়া ফিরিলেন। রামদাস দেখিলেন, কথাটা অসময়ে প্রস্তাব করা হইয়াছে; অতএব বলিলেন, "আমি তামাসা করিতেছিলাম, এখন চল শৈলের নিকট চল।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবিত কিছু দেখিতে না পাইলে যে কি কষ্ট, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি না। যে নির্জ্জনে কখন আবদ্ধ থাকিয়াছে, সেই কেবল এই কষ্ট জানে। মনুষ্য-অভাবে যদি বিড়াল-কুকুর বা পক্ষীকে পাওয়াও যায়, তবুও নির্জ্জনবাসের অসহনীয় কষ্ট কিছুদিন একপ্রকার সহ্য যায়। বিড়াল আমার কথা বুঝিতে পারুক, বা না

পারুক, তবু কথা কহিবার সময় সে আমার মুখপ্রতি চাহিবে;—আদর করে’ আমার ক্রোড়ে আসিয়া বসিবে, এই যথেষ্ট। বিড়ালের পরিবর্ত্তে এই অবস্থায় কুক্কুর পাইলে আরও সুখ। বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুরের সহিত আমাদের সহৃদয়তা আরও অধিক। যেখানে বিড়াল কি কুক্কুর নাই, সেখানে একটি পক্ষী পাইলেও কষ্টনিবারণ করা যায়। পক্ষী তোমাকে দেখিতেছে, তোমার কথা শুনিতেছে, তোমার কথা শুনিবে বলিয়া একবার বামভাগে মাথা হেলাইয়া আবার দক্ষিণভাগে মাথা হেলাইয়া তোমাকে দেখিতেছে অথবা তোমার কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। তুমি কথা কহিলে না, পক্ষী আপনি কলবল করিতে লাগিল, আবার আপন কণ্ঠরোধ করিয়া, তোমার কণ্ঠ শুনিবে বলিয়া মাথা হেলাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তুমি তথাপি কথা কহিলে না। পক্ষী আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তুমি বুঝিলে যে, সে তোমায় তিরস্কার করিতেছে—তুমি বুঝিলে যে, তুমি একা নহ।

একা, অসহ্য, অস্বাভাবিক। পশুরাও একা থাকিতে পারে না। যেখানে স্বজাতি না পায়, সেস্থলে অপর জাতিকে সঙ্গী পাইলেও শান্ত থাকে। এক সময় একটি অশ্ব একা আবদ্ধ ছিল। ক্রমে তাহার সেই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল; শেষ একটি হংস তথায় আগত হওয়ায় অশ্ব যেন প্রাণ পাইল। অশ্ব মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত আর হংসের নিকট-ছাড়া থাকিতে পারিত না। হংস অশ্বের স্বজাতি নহে, হংসকে পাইয়া কেন অশ্ব প্রাণ পাইল? হংস আসিয়া তাহার কি উপকার করিল? অশ্ব কি ভয় পাইয়াছিল? কিসের ভয়? হংস কি তাহা হইতে অশ্বকে উদ্ধার করিতে সক্ষম?

একা থাকিলে একপ্রকার ভয় হয়, নিকটে কেহ সঙ্গী থাকিলেই আবার সে ভয় যায়। ভয়ের কারণ হইতে সঙ্গী উদ্ধার করিতে পারুগ কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। অনেক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে

দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রাত্রে একা এক ঘরে বাস করিতে পারে না, কিন্তু একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে নির্ভয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদের এ কিসের ভয়? কোন বিপদের ভয় নহে, কেন না, তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্য বালক উপলক্ষে সে ভয় যাইত না—শিশু কোন্ বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? এ ভয় ভৌতিক নহে, কেন না, দুগ্ধপোষ্য বালক সহায় হইলে কিরূপে ভূতনিবারণ হইবে।

এ ভয় পশুদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে—পশুদিগের মধ্যে ভৌতিক ভয় অসম্ভব। বিপদের ভয়ও নহে, হংস অশ্বকে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তবে ইহা কোন্ বিষয়ের ভয়? মনুষ্য, পশু, সকলেই এই করে, অথচ কিসের ভয় কেহ জানে না, কেহ অনুভব করিতে পারে না।

দেঁতোর মা হয় ত বলিবে, ইহা একা থাকিবার ভয়। তাহা সত্য, কিন্তু একা থাকিতে ভয় কেন হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। মূল কথা, ইহা যে ভয়ই হউক, অতি আশ্চর্য্য ভয়।

হয় ত ইহা ভয় নহে,ইহা আর কিছু। কে জানে,কে বলিতে পারে?

শৈল জীবিত কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই। তাহার আর নিদ্রা যাইবার কোন নিয়ম নাই, কখন দিবসে নিদ্রা যায়, রাত্রে বসিয়া কাঁদে, কখন রাত্রে নিদ্রা যায়, দিবসে বসিয়া গবাক্ষদ্বার প্রতি চাহিয়া থাকে। কখন্ একটি পতঙ্গ উড়িয়া আসিবে, এই প্রত্যাশায় সেই দিকে চাহিয়া থাকে। জীবিত কীটপতঙ্গ দেখিবার তাহার এক্ষণে একমাত্র অভিলাষ; দেখিতে পাইলে স্বর্গ বোধ করে, দেখিতে না পাইলে কাঁদিতে থাকে। এক-বার একটি মাছি ধরিতে মাছিটি মরিয়া গিয়াছিল; শৈল তাহার নিমিত্ত কতই কাঁদিল।

আর একবার একটি প্রজাপতি গবাক্ষদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, সেজন্য শৈল কতই ব্যথা পাইয়াছিল; নায়ক ফিরিয়া গেলে, নায়িকা কখন তত ব্যথা পায় নাই। শৈল ঊর্দ্ধমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল, "প্রজাপতি আবার আসিবে, এই-খানেই আছে, এই দ্বারের পার্শ্বে উড়িতেছে, পার্শ্বে কোথায় কি আছে, তাহা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজাপতির এইরূপ স্বভাব, উড়িতে উড়িতে চারিদিকে দেখে, সকল দেখা হইলেই আসিবে। কই, এখন ত আসিল না, তবে কি উড়িতে উড়িতে দূরে গেল? গবাক্ষ কি ছাড়াইয়া গেল? তবে ত আর খুঁজিয়া পাইবে না, প্রজাপতিকে কে পথ বলে দিবে, আমি কেমন করে তারে ফিরাব, আমি কি বলে তাহারে ডাকিব, ডাকিলে কি সে শুনিতে পাবে? এই আমি এখানে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া শৈল প্রজাপতিকে ডাকিতে লাগিল, ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু প্রজাপতি ফিরিল না।

তার পর শৈল ভাবিল, "আমি চীৎকার করিয়াছি বলিয়া হয় ত প্রজাপতি ভয় পাইয়াছে—শব্দ না করিলে আবার আসিবে"; অতএব নীরব হইয়া শৈল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিল, তথাপি প্রজাপতি আসিল না; তখন আবার চীৎকার করিয়া শৈল কাঁদিয়া বলিল, "কে হয় ত আমার প্রজাপতিকে মেরে ফেলেছে, তাহা না হইলে সে আসিত—অবশ্য আসিত—অভাগিনীকে দেখা দিতে সে আবার আসিত। এখনও হয় ত সে মরে নাই, হয় ত প্রাচীরের মূলে পড়ে আছে, পাখা যোড় করিয়া উঠিতে উঠিতে টলিয়া পড়িতেছে, আমি গেলে এখনও তারে বাঁচাতে পারি, কে তারে বাঁচাবে! সে আমার কাছে আসিতেছিল—দুঃখিনীর দুঃখ ভেবে আসিতেছিল, কে এ বাদ সাধিল।"

শৈল আর পাষাণী নাই, পাষাণ গলিয়াছে বলিয়া সে এখন বালিকার মত এত কাঁদে। পূর্ব্বে কখন শৈল কাঁদে নাই। যে স্বামীর

মরণ দেখিয়া কাঁদে নাই, সে এক্ষণে একটা পতঙ্গ কি প্রজাপতির নিমিত্ত কাঁদে। বিনোদকে দেখিবার নিমিত্ত যে শৈল কখন চক্ষু ফিরায় নাই, সেই শৈল এক্ষণে অতি কদাকার মনুষ্যকে দেখিতে পাইলে স্বর্গভোগ মনে করে। রামদাস-সন্ন্যাসী অতি কুরূপ, কৃষ্ণ-বর্ণ, দীর্ঘাকার, অস্থিময়, বৃদ্ধ, কূপচক্ষু, তাহাতে কতকগুলা পক্ক ভ্রূকেশ জঞ্জালবৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, শৈল এই কদাকার পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত কত ব্যাকুলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসীও কখন দেখা দিত না, শৈল কতবার কাঁদিয়া বলিয়াছে, "একবার দেখা দেও, না হয়, একবার কথা কও, তাহাও না হয়, একবার তোমার ছায়া দেখিতে দেও।" সন্ন্যাসী পাষাণ, ইহার কোন কথাই শুনিত না। মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবে বলিয়া শৈল পাগল হইয়া ফিরিত; মনুষ্যকণ্ঠ কেন? কোন কণ্ঠ শুনিতে পাইত না।

শৈল কেবল মনুষ্য দেখিতে চায়, মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে চায়; আর কিছুই চায় না। একদিন শৈল বসিয়া প্রতিবাসীদিগের আকৃতি, তাহাদের স্বর, তাহাদের হাসি, তাহাদের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কোনপ্রকারে স্পষ্ট স্মরণ হইল না; শেষে যন্ত্রণায় শৈল অমনি আপন গলদেশ টিপিয়া ধরিল। আবার এক এক দিন শৈল ভাবিত, "আমার চারিদিকে এত লোক ছিল, আমি কেন তাহাদের ভাল বাসি নাই, কেন তাহাদের আদর করি নাই, কেন দিবারাত্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরি নাই।"

এই অবস্থায় একদিন শৈল আহারান্তে অপর ঘরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একখানি স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ হীরক ও মুক্তা খচিত অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছে। শৈল তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আর কেন আমায় যন্ত্রণা দাও, আমি এ সকল আর কিছুই চাই না, আমায় একবার দেখা দেও, একবার আমায় শৈল বলে ডাক, অনেক-দিন আমায় কেহ ডাকে নাই।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাত্রি দুই প্রহর, তথাপি শৈল নিদ্রা যায় নাই, বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। কখন পুর্ব্বাবস্থা, কখন বর্ত্তমান অবস্থা, কখন মেঘ-বৃষ্টি, কখন রন্ধনকার্য্য ভাবিতেছে; একবার মনে হইল যেন সম্মুখে হুহু করিয়া চুল্লী জ্বলিতেছে, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ হাঁড়িতে অন্নপাক হইতেছে; শৈল অনেকদিন অন্ন খায় নাই, অতএব মনে মনে অন্নপাক করিতেছে। মনে মনে দেখিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ একটি দুইটি করিয়া গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায় হাঁড়ির অঙ্গে লাগিতে লাগিল। তাহার পর অসংখ্য বুদ্‌বুদ্, বুদ্বুদের উপর বুদ্‌বুদ্ উঠিতে লাগিল, আর তাহাদের স্থান হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদেরা যেন পরামর্শ করিয়া পরস্পর পরস্পরে মিলিতে লাগিল; চারি পাঁচটি একত্রে এক একটি বড় বুদ্‌বুদ্ হইয়া ফুটিতে লাগিল, ক্রমে স্ফীত হইয়া হাঁড়িতে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। শৈল মনে মনে অন্নযষ্টি দ্বারা তাড়না করিল; করিবামাত্র বুদ্‌বুদ্ অদৃশ্য হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া স্থানে স্থানে লাফাইতে লাগিল। শৈল একটু সরিয়া বসিল। ভাবিল "অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, এখন দেঁতোর মা কোথায়? আহারের স্থান পরিষ্কার করুক।"

দেঁতোর মার নাম মনে আসিবামাত্র সকল স্মরণ হইল। শিহরিয়া নতশিরে শৈল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আপনার হৃদয়াঘাত আপনি শুনিতে পাইতে লাগিল।

তাহার পরে ভাবিতে লাগিল, "সে কত দিন হবে। কত দিন হবে আমি এখানে এসেছি? কত দিন, কি কত বৎসর! অধিক বৎসর হবে না, অধিক বৎসর হইলে আমি বুড়ি হইতাম, বোধ হয় আমি বুড়ি হই নাই। আজ কি বার? জানি না। কি মাস, তাহাও জানি না, দিন গিয়াছে দিন এসেছে, এমনি করে কত দিন গিয়াছে, হয় ত

কত মাসও গিয়াছে। ফাল্গুনমাসে এখানে এসেছি, এখন কি মাস? আর মাস জানিয়াই বা আমার কি হইবে? এক্ষণে আমার পক্ষে সকল মাস, সকল বার, সকল সময়, সমান হইয়া পড়িয়াছে। তবু কোন্ মাস জানিলে সুখ আছে। ফাল্গুনমাসে যখন আমি এখানে আসি, তখন বৎসরের কি সুখের দিন ছিল! বৈকালে মেয়েরা মুখ মুছে গাল ভরে' পান খেয়ে, কলসী কাঁকে আঁচল ধরে' জল আনিতে যাইত; আর সেই সময় মধুর বাতাস কেমন অল্পে অল্পে কাণের পাশ দিয়া যাইত; সুখে শরীর রোমাঞ্চিত হইত। আজও মেয়েরা কি সেইরূপ সুখে হাসিতে হাসিতে নদীতে যায়? যায় বই কি। তাহারা কত সুখে আছে; যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতেছে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিতেছে, পৃথিবীর কুৎসিত সামগ্রীর উপর তাহারা দৃষ্টিপাতও করে না, সুন্দর সামগ্রীই তাহারা দেখিয়াই ফুরাইতে পারে না। আর আমি? আমি কুৎসিতেও বঞ্চিত। সুন্দর-কুৎসিত কিছুই দেখিতে পাই না, এ পোড়া চক্ষু তবে কেন হইয়াছিল? ইচ্ছা করে, নখ বিঁধিয়া তুলিয়া ফেলি। আর কাণই বা আমার কেন, আমি ত আর কিছুই শুনিতে পেলাম না। একদিন যদি মেঘ ডাকিত, তাহা হইলে হয় ত এখান হইতে শুনিতে পাইতাম। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন সকলের শয়নঘরে যায়, তবে আমার ঘরে কেন আইসে না! মেঘের শব্দ কি মধুর! কি গম্ভীর! শব্দ কেমন আকাশে গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়ায়, আবার কেমন ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যায়। যখন মেঘের ডাক শুনিতে পেতাম, তখন তাহা শুনি নাই, তাহা বুঝি নাই। তিনি কত বলিতেন, 'একবার শুন।' একবারও কাণ পাতিতাম না; তিনি বলিতেন বলিয়াই হয় ত শুনি নাই। এখন যে আমার বুকের ভিতর কেমন করে। আবার কি কখন সেই মেঘের ডাক শুনিতে পাব? যখন শুনিতে পেতাম, তখন শুনি নাই।"

এই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। শৈল

চমকিয়া কর্ণে হাত দিল। উৎকট শব্দ শুনিয়া বাদ্য যেন অপ্রতিভ হইয়া আপনিই থামিল। শৈল সভয়ে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল এইমাত্র বোধ হইল, যেন পশ্চিমদিকের লৌহদ্বার ঈষদুন্মুক্ত রহিয়াছে। শৈল সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত উঠিল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ আবার আরম্ভ হইল, এবার শব্দ অতি কোমল, অতি মনোহর; তথাপি শৈলের অসহ্য হইয়া উঠিল। শৈল অনেকদিন কর্ণে কিছুই শুনে নাই, এখন অল্প শব্দই কর্ণের কষ্টকর হয়। তাহাতে আবার যে স্থান হইতে শব্দ বিনির্গত হইতেছিল, তথায় ছাদ নাই, সমুদায় থিলান। সেই স্থানের সামান্য শব্দের প্রতিধ্বনিতে ঘর পুরিয়া যায়।

শৈল কাতরস্বরে বলিল, "সন্ন্যাসি, তুমি আমায় কি বলিতেছ, স্পষ্ট করে বল—মৃদুস্বরে বল; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল না। শৈল ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল, আর কোন শব্দ হইল না। তখন শৈল পুনর্ব্বার কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কথা কহিলে কি শব্দ করিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসি! আমি অনাথা—আমার আর কেহ নাই, আমায় রক্ষা কর। ধীরে একটি কথা কও, কথা না কও, একবার কোনপ্রকারে জানাও যে, তুমি ঐখানে আছ। নিকটে মানুষ আছে জানিলেই আমি আর কাঁদিব না, আর তোমায় বিরক্ত করিব না, আমায় এখানে যতদিন রাখিবে ততদিন থাকিব, কিন্তু আর একা থাকিতে পারি না। আমার ভয় করে।"

এই সময় একটি গীত আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখী তারা যদি কখন দূর হইতে চুপিচুপি কাঁদিয়া থাকে, তবে সে যে ম্লান মৃদু স্বরে কাঁদিয়াছিল, গীতটি সেই স্বরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। গীতটি এই—

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার॥
যত পেলে আঁখিজল,
তত সে হ'ল প্রবল ;
এখন লতা-ভরে তরু মরে, কে করে প্রতিকার॥

গীতটি পূর্ব্বে শৈল শুনিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার মর্ম্ম বুঝে নাই, কর্ণপাতও করে নাই ; কিন্তু এক্ষণে শুনিয়া শৈল দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া নতশিরে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। যে গাইতেছিল, সে-ও গাইতে গাইতে কাঁদিয়া ফেলিল, আর গাইতে পারিল না। অশ্রু-সংবরণ করিয়া গায়ক আর একটি গীত স্বতন্ত্র সুরে গাইল।

প্রণয় মোর সাগর-তুল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগরমাঝার॥
সখি! কতদূরে ভানু রয়, সাগর তাহে কাতর নয়।
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার॥

এ গীতে শৈল কাঁদিল না ; মুখ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তুমি কোথায়? একবার আমার কাছে এসো, একবার তোমার গায়ে হাত দিয়া দেখি, সত্য কি মিথ্যা। আমায় বাঁচাও।"

"যাইতেছি" এই মধুর উত্তর একটি স্ত্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের নিকট বসনঘর্ষণের মরমর শব্দ হইল ; তাহার পর পবিত্র পদ্মগন্ধ, তাহার পর একটি রূপবতী আসিয়া

শৈলকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল, শৈলকে বুকে করিয়া ডাকিতে লাগিল, "শৈল! ভগিনি! রাজনন্দিনি! অভাগিনি!" ডাকিতে ডাকিতে অপরিচিতা কাঁদিয়া ফেলিল, আর কথা কহিতে পারিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে বুকের উপর টিপিয়া ধরিয়া কে কাঁদিল, শৈল তাহা একবারও ভাবিল না; তাহাকে আদর করিয়া ভগিনী বলিয়াছে, এই বিপৎকালে তাহাকে বুকে করিয়াছে, ইহাতেই শৈল গলিয়া গেল। অপরিচিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া শৈল নিঃশব্দে কাঁদিল এবং নয়নজলে অপরিচিতার বাহুমূল আর্দ্র করিতে লাগিল। অদ্য শৈল এই প্রথম সুখী হইল। সুখে কাঁদিল।

ক্ষণেক পরে শৈল সরিয়া বসিয়া চক্ষের জল মুছিল। অপরিচিতাও চক্ষের জল মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল, পরস্পরে কি ভাবিতে লাগিল। একবার শৈল দুই হস্ত অপরিচিতার অঙ্গে হঠাৎ দিয়া অতি ব্যগ্রভাবে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল "এ কি সত্য? হয় ত আমার ভ্রম। তুমি একবার কথা কও, আমার ভ্রম কি না একবার বুঝাইয়া দেও; কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবে? আমি কেমন করে বুঝিব? এই সুখ কতবার ভেবেছি। কে যেন আসিতেছে, কে যেন আসিল, এ আমি কতবার দেখিয়াছি। এখনও কি তাই? বল, কেমন করে বুঝাইয়া বলিবে, একবার বল। আমি একা থেকে, একা ভেবে, কেমন হইয়াছি; আমার জ্ঞানবুদ্ধি, সকল গিয়াছে; চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, সকলেই এখন আমায় ঠকায়। একবার ভাবি ধরেছি, আবার ভাবি কই? না। একবার ভাবি এই দেখিতেছি, আবার ভাবি কই? না। এই আমি তোমায় ধরে আছি, আবার ভাবিতেছি, হয় ত এ সকল ভ্রম।"

অপরিচিতা কোন উত্তর না করিয়া শৈলের মস্তক আপন বুকে লইয়া শৈলের কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শৈল বুঝিল।

গবাক্ষদ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণের অল্প আভা আসিয়াছিল; সেই আলোকে শৈলের আকার একপ্রকার অনুভব হইতেছিল। অস্থিময় ক্ষুদ্রদেহ, রুক্ষ কেশ।

শৈল যখন বিলক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, সত্যসত্যই অন্তের বুকে তাহার মাথা রহিয়াছে, তখন হঠাৎ উঠিয়া দুই হস্তে রুক্ষ কেশরাশি সরাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় অপরিচিতার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে থাকিয়া শৈলের দৃষ্টিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ হইয়াছিল; যে অন্ধকারে অন্য কেহই দেখিতে পায় না, সে অন্ধকারে শৈল সকলই দেখিতে পাইত। এক্ষণে জ্যোৎস্নার ঈষৎ প্রতিবিম্ব আসিয়াছিল; অপরিচিতার মুখমাধুরী শৈল বিলক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অপরিচিতা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া চক্ষের জল কষ্টে সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি অনাথিনী, তোমার মত অভাগিনী।" উত্তর শুনিয়া শৈলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হইতে লাগিল; তাহার পর শৈল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?" অপরিচিতা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিল, "আমার আর কেহই নাই, আমি একাকিনী।" শৈল ভগ্নস্বরে বলিল, "বুঝেছি, তোমার কেহ থাকিলে তোমায় কেন এখানে আসিতে দিবে; তুমিই বা কেন আসিবে; অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে।" এই বলিয়া শৈল আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" অপরিচিতা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমার নাম মাধবী।" শৈল চিনিতে পারিল না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইতে পাও? তোমায় কেহ বারণ করিতে পারে না?"

মাধ। আমায় কে বারণ করিবে?

শৈল। গত রাত্রে কোথায় ছিলে?

মাধবী উত্তর করিল, "নুরপুরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, কিঞ্চিৎ ভীতা এবং লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। মাধবী তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "নুরপুরে আমার সহিত কাহারও আলাপ নাই, তথায় আর কখন যাই নাই, এই প্রথম গিয়াছিলাম। নুরপুরে গিয়া কোথাও স্থান পাই নাই; শেষ তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। প্রতিবাসীরা তোমার সংবাদ কিছুই জানে না, তাহারা বলিল, 'ঘর-দ্বার, গহনাপত্র, সকল ফেলিয়া শৈল একা পলাইয়া গিয়াছে; কখন্ গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, তাহারা জানে না।"

এই কথায় শৈলের ভয় গেল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে কে এ কথা তোমায় বলিল?"

মাধ। আমি তাহাদের নাম জানি না, তাহারা তোমার প্রতিবাসী।

শৈ। নুরপুরে কত লোক দেখিলে? অনেক?

মাধ। অনেক।

শৈ। তাহারা কি পূর্ব্বের মত আছে?

মাধ। আগে তাহারা যেমন ছিল, এখনও সেইমত আছে।

শৈ। সেইমত হাসে, গল্প করে, সেইমত বেড়িয়া বেড়ায়?

মাধ। সেইমত।

শৈ। আর গাছপালা সেইমত আছে? বাতাস আসিলে সেইমত দোলে? চন্দ্রের আলোতে সেইমত চক্‌চক্ করে?

মাধ। ঠিক সেইমত করে।

শৈ। আর আকাশ? যে দিকে যতদূর দৃষ্টি দেও, ততদূর দেখা যায়?

মাধ। যায়।

শৈ। আমার একবার তাই দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহা আর কি দেখিতে পাইব? আর ঘুম ভাঙ্গিলে ভোরে সেখানে সেইমত পাখী ডাকে?

মাধ। ডাকে।

শৈ। এখানে ডাকে না। সুরপুরে লোকে এখন আর কোঁদল করে?

মাধ। করে।

শৈ। আহা! কেন করে! মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি, তা তারা এখনও বুঝিল না। তুমি সুরপুরে কেন গিয়াছিলে?

মাধ। আমার কোথাও মন স্থির হয় না, এখানে সেখানে ফিরিয়া বেড়াই।

শৈ। পূর্ব্বে তোমার কে কে ছিলেন?

মাধ। ঈশ্বর জানেন, আমি ত কাহারেও দেখি নাই।

শৈ। মা, বাপ?

মাধ। কেহই না। এক এক বার ভাবি, আমি আকাশ হতে পড়িয়া থাকিব।

শৈ। তবে কি তোমার কেহই নাই, কেহই ছিল না?

মাধ। কেহই না।

শৈ। আমার সকলই ছিল, কেবল চক্ষু ছিল না।

এই বলিয়া শৈল অন্যমনস্ক হইল। মাধবী বলিল, "শয়ন কর, রাত্রি আর বড় নাই, ঘুম না হইলে অসুখ হবে।" শৈল বিকট হাসি হাসিয়া ঐ কথা পুনরুক্ত করিল, "কষ্ট হবে! শৈলের কষ্ট হবে!" আবার ক্ষণেক বিলম্বে ধীরে ধীরে বলিল, "কষ্ট হবে, এ কথা আমি অনেক কালের পর শুনিলাম।"

মাধবী শয়ন করিতে পুনরায় অনুরোধ করিল। শৈল অস্বীকার করিয়া বলিল, "এখনও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তুমি কেমন করে আসিলে? সন্ন্যাসী জানে কি না? কেন আসিলে? এ সকল না শুনিয়া আমি ঘুমাইব না।"

মাধ। আমি একটু না ঘুমাইয়া আর কোন কথার উত্তর দিব না।

শৈল। তবে তুমি ঘুমাও, আমি এখানে বসিয়া থাকি।

মাধ। কেন?

শৈল। আমি ঘুমাইলে পাছে তোমায় হারাই।

মাধ। সে বিষয়ে কোন ভয় নাই। আমি কোথাও যাব না।

শৈল আর কোন আপত্তি না করিয়া মাধবীর পার্শ্বে শয়ন করিল, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন পার্শ্বে নহে, বালিকার ন্যায় শৈল মাধবীর ক্রোড়ে শয়ন করিল। পাছে মাধবীকে হারায়, এই ভয়ে শৈল মাধবীর অঞ্চল ধরিয়া নিদ্রা গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। গবাক্ষদ্বার দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিয়া শৈলের মুখে পড়িয়াছে। শৈল তখনও নিদ্রা যাইতেছে, তখনও শৈলের হস্তে মাধবীর অঞ্চল রহিয়াছে। শৈল নিদ্রাবেশে কি স্বপ্ন দেখিতেছে; ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছে, যেন কি বলিতেছে। ক্রমে মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল, শৈল রোদনোন্মুখী হইল এমত সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল, শৈল বিস্ফারিত লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল, যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিতে লাগিল, এবার নিশ্চয়ই বুঝিল, স্বপ্ন মিথ্যা, সেই ঘর, সেই খিলান, সেই গবাক্ষ,

সেই প্রস্তরময় প্রাচীর, সেই সকল রহিয়াছে, শৈল পূর্ব্বমত বন্দী। মর্ম্মযন্ত্রণা তাহার দ্বিগুণ বাড়িল, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বসিবামাত্র নিদ্রিতা মাধবীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি শৈল হঠাৎ পলায়নোন্মুখীর ন্যায় শরীর বামে হেলাইয়া, আবার বিস্ময়াপন্নের ন্যায় দক্ষিণে মাথা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাত্রির কথা অল্পে অল্পে মনে আসিল।

এই সময় মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া বলিল, "ও আমার দিদিরে! এখনই উঠেছ? তবে ঘুমুলে কই?" শৈল এ কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রাত্রের কথা সত্য? স্বপ্ন নহে।"

মাধ। না দিদি, স্বপ্ন নহে। তুমি একা ছিলে, এখন আমরা দুই জন হইলাম, আর আমাদের ভাবনা কি? এখন দুই জনে একত্রে ঘুমাব, একত্রে জাগিব, একত্রে গল্প করিব, একত্রে হাসিব, একত্রে কাঁদিব, আর আমাদের ভয় কি?

শৈ। তবে কি তুমি আমার সঙ্গে এইখানেই থাকিবে? তুমি কি আর যাবে না?

মাধ। এ জন্মে নহে। আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? যতকাল তুমি এখানে থাকিবে, ততকাল আমিও এখানে থাকিব।

শৈল উপাধানে মুখ লুকাইল—নিঃশব্দে কাঁদিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, মাধবী তখন মুখ নত করিয়াছিল। একবিন্দু নয়নজল মাধবীর নাসাগ্রে মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, মাথা তুলিলে তাহা হর্ম্ম্যপ্রস্তরে পড়িয়া গেল। কিন্তু শীঘ্র শুকাইল না, পাষাণে নয়নজল কেন শুকাইবে? কোমল মৃত্তিকা সে জল পাইলে শুষিয়া লইত, পাষাণে সে জল অমনি পড়িয়া রহিল। মাধবী তাহাতে অঙ্গুলি লিপ্ত করিয়া একটি চক্ষু চিত্রিত করিতে করিতে বলিল, "আমি এখানে থাকিব—চিরকাল থাকিব,

তুমি ভিন্ন আর কেহই আমাকে তোমার নিকট-ছাড়া করিতে পারিবে না, সন্ন্যাসী কি? কেহই পারিবে না, কিন্তু—”

শৈ। না, না, সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেই তোমায় লইয়া যাইবে; এখন তোমায় কোথায় লুকাব?

মাধ। আমায় লুকাইতে হইবে না, আমি যে এখানে আসিয়াছি, সন্ন্যাসী জানেন; সন্ন্যাসী আপনিই আমায় সঙ্গে করে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার রাত্রে আমায় লইতে আসিবেন। কিন্তু আমি যাব না।

শৈলের মুখ শুকাইয়া গেল, আর কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক হেলিয়া বেদির উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল।

শৈলের দৃষ্টি পূর্ব্বমত আর প্রখর নাই, এখন স্নিগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বদীপ্তি যেন মেঘে ঢাকিয়াছে। শৈলের কাতরতা দেখিয়া মাধবী বুঝিল যে, সন্ন্যাসী তাড়না করিলে আমি যে যাব না, এ কথায় শৈলের বিশ্বাস নাই। মাধবী নানাপ্রকারে তাহা বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে শৈলের ভয় গেল, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

একবার শৈল জিজ্ঞাসা করিল, “আমি যে এখানে এই অবস্থায় আছি, তাহা তুমি কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? আমায় আর কখন দেখ নাই, আমার কথা কখন শুন নাই, আমার তত্ত্ব কি গতিকে পাইলে?”

মাধ। সে অনেক কথা, তাহা আর এক সময়ে বলিব। আমি তোমায় বালিকাকাল অবধি ভাল বাসি; পূর্ব্বে তোমায় কোলে করে বেড়াইতাম, তুমিও আমার কোলে থাকিতে ভাল বাসিতে। আমায় দিদি বলে’ ডাকিতে। সেই বয়সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলি নাই। তাহার পর কতদিন গেল, কত কাণ্ড হল, আমিও কত দেশে

বেড়াইলাম, তোমার কত সন্ধান করিলাম, কোথাও তোমার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি শুনিলাম যে, তোমার সুরপুরে বিবাহ হইয়াছিল।

শৈল। বালিকাকালের কত কথাই মনে আছে, কিন্তু তোমার আকার ত ভাল মনে হয় না।

মাধ। মহারাজকে মনে পড়ে ?

শৈল। কে মহারাজ ?

মাধ। বটে ? সত্যসত্যই তবে তুমি কিছুই জান না। তা তোমারও দোষ নাই, তুমি তখন তিন বৎসরের।

শৈল। মহারাজের বিষয় কি, বল না ?

মাধ। স্নানাদির পর বলিব। এখানে কোথায় স্নান কর ?

"এই পার্শ্বের ঘরে স্নান-আহারের সকল আয়োজন থাকে।" এই বলিয়া শৈল সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে, সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। "কিন্তু তোমার আহারের বড় কষ্ট হবে, আমি ফলমূল খাইয়া থাকি, তোমার নিমিত্তও যদি তাহাই আনিয়া থাকে।"

মাধ। তুমি অন্ন খাও না কেন ?

এই কথায় শৈল কোন উত্তর না দিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মাধবীর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জন পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। উভয়ে স্নানাদি করিয়া আহার করিতে বসিল। এই সময় মাধবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি অন্নত্যাগ করিয়াছ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে কি ?"

শৈল। পীড়া কিছুই নহে, কে পাক করে তাহা জানি না, এই-জন্য খাই না।

মাধ। কেন ? ব্রাহ্মণে পাক করে, দেখিতেছি ইহা দেবতার প্রসাদী ভোগ।

শৈ। তথাপি আমার স্বপাক আহার করা উচিত।

মাধ। কেন ?

শৈ। আমি বিধবা।

মাধবী আর কোন উত্তর করিল না। আহারান্তে অপর ঘরে গিয়া আবার সেই কথা উত্থাপন করিল।

মাধ। তোমায় কে বলিল যে, তুমি বিধবা?

শৈল। এ কথা কে আর বলে থাকে? লোকে আপনিই জানিতে পারে।

মাধ। অমন অকল্যাণের কথা আর মুখে এন না, সাধ করে' এ সকল কথা বলিতে নাই।

শৈল। আমি সাধ করে' বলি নাই। বিধবা হতে কার কবে সাধ গিয়া থাকে?

মাধ। তবে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

শৈল। ভ্রম নহে, তাঁর মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মাধ। আমি তা জানি, তুমি মনে করিয়াছিলে বিনোদবাবু মরিয়াছেন; কিন্তু তিনি তখন বাস্তবিক মরেন নাই, তাঁহার কেবল বাক্‌রোধ হইয়াছিল, তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয়া ছিলেন। মধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখন তিনি ভাল হইয়াছেন, শরীরের আর কোন পীড়া নাই।

শৈল অবাক্ হইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল, "মাধবী উপহাস করিতেছে।" আবার ভাবিল,"মাধবীর মুখভঙ্গী সেরূপ নহে। মাধবীর ভ্রম হইয়া থাকিবে, বোধ হয় আর কাহাকে দেখিয়া থাকিবে।"

শৈলের সন্দেহ মাধবী বুঝিতে পারিল। মাধবী বলিল, "সন্দেহ করিও না; বিনোদবাবু নিশ্চয় জীবিত আছেন; যে বেহারা তাঁহাকে তোমার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সহিত আমার আলাপ আছে। আর অন্য কথা কি? তোমার দৈতোর মা সে দিন আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কেঁদে মরে।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না, নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ভাল হইয়া বসিল, একবার আপনার শীর্ণ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পরিধেয় ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্ত্র টানিয়া অঙ্গাবরণ করিল, রুক্ষকেশে একবার হাত দিল। তাহার পর কি বলিবে মনে করিয়া মাধবীর দিকে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। মাধবী এই সময় শয়ন করিয়া অন্যমনস্কে প্রস্তরের সংযোগস্থানে নখদ্বারা মৃত্তিকা-খনন করিতেছিল। কি বলিবে ভাবিয়া তাহার প্রতি শৈল যে চাহিতেছিল, তাহা মাধবী দেখিতে পাইল না। শৈল মুখ ফিরাইল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে শৈল আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া মাধবীর দিকে চাহিল। মাধবী তখনও অন্যমনস্ক। এই সময় শৈল কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার শব্দ করিল। মাধবী তখন মাথা তুলিল। শৈল এইবার সাহস করিল; দুই তিন বার উদ্যমের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা কিছু হইয়াছিল?" মাধবী গম্ভীর হইয়া ক্ষণেক থাকিয়া বলিল, "তোমার কি কথা?" শৈল আর কোন উত্তর করিল না। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল, তখনও উভয়ে অন্যমনস্ক। শৈল কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মাধবী কেন অন্যমনস্ক হইল, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। বিনোদ জীবিত আছেন, শৈলের ইহা প্রতীতি করাইয়া অবধি মাধবী অন্যমনস্ক। রাত্রি হইল; পরস্পর কেহ কাহাকেও আর ভাল দেখিতে পাইতেছে না, তখনও উভয়ে নীরব।

এই সময়ে পশ্চিমদিকের দ্বার দিয়া ঘরে দীপালোক আসিল। আসিবামাত্র শৈল চক্ষু আবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, ও

কি ?” শৈল অনেককাল আলোক দেখে নাই, সামান্য আলোকও আর তাহার চক্ষে সহে না।

মাধবী আলোকের দিকে চাহিয়া দেখিল, রামদাস-সন্ন্যাসী প্রদীপ-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাধবী আর কিছু বলিল না ; শৈল সেই দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, আলোক বড় তীব্র বলিয়া বোধ হইল। আবার মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল। এবার মাধবী বলিল, “সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।” শৈল অমনি দুই বাহু দ্বারা মাধবীকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ধরিয়া বলিল, “সন্ন্যাসি! আগে আমায় খুন কর, তবে দিদিকে লইয়া যাইও।” সন্ন্যাসী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধবীকে উঠিতে বলিল। মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, “আমার ইচ্ছা করে, আমি এইখানে থাকি।”

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করিলেই থাকিতে পাবে না।

মাধ। এখানে থাকিলে আপনার কি ক্ষতি ?

সন্ন্যা। ক্ষতি থাক্ আর নাই থাক্, তুমি বাহির হও। তুমি একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলে, এখানে থাকিতে আইস নাই।

মাধ। আপনার পায়ে ধরি, আমাকে এখানে থাকিতে দেন, আমি বাহিরে ঘুরে ঘুরে জ্বালাতন হয়েছি, এখন দু’দিন এখানে থাকি। এ উত্তম স্থান, আমার মত দুঃখিনীর পক্ষে এই স্থানই ভাল।

সন্ন্যা। কেন আমি ত তোমার দুঃখমোচনের প্রস্তাব করেছি, সম্মত হও রাজরাণী হবে।

মাধ। কেন সে কথা মুখে আনিয়া যন্ত্রণা দেন। আপনি বৃদ্ধ, আবার তাহে সন্ন্যাসী, এ সকল কথা আপনার মত পবিত্র ব্যক্তির উপযুক্ত নহে।

সন্ন্যা। বুঝেছি। তাহা যাহাই হউক, সম্মত না হও ঠকিবে, এই শৈলের মত কষ্ট পাইবে, পরিণামে হয় ত প্রাণ হারাবে।

মাধ। তাতে আমার ভয় নাই।

সন্ন্যা। তা আমি পরে বুঝিব। এখন এখান হইতে বাহির হও। 'মহারাজের হুকুম, শৈলকে একা এখানে বন্ধ রাখিতে হইবে। তবে যে তোমায় আসিতে দিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রতি দয়া করে'। তুমি অপাত্র, আমার দয়া বুঝিলে না, সুতরাং এখনই বাহির হও।

মাধ। আমি শৈলকে একা রাখিয়া যাব না।

সন্ন্যা। সহজে না যাও, বাহির করিয়া দিব।

মাধবী এ কথা শুনিবামাত্র মস্তক নত করিল; পরে আবার মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন এ সকল রূঢ় কথা মুখে আনেন?"

সন্ন্যা। আমাকে রাগাইও না। রাগিলে তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি এইখানেই টিপিয়া বাহির করিব।

মাধ। "আমার প্রাণ বাহির করা বড় শক্ত কাজ নহে। জল-বিম্ব হইতে বাতাস বাহির করা বরং শক্ত। এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? কার জন্য বাঁচিব? আপনি এখনই আমার প্রাণ বাহির করুন, কোন আপত্তি নাই।" "এখনই বাহির করিব," এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্রোধভরে চলিয়া গেল। দ্বার খোলা রহিল, প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। মাধবী তখন শৈলের প্রতি চাহিয়া দেখে, শৈল পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে শৈল সবলে মাধবীকে ধরিয়াছিল, ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া শিথিলহস্তে সরিয়া পড়িয়াছিল।

মাধবী সযত্নে শৈলকে তুলিয়া শয়ন করাইল; "ভয় কি দিদি, সন্ন্যাসী গিয়াছে," এই বলিয়া শৈলকে বুঝাইতে লাগিল। শৈল কোন উত্তর না দিয়া চাহিয়া রহিল। শৈলের রুক্ষ কেশরাশি পাষাণ-ময় হর্ম্ম্যোপরে পড়িয়াছিল, মাধবী তাহা তুলিতেছে, এমত সময় সন্ন্যাসী আবার আসিল। এবার সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ভয়ানক, হস্তে শূল; সদর্পে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইল, এক-বার বলিল, "এখনও বাহির হও।"

মাধবী কোন উত্তর করিল না। তখন সন্ন্যাসী শূল উত্তোলন করিয়া মাধবীর বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া পুনরপি বলিল, "এখনও বাহির হও।" মাধবী আপন হৃদয়োপরি স্থাপিত শূল-ফলাকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিল। "এখনও বাহির হও" বলিয়া সন্ন্যাসী শূলে শক্তি সংযুক্ত করিল। মাধবীর মুখ ম্লান হইয়া গেল; শূলের অগ্রভাগ বস্ত্রের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল, হঠাৎ বস্ত্রে রক্ত দেখা দিল; মাধবী সন্ন্যাসীর দিকে মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। সন্ন্যাসী রক্ত দেখিতে পাইল। অমনি শূল তুলিয়া লইল; শূলাগ্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আরও ছুটিয়া বাহির হইল। রামদাস শূল তুলিয়া চলিয়া গেল, আর মাধবীর দিকে চাহিল না। প্রদীপ পূর্ব্বমত জ্বলিতে লাগিল।

মাধবী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে আপনার রক্তাক্ত বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর অঞ্চল দিয়া হৃদয়ের বস্ত্র আবরণ করিয়া শৈলকে তুলিল। শৈল নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চারিদিক্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, সন্ন্যাসী কি গিয়াছে?" মাধবী বলিল, "গিয়াছেন।" পশ্চিমদিকের দ্বারা খোলা রহিয়াছে দেখিয়া শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "দ্বার খোলা কেন? তবে কি সন্ন্যাসী আবার আসিবে?" মাধবী বলিল, "জানি না, কিছু ত বলিয়া যান নাই।"

শৈলের তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; জলের কথা স্মরণ হইবামাত্র দক্ষিণদিকের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দক্ষিণদ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, শৈল অপর কক্ষে জলপান করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে উঠিল; মাধবীরও পিপাসা হইয়াছিল, কিন্তু মাধবী উঠিল না। মাধবী ধীরে ধীরে সারঙ্গটি ক্রোড়ে লইল, একে একে সকল তন্ত্রীগুলিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া দেখিল। তাহার পর সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল, কতক্ষণ বাজিল, তাহা মাধবী আপনিই জানিতে পারে নাই।

মাধবী সারঙ্গ রাখিয়া ভাবিল, "শৈল ও ঘরে এতক্ষণ কি করিতেছে।" ও ঘরের দিকে চাহিয়া দেখে, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। শৈল তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় বাদ্য আরম্ভ হওয়ায় শৈল একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতেছিল, দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বাদ্য শৈলের কর্ণে সহ্য হইয়াছিল। বাদ্য থামিলে শৈল জানিল যে, দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তখন শৈল চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিল; মাধবী উঠিয়া দ্বার খুলিতে গেল; কিন্তু এই দ্বারের কৌশল কিছুই জানিত না, বৃথা যত্ন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, মাধবী পড়িয়া অচেতন হইল। শৈল প্রথমে চীৎকার করিয়া মাধবীকে ডাকিতেছিল, তাহার পর কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার ভগ্ন-স্বর শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই ভগ্নস্বর আরও মৃদু হইয়া পড়িল, রাত্রিশেষে আর তাহা শুনা গেল না। শৈল তখনও মাধবীকে ডাকিতেছে, কিন্তু স্বর ফুটিতেছে না, অথচ ডাকিতেছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন রামদাস শূলহস্তে দর্পিতভাবে সুরঙ্গ অতিবাহিত করিতেছিল, তখন হঠাৎ তাঁহার সম্মুখস্থ পথ, এক লৌহকবাট দ্বারা রোধ হইল। সন্ন্যাসী বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া বিদ্যুদ্বেগে পশ্চাৎ ফিরিল, কিন্তু সে দিকেও সেইরূপ কবাট রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিল যে, মাধবীর প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত সে শৈলের ন্যায় বন্দী হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছে, এমত সময় তাহার পদতলস্থ ভূমি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ভূমি ক্রমে নিম্নে নামিতে লাগিল।

ক্ষণপরে সন্ন্যাসী দেখিল, নিম্নস্তরে একটি ক্ষুদ্র ঘরে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। তথায় একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে, পার্শ্বে একজন বৃদ্ধা বসিয়া মালা জপিতেছে। তাহাকে সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে কখন দেখে নাই, এখন দেখিয়াও উৎসাহিত হইল না। বৃদ্ধা কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্মা, গৌরবর্ণা, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অতি প্রখর, অতি ভয়ানক। রামদাসকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, পরে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল, "আইস, কি ভাবিতেছ? আমি তোমার প্রহরী, তোমায় যত্ন করিয়া রাখিব, শৈলের প্রতি তুমি যেমন নিষ্ঠুর ছিলে, আমি সেরূপ হব না।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসি দেখিয়া সন্ন্যাসীর অঙ্গ কণ্টকিত হওয়ায় সে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিতেছ? তুমি কোন্ ঘরে থাকিবে, তাহাই খুঁজিতেছ? ঐ তোমার ঘরের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, সত্বর যাও, বিলম্ব করিলে তোমায় আবার আর এক স্তর নিম্নে নামিতে হইবে, সেখানকার প্রহরী অতি নিষ্ঠুর, অতি ভয়ানক। শূলটি এখানে আমার নিকট রাখিয়া যাও। শূল কেন? শূলে আবার রক্ত কেন? কাহার রক্ত? মাধবীর রক্ত? যাহাকে বিবাহ করিবার এত সাধ, তার বুকে শূল মারিলে কিরূপে? তোমার সকল ব্যবহার কি এইরূপ?"

রামদাস সাহস করিয়া বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য ব্যক্তি; এই-মাত্র যাহা অন্যত্রে ঘটিয়াছে, আপনি এখানে বসিয়া তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? আপনি কে? কোন দেবী?"

বৃদ্ধা। পরে পরিচয় হইবে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র তোমার ঘরে যাও, নতুবা এখনই প্রতিফল পাইতে হইবে।

রামদাস এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিল, অতএব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল; তৎক্ষণাৎ দ্বাররোধ হইয়া গেল। বৃদ্ধা আবার হাসিয়া উঠিল।

কিঞ্চিৎ পরে অপর এক দ্বার দিয়া শম্ভু-কয়েদী আসিয়া উপ-

স্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শম্ভু। আপনি বসুন, আমি তখন বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সম্প্রতি অকাল পড়িয়াছে; আপনার কালীপ্রতিষ্ঠায় বিলম্ব ঘটিল।

বৃদ্ধা। তা বিলম্ব হোক, ক্ষতি নাই, শৈলকে কোথায় পাঠাইলেন?

শম্ভু। বৃন্দানদীর তীরে সম্প্রতি একটি পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তথা হইতে সুরপুর বড় দূর নহে। স্থানটি মনোহর, কিন্তু নির্জ্জন। শৈলকে সেইখানে পাঠাইয়া আসিলাম।

বৃদ্ধা। তবেই তো। নির্জ্জন হইতে নির্জ্জনে রাখা কি ভাল হইল?

শম্ভু। ভাল হইল না সত্য, কিন্তু আপাততঃ আর কি করি। পূর্ব্বে শৈলের অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তখন মধ্যে মধ্যে শৈলকে দেখিতে আসিতাম, ভাবিতাম নির্জ্জনের ফল কিছুই ফলিতেছে না, তাহার পর গত পরশ্ব যখন মাধবীর সঙ্গে শৈলের কথাবার্ত্তা হয়, তখন আমি সেখানে গোপনে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় বুঝিলাম, এতদিন শৈলকে নির্জ্জনে রাখা অতিরিক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, মাধবী সঙ্গে আছে, এখন শৈল যে স্থানে থাক্, আর তাহার তত নির্জ্জন বলিয়া বোধ হবে না। সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?

বৃদ্ধা। আপনার রামদাস অতি নম্রভাবে নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হয়, সে খালাস পাইলে আপনার কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইবে।

শম্ভু। সে অনেকবার আমার অনিষ্ট করিয়াছে। যতবার সে আমার অপকার করিয়াছে, আমিও ততবার তাহার উপকার করিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও তাহার চরিত্র শুদ্ধ হয় নাই।

বৃদ্ধা। আদ্যাশক্তি যাকে মন্দ স্বভাব দিয়াছেন, মানুষ কি উপ-কার করে' তাহার সেই স্বভাব বদলাইতে পারে?

শম্ভু। সে বিষয়ে আমি এখনও পরীক্ষা শেষ করি নাই। যত্নে, দয়ায়, ক্ষমায়, মিষ্ট কথায়, অনেক পাষণ্ড পণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু আবার কোন কোন পাষণ্ডের তাহাতে কিছুই হয় নাই। সেই সকল পাষণ্ডের পক্ষে নির্জ্জনবাস উপকারদায়ক বলিয়া আমার বোধ হয়। শৈলকে সেই জন্য নির্জ্জনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দণ্ডটা মাত্রায় অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন পাছে সে পাগল হয়, এই ভয়। যদি পাগল না হয়, তবে শৈল স্ত্রীলোকের পদ রাখিবার যোগ্য হইবে।

শম্ভু-কয়েদী উঠিয়া যাইবার পরে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় রামদাস-সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্ষণবিলম্বে তাহার সন্দেহ হইল, যেন তাহার ঘরে কে আসিয়াছে। রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে?" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। শেষ বলিল, "যেই আসিয়া থাক, অনর্থক কষ্ট পাইতে আসিয়াছ। যদি আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়া থাক, তাহা ভুল, আমি বালক নই।" রামদাসের এই কথা শেষ হইলে, আলোকের একটা অতি অস্পষ্ট আভা ঘরে ভাসিতে লাগিল; তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহা বুঝা যায় না, ঘরে দীপ নাই, অগ্নি নাই, অথচ আলোকের আভা প্রাচীরে, ছাদে, সর্ব্বত্র লাগিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে রামদাস দেখিল, একজন স্ত্রীলোক পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আছে। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার বাহুমূল ও পৃষ্ঠদেশ লুকাইয়া রাখিয়াছে। আর কতকগুলি কেশ অযত্নে হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া ধূলা মাখিতেছে।

কে এ স্ত্রীলোক! রামদাস তাহা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না, প্রগল্‌ভা পূর্ব্বমত বসিয়া থাকিল। রামদাস উঠিল, দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া পার্শ্ব হইতে বামগণ্ড, বামকর্ণ, ওষ্ঠার্দ্ধ দেখিয়াই চিনিল যে, সুন্দরী মহারাজ মহেশচন্দ্রের রাজ্ঞী; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে

হইল যে, রাজ্ঞী বহুকাল মরিয়াছেন, রামদাস স্বয়ং সে মৃত্যুর হেতু। তাহারই অস্ত্রাহত হইয়া জামতলী-গ্রামে রাণী অনাথার ন্যায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। কেহ তখন নিকটে ছিল না, কেহ তাঁহার সৎকার করে নাই। রামদাস অলক্ষ্যে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছে, শবভুক্ একটা কুক্কুর আসিয়া প্রথমে রাণীর দক্ষিণগণ্ডের মাংস এক গ্রাসে ধরিয়া ছিঁড়িয়া তোলে, সেই সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণের মাংস কতকটা উঠিয়া পড়ে।

সুতরাং রামদাস ভাবিল, "এ স্ত্রীলোকটি রাণীর ন্যায় অবিকল আর কেহ হইবেন।" অতএব তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য সম্মুখে গেল, গিয়াই চীৎকার করিয়া ভূমে পড়িল। স্ত্রীলোকটির দক্ষিণ গণ্ডে, চক্ষুতে মাংস নাই, শুষ্ক অস্থি বাহির হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি শব! মহারাজ মহেশচন্দ্রের মৃত রাণী!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিন পরে এক দিবস প্রাতে সুরগ্রামবাসীরা সুসজ্জ হইয়া নগরাভিমুখে দলে দলে যাত্রা করিতেছে; তথায় বিলাসবাবুর বিচার হইবে—বড় সমারোহ। পথিমধ্যে একদলের কেহ বলিল, "বিলাসের নিশ্চয় ফাঁসি হইবে।" কেহ বলিল, "ফাঁসি কি মুখের কথা! বিলাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি আছে?" প্রথম বক্তা বলিল, "প্রমাণ অবশ্যই আছে, প্রমাণ না থাকিলে কি মেজেষ্টার-সাহেব দায়রা-সোপর্দ্দ করেন। বিলাস আপনিই স্বীকার করিয়াছে, আবার চৌকিদার খুন করিতে দেখিয়াছে।" দ্বিতীয় বক্তা বলিল, "চৌকিদার সহস্রবার দেখুক, প্রমাণ না থাকিলে কিছুই হইবে না; এক্ষণকার আইন বড় শক্ত।" প্রথম বক্তা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি কি মূর্খ! আবার কি প্রমাণ চাও।"

এই সময় আর এক দলের মধ্যে মহাবাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "বিনোদকে শাবল ফেলিয়া মারিয়াছে।" কেহ বলিতেছে, "মুখে বালিশ চাপিয়া মারিয়াছে।" ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধ হইতে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া আর সকলে যোদ্ধাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিল। সকলেই ক্ষণেককাল পরস্পর আপনাপন মনে বিনোদের কথা, শৈলের কথা বা অন্য কোন কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বালক মাতৃদত্ত দুইটি পয়সা লইয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে যাইতেছিল। সকলে নিরস্ত হইলে বালকটি আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এই পয়সায় কি কিনিব?" পিতা উত্তর করিলেন, "সন্দেশ কিনিও।" বালক "আচ্ছা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। কতকদূর গিয়া বালকটি আবার পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! দুই পয়সায় ফাঁসি কিনিতে পাওয়া যায় না?" পিতা বলিলেন, "না।" পুত্র পুনরায় অতি স্নেহভাবে বলিল, "বিলাসবাবুর ফাঁসি হবে, বাবা, তোমার ফাঁসি কবে হবে?" বালকের এই প্রশ্নে সকলে হাসিয়া উঠিল। পিতা অপ্রতিভ ও রাগান্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকটি কি অপরাধ করিয়াছে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পিতা আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গীরা আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা করিলে, বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী ফিরিয়া চলিল। পিতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া বিচার দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা বালককে দুই এক বার ডাকিয়া বালকের পিতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা কতকদূর গেলে একটি স্ত্রীলোক অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিল, কিন্তু চকিতের মধ্যে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি যুবতী, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী; শীর্ণা অথচ বলিষ্ঠা; কেহ তাঁহাকে চিনিতে

পারিলেন না। শেষে সকলে একত্রে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সেই জনতামধ্যে অবগুণ্ঠনবতীও দাঁড়াইয়া আছে। বিচার তখন আরম্ভ হইয়াছে। বিলাসবাবু যোড়করে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে কনেষ্টেবলগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রামবাসীরা বহু যত্ন করিতে লাগিল।

সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেলে, বিলাসবাবুকে জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?" বিলাসবাবু একবার বামপদে, একবার দক্ষিণপদে ভর দিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ অস্থির হইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিলেন না। জনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা জজসাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?" বিলাসবাবু ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া জজসাহেবের দিকে চাহিলেন, কিন্তু জজসাহেব তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। জজসাহেব ভাবিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী, তাহাই আমার দিকে চাহিতে পারিতেছে না।"

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিনোদবাবুকে হত্যা করিয়াছ?"

বিলাস প্রথমতঃ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন; পরক্ষণে স্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "হুঁ খুন করিয়াছি—অন্ধকার-রাত্রে খুন করিয়াছি।"

জজ। কিরূপে খুন করিলে?

বি। যেরূপে লোকে খুন করে, অর্থাৎ—অর্থাৎ—

জজ। কোন অস্ত্রদ্বারা খুন করিয়াছিলে?

বি। না অস্ত্র নহে—হাঁ অস্ত্র বই কি—শাবল দ্বারা—

জজ। শাবল দ্বারা কোথা আঘাত করিয়াছিলে?

বি। শাবল দ্বারা কোথায়ও আঘাত করি নাই।

জজ। তবে কিরূপে খুন করিলে?

বি। পদদ্বারা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিলাম।

জজ। তবে শাবলের কথা কেন বলিতেছিলে ?

বি। শাবল তখন আমার হাতে ছিল।

জজ। তোমায় তৎকালে কেহ দেখিয়াছিল ?

বি। দেখিয়াছিল।

জজ। কে দেখিয়াছিল ?

বি। তাহা জানি না।

জজ। এই চৌকিদার দেখিয়াছিল ?

বি। দেখিয়াছিল, ঐ ত আমায় বাঁচায় ?

জজ। কেন, তোমার কি হইয়াছিল ?

বি। আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম।

জজ। কেন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে ?

বি। ভয়ে।

জজ। কিসে ভয় পাইয়াছিলে ?

বি। প্রাচীরের উপর চৌকিদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম।

জজসাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সময় অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অগ্রসর হইয়া, আপন মুখাবরণ মুক্ত করিয়া, অতি পরিষ্কার স্বরে বলিল, "খুন আমি করিয়াছি।"

বিলাস বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ খুন এই করিয়াছে, এই শৈল।" নামমাত্রে সকলের দৃষ্টি শৈলের উপর পড়িল; শৈল পাণ্ডুবর্ণা, ভয়ঙ্করা, শীর্ণা, সুন্দরী। শৈলের পরিচয় পূর্ব্বে রাষ্ট্র হইয়াছিল, সেই রাক্ষসীকে দেখিবার নিমিত্ত একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। শত শত লোক তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, শৈল দৃক্‌পাতও করিল না। কনেষ্টবলদিগের তাড়নায় কলরব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, শৈল পূর্ব্বমত আবার বলিল, "খুন আমি করিয়াছি, আমার প্রতি ফাঁসি আজ্ঞা হউক।"

জজসাহেব একাল পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে শৈলের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। শৈল মৃত্তিকার নিম্নে বহুদিবসাবধি বাস করিয়া বিবর্ণা হইয়া গিয়াছিল। জজসাহেব সেরূপ বর্ণ কখন মনুষ্যের দেখেন নাই। মনুষ্যের এই নূতন বর্ণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। শৈলের পুনরুক্তি শুনিয়া মোকদ্দমার দিকে আবার মনোনিবেশ করিলেন।

জজ। কে তুমি, তোমার নাম কি?

শৈ। আমার নাম শৈল দেবী।

জজ। যিনি হত হইয়াছেন, তিনি তোমার কে ছিলেন?

শৈ। আমার স্বামী ছিলেন।

জজ। তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে?

শৈ। আমি খুন করিয়াছি।

"মিথ্যা কথা! আমি হত হই নাই, আমি এই জীবিত রহিয়াছি" বলিয়াই আর এক ব্যক্তি জজসাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গ্রামবাসীরা চিনিতে পারিয়া, একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের বিনোদ!" আবার বিচারগৃহে মহাকলরব পড়িয়া গেল। কেহ আর নিবারণ শুনে না।

আগন্তুক ব্যক্তির নাম-ধাম-পরিচয় লইয়া জজসাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন। এ মিথ্যা মোকদ্দমা কেন উপস্থিত হইল, তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। বিলাসবাবুকে খালাস দিবার সময় জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন?"

বি। ফাঁসিতে আমার বড় ভয়।

জজ। তবে কেন খুন করিয়াছি বলিতেছিলে?

বি। তাহা আমি জানি না।

এইরূপ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখেন, শৈল সেখানে আর নাই।

মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলে, সুরগ্রামবাসীরা অপরাহ্নে আপনাদিগের গ্রামাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময় মাঠের মধ্যে একজন সঙ্গী বলিল, "বুঝি শৈল আসিতেছে।" সকলেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, সত্যই শৈল আসিতেছে। আর অবগুণ্ঠনবতী নাই, শৈল ফণিনীর ন্যায় সদর্পে ক্রমে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল; একবার তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিল না। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেহ সাহসও করিল না।

দেখিতে দেখিতে শৈল দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বৃন্দানদীর কূলে উপস্থিত হইয়া একটি নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ করিল। আর একটি স্ত্রীলোক সেই কুটীরের কক্ষান্তরে গৃহকার্য্য করিতেছিল; শৈলকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যজনহস্তে অতি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শৈল শয্যায় বসিয়া স্থিরনেত্রে দীপশিখা দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়াছিলে?" শৈল দীপ দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, "নগরে—সাহেবের কাছে।"

সঙ্গিনী। কেন?

শৈ। মরিবার নিমিত্ত।

স। ও সকল কথা মুখে আনিও না, কোথায় গিয়াছিলে?

শৈ। আমি ফাঁসি যাইবার নিমিত্ত জজসাহেবের কাছারিতে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, অন্য একজনের ফাঁসি হবে, তাহাই সেখানে গিয়া বলিলাম।

স। কি বলিলে?

শৈ। বলিলাম, 'আমি খুন করিয়াছি।'

স। তাহার পর?

শৈ। আর একজন বলিল, 'হাঁ শৈলই খুন করিয়াছে।'

স। তাহার পর?

শৈ। তাহার পর আর যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তুমি দেবতা চিনিতে পার?

স। কে দেখেছে যে চিনিতে পারিবে।

শৈ। লোকে বলে, দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মান।

স। সেকালে তাহা হইত, এখন আর সেকাল নাই।

শৈল অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কালসাপ কি উদ্ধার হয়?"

স। হয়।

শৈ। অদ্যাপি অনেক মনুষ্য মানুষ নহে, দেবতা।

স। হাঁ মানুষ না কি দেবতা?

শৈ। তবে কি?

শৈল এই কথাটি চীৎকার করিয়া বলিল। সঙ্গিনী মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, শৈলের চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে; অতি বিকটভাবে দীপের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সঙ্গিনী অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শৈল, ভগিনি, কি দেখিতেছ? অমন করিয়া রহিলে কেন? ছি দিদি! মুখ ফিরাও।" সঙ্গিনী দেখিল, শৈল কোন কথাই শুনিতেছে না, চক্ষের পলকও ফেলিতেছে না; চক্ষু ক্রমে বিকৃত হইতেছে। সঙ্গিনী অতি ভীতা হইয়া উঠিয়া গেল, কক্ষান্তরে গিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে শৈলের ঘরে অতি উচ্চ হাসি শুনিয়া সঙ্গিনী আবার দৌড়িয়া আসিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে, শৈল শয়ন করিতেছে। সঙ্গিনী চক্ষের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ?"

শৈ। বেশ আছি।

স। বাতাস দিব?

শৈ। দেও।

সঙ্গিনী নিঃশব্দে বাতাস দিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন, সঙ্গিনী পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে মাধবী দেখিলেন, শৈলের অবস্থা বড় ভাল নহে। পূর্ব্বরাত্রে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শৈল প্রাতে উঠিয়া অতি নিভৃত স্থানে অন্যমনে বসিয়া আছে। মাধবী তথায় গিয়া দেখিলেন, শৈল ডাকিলে উত্তর দেয় না, শব্দ করিলে ফিরিয়া চায় না। সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে পর, শৈল একবার মাথা তুলিয়া মাধবীর প্রতি চাহিল, কিন্তু মাধবীকে চিনিতে পারিল না। পরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল। মাধবী সে দিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; অথচ সেই দিকে শৈলের একাগ্রদৃষ্টি রহিয়াছে। ক্ষণেক পরে শৈলের দৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল, যাহার প্রতি শৈল চাহিয়া রহিয়াছিল, তাহা যেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শৈলের মুখে অল্প ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হইল, ক্রমে সেই চিহ্ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আকাশের দিকে এক স্থানে শৈলের দৃষ্টি স্থির রহিয়াছে, অথচ তাহার শরীরে পলায়নের উদ্যম লক্ষিত হইতেছে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে, শৈল চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। মাধবী "ভয় কি ভয় কি" বলিয়া তাহাকে বাহুবদ্ধ করিলেন। শৈল তখন মাধবীর বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ক্রমে সেই স্থানে নিদ্রা গেল। কিন্তু নিদ্রায় আবার ভয় পাইয়া উঠিল। এইরূপে কখন চীৎকারে, কখন নিঃশব্দে শৈলের কালাতিপাত হইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে নদীকূলে শৈলের সম্মুখে বসিয়া মাধবী

সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন; শৈল নিঃশব্দে তাহা শুনিতেছিল। বাদ্য শেষ হইলে, শৈল কথা কহিতে লাগিল। মাধবী বুঝিলেন, সে তাঁহার সহিত নহে।

কাহারে উদ্দেশ করিয়া শৈল কত সাধিতে লাগিল, শেষ রাগ করিয়া উঠিল, আবার তৎক্ষণাৎ বসিয়া যোড়করে মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল, "একবার ফিরিয়া চাও, একবার মাত্র, আর আমি কিছুই চাই না! কেন? কি ক্ষতি? আর আমার প্রতি চাইবে না? তবে আমায় একবার ডাক, শৈল বলে' ডাক, আমার নাম শৈল। না, না, আমার নাম শৈল নয়, আমার নাম আর কিছু, আমার নাম বিনোদ।" শৈল এই কথা শেষ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "কই কথা কহিলে না, আমার দিকে ফিরে চাহিলে না, আমায় আদর করিলে না? চলিয়া গেলে? কই আর যে তোমায় দেখিতে পাই না।" মাধবী এই সময় শৈলের হাত ধরিয়া তুলিলেন, এবং আর কোন কথা না বলিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। শৈল অন্যমনে সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কতকদূর যাইয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "সাপ সাপ, ঐ সাপ, ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে! আমি ও দিকে আর যাইব না।" এই বলিয়া শৈল পলাইল।

মাধবীর হস্ত হইতে পলাইয়া শৈল রুদ্ধশ্বাসে সুরগ্রামাভিমুখে ছুটিল। তাহার গতি ও ভঙ্গী দেখিয়া পথে গোবৎসাদি ভয়ে ঊর্দ্ধ-মুখে পিছাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দুই একটি বলিষ্ঠা গাভী অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল। শৈল গ্রামে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিলাসবাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বিলাসের শয়ন-ঘরে উপস্থিত হইল। বিলাস তৎকালে একা অন্যমনে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, হঠাৎ শৈলের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে ছাদে পলাইয়া গেলেন। রাক্ষসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায়

দৌড়িল। বিলাসবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে একটা প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। এই সময় শৈল বলিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ, আবার সেই সাপ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।" সাপের ভয়ে বিলাসবাবুর পদস্খলন হইল, তিনি পড়িয়া গেলেন। শৈল অঙ্গুলী তুলিয়া বিলাসবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চলিয়া গেল। তাহার আগমনির্গম কেহ জানিতে পারিল না। কেবল একটি বালক তাহাকে ছাদে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়াছিল। সূক্ষ্ম শরীরের উপর রুক্ষ কেশরাশি নানাভঙ্গীতে চারিদিকে পড়িয়া চক্ষু, মুখ, বাহুমূল পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছিল। বালক মনে করিল, "এই প্রেতিনী হইবে।" এই সময় বিনোদবাবুর গৃহ হইতে একটি পেচক উড়িবায় কাকেরা চীৎকার করিতেছিল। বিনোদবাবুর বাটী শূন্য পড়িয়া আছে, বহির্দ্বারে লতা উঠিয়াছে, রন্ধনশালা পড়িয়া গিয়াছে, তথায় শৃগালেরা বাস করিতেছে। উঠানের সর্ব্বত্র দীর্ঘ তৃণাদিতে ব্যাপিয়াছে, কেবল বিনোদের নিমিত্ত বিলাসবাবু যে গর্ত্ত কাটিয়াছিলেন, তাহাই পরিষ্কার রহিয়াছে, তথায় একটি তৃণও জন্মে নাই।

সুরগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শৈল অতি ধীরে ধীরে কুটীরাভিমুখে আসিতেছিল; পথিমধ্যে দৈতোর মার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাক্ষাৎ মাত্রেই শৈল বলিল, "দৈতোর মা! বেলা যে অনেক হইয়াছে, এখনও উনানে আগুন দিলি না, তিনি যে এখনই আহার করিবেন!" দৈতোর মা পূর্ব্ব অভ্যাসাধীন উত্তর দিল, "এই যাই," কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া শৈলের প্রতি চাহিয়া রহিল। শৈল পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল; দৈতোর মার প্রতি আর দৃষ্টিপাতও করিল না। দৈতোর মা যে কি উত্তর দিল, হয় ত তাহা শৈলের কর্ণে প্রবেশও করে নাই।

দৈতোর মার সহিত সাক্ষাতের পর শৈল কতকদূর গিয়া মুখ আবরণ করিল। নববধূর ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া চলিতেছিল, এমত সময় পথে মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাধবী কোন কথাই

আর জিজ্ঞাসা না করিয়া, শৈলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া শৈল বলিল, "আমার বেশভূষা করিয়া দেও, তিনি আমায় ডেকেছেন!" "দিই" বলিয়া মাধবী বাতাস করিতে লাগিলেন। শৈল কতকটা শ্রান্ত হইয়াছিল, অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রা গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে আহারাদির পর মাধবী বলিলেন, "আয় দিদি, তোর চুল বেঁধে দিই—ভাল করে' বেশভূষা করিয়া দিই।" শৈল বলিল, "কেন?" মাধবী বলিলেন, "এই যে তখন তুমি বেশভূষা করে দিতে বলিতেছিলে, তোমায় যে তিনি ডেকেছেন।" শৈলের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। মাধবী শৈলের চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শৈলকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গীত গাইতে লাগিলেন। মাধবী দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গীতে শৈল অনেক সময় কতকটা বশতাপন্ন হয়। তাহাই মনে করিয়া গাইতে লাগিলেন;—"কাঁহা রে মেরে প্যারে।" বেশবিন্যাস শেষ হইলে শৈল বলিল, "দিদি! আমার হাতের গহনা কই? হাতে চুড়ি কি বালা না পরিলে, তিনি আমায় সুন্দরী বলিবেন না।" মাধবী কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় শৈল আপন পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে ছিন্ন করিয়া বলিল, "দিদি এই সকল গহনা আমার হাতে পরাইয়া দাও।" মাধবীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তাহা কষ্টে সংবরণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডগুলি একে একে শৈলের হাতে বাঁধিয়া দিলেন। শৈল হস্ত ফিরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল, "বেশ হইয়াছে, এখন তবে যাই।" দুই চারি পদ গিয়া আবার ফিরিয়া বলিল, "কই আমার চুলে ফুল কই?" নিকটে যূথিকা, মল্লিকা, আর কৃষ্ণকলি ফুটিয়াছিল, মাধবী তাহাই কতকগুলি কেশে

পরাইয়া দিয়া, আদরে শৈলের মুখচুম্বন করিলেন। অনেক সময় সামান্য বিষয়ের ফল অতি গুরুতর দাঁড়ায়, অতি সামান্য কথায় লোকের জীবনস্রোত একেবারে ফিরিয়া যায়। মাধবীর আদরে কিছুই বিশেষ চমৎকারিত্ব ছিল না, কিন্তু তাহার ফল চমৎকার হইল। শৈল যেন হঠাৎ মাধবীর আদর বুঝিতে পারিল, তাহার নাসাগ্র দুই এক বার কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "আমি কি আর আদরের যোগ্য, আমায় আর স্পর্শ করিও না, তবু ইচ্ছা হয়"—এই বলিয়া মাধবীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া শৈল কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদিলে পর মাধবী বলিলেন, "কেন দিদি কাঁদ?" তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মাধবীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া, তাঁহার মুখপ্রতি অতি কাতরভাবে একবার চাহিল। মাধবী সে মৃদু, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময়াপন্না হইলেন। শৈল পাষাণী, এরূপ মোহিনী দৃষ্টি কোথা পাইল। শৈল উন্মাদিনী—তাহার দৃষ্টি সতত বিচলিত—ভ্রান্ত, সে এ নবপ্রসূতির কোমল দৃষ্টি কোথা পাইল? শৈল কি তবে আর উন্মাদিনী নাই? এই সকল কথা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মাধবী ভাবিতেছিলেন, এই অবকাশে শৈল চলিয়া গেল। অতি গম্ভীরভাবে জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। মাধবী তাহার অনুসরণ করিলেন।

অপরাহ্নে পশ্চিম দিকে গাঢ় মেঘাড়ম্বর হইতেছিল। শীঘ্র ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, মাধবী শৈলকে নিকটে কোথাও আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিবেন মনে করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন, এমত সময় শৈল একটি ঘাটে গিয়া বসিল। মাধবীও বসিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শৈলকে ভুলিয়া একদৃষ্টে মেঘের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময় শম্ভু-কয়েদী শৈলের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। একাল পর্য্যন্ত সে শৈলের সহিত আলাপ করে নাই, কখন যে

করিবে, এমতও তাহার ইচ্ছা ছিল না। পরে শৈলের পরিবর্ত্তন যাহা দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার স্নেহস্রোত ক্রমে ফিরিতেছিল। শৈলের সঙ্গে কথা কহিবে বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার অনুসন্ধান জন্য শম্ভু নদীর কূল অনুসরণ করিয়া চলিল। এ দিকে মেঘ ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল, বায়ু ক্রমে মন্দীভূত হইল, সর্ব্বত্র যেন স্পন্দনরহিত হইল। মেঘ আরও গম্ভীর হইতে লাগিল। বর্ণ আরও গাঢ় হইতে লাগিল। শেষে মেঘের বর্ণে বৃক্ষ ও প্রান্তরের শ্যামল শোভা যেন একেবারে ফুটিয়া উঠিল। মাধবী ভাবিলেন, "পৃথিবীর এ কোমল শ্যামল শোভা কোথা ছিল!" প্রান্তর হইতে একে একে বক উড়িতে লাগিল, সেই গভীর মেঘের কোলে বকের অমল শ্বেত শোভা দেখিয়া মাঁধবী আরও মোহিত হইলেন, সুখে উন্মত্ত হইয়া গাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া শৈলের দিকে চাহিলেন। শৈল তাঁহার গীতোদ্যম শুনে নাই, কেবল একাগ্রচিত্তে মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মাধবী ধীরে ধীরে শৈলের আরও নিকটে গিয়া বসিলেন। শৈল তখন আদরে মাধবীর একটি হস্ত আপনার ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "দিদি! আজি আমার ফুলশয্যা।" মাধবী উত্তর করিলেন, "তবে আর এখানে কেন? চল, তাঁহার কাছে যাই।" শৈল বলিল, "না, এখনও তিনি আমায় ডাকেন নাই।"

এতক্ষণ প্রকৃতি যেন মেঘের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, মেঘ কথন্ বর্ষিবে, কথন্ ডাকিবে। অকস্মাৎ মেঘ অতি বিকট শব্দ করিয়া উঠিল; শব্দে প্রকৃতি শিহরিল। শৈল আহ্লাদে দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি, ঐ তিনি আমাকে ডাক্‌ছেন।" এই বলিতে বলিতে অগ্নি-স্রোত আকাশ-পৃথিবী ব্যাপিয়া আবার ঝলসিল। অশনিপাতশব্দে শৈল বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ আবার আমায় ডাকিতেছেন, আর আমার থাকা হইল না।" এই বলিয়া মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া,

হাসিতে হাসিতে নদীতে নামিল। আবক্ষ জলে নিমজ্জন করিয়া একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তুলিয়া মাথা হেলাইয়া মাধবীর প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। আবার আকাশ-মর্ত্ত্য ভেদ করিয়া শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর পারের এক উচ্চ বৃক্ষ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর মাধবী জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শৈল নদীতে নাই। কেবল তাঁহার কেশের ফুলগুলি জলে ভাসিতেছে। "কি হইল, কি হইল" বলিয়া মাধবী চীৎকার করিতে করিতে জলে পড়িলেন। শৈল যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে জল তখনও উচ্ছলিতেছে।

এই সময় শম্ভু শোকাকুল সিংহের ন্যায় লাফাইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিল, ক্ষুদ্র নদী ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। শম্ভু এক এক বার জল হইতে মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে, "শৈল!" সে চীৎকার যেন প্রান্তর পার হইয়া মেঘে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শম্ভু আবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার ডাকিতেছে, "আমার শৈল।" শেষ শম্ভু শৈলকে পাইল, বুকে করিয়া কূলে উঠিল। শৈলের মাথা ঝুলিতেছে, পা দুলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল ঝরিতেছে। শম্ভু অতি যত্নে শৈলকে কূলে শয়ন করাইয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাধবী অতি কষ্টে চীৎকার সংবরণ করিতে লাগিল। শম্ভু শেষ বলিয়া উঠিল, "শৈল আর নাই।"

এই সময় একজন ধীবর আসিয়া বলিল, "আপনি ছাড়ুন।" শম্ভু তাহাকে অনুমতি দিতে না দিতে, সে শৈলকে শূন্যে ঘুরাইয়া তাহার উদরস্থ জল বাহির করিয়া দিল। মাধবীর ফুৎকারে নিশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চার হইল। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, কেবল ঝড় হইতেছিল। শম্ভু লোক ডাকাইয়া খাটে করিয়া শৈলকে কুটীরে লইয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলকে শয্যায় শয়ন করাইয়া শম্ভু এবং মাধবী উভয়ে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, তখনও শৈলের চেতনা হয় নাই, রক্ষা পাইবার কোন ভরসাও নাই। শম্ভু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" পরে রাত্রি প্রভাত হইল, মাধবী ব্যাকুল হইয়া শম্ভুকে বলিলেন, "এখন ত উপায় হইতে পারে।" শম্ভু বলিল, "উপায় না হউক, চেষ্টা হইতে পারে।" এই বলিয়া শম্ভু উঠিল এবং ইতস্ততঃ না করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

বেলা দুই প্রহরের সময় কতকগুলি পরিচারক-পরিচারিকা সমভি-ব্যাহারে শম্ভু ফিরিয়া আসিয়া একবার শৈলকে দেখিল, তাহার পর মাধবীকে নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "শৈল যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা সমাধা করিল, তাহাকে আর ফিরাইতে পারা গেল না।"

মাধবী। চিকিৎসক—

শম্ভু। "চিকিৎসক আসিতেছে, কিন্তু বোধ হয় তাহার আসিবার অপেক্ষা সহিবে না।" অমনি মাধবীর চক্ষু অমলজলপূর্ণ হইল। শম্ভু তাহা দেখিয়া বলিল, "শৈলের জন্য কাঁদিবার আর কেহ নাই।" মাধবী অঞ্চল দ্বারা মুখাবরণ করিয়া ঈষৎ কাঁদিতে লাগিল। শম্ভু ক্ষণেককাল মাধবীর শব্দহীন ক্রন্দন দেখিল, পরে বলিল, "অধিক কাতর হইও না, তুমি অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় অজ্ঞান নও, মৃত্যু কেবল পরজন্মের পূর্ব্বক্রিয়া—গর্ভমুক্তিমাত্র। মাতৃগর্ভে দেহগঠন হয়, তাহার পর দেহ ভূমিষ্ঠ হইলে দেহের মধ্যে দেহীর গঠন হইয়া থাকে, সুতরাং দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। সেই দ্বিতীয়-গর্ভ-

মোচনের নাম মৃত্যু। শৈলের দেহমুক্তি হইতেছে, তোমারও একদিন হইবে। তাহাতে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কষ্টও নাই। মাতৃগর্ভ হইতে যে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার ভয় কি, ভাবনা কি, কষ্টই বা কি হইয়া থাকে। যে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রসববেদনাস্বরূপে মাতৃগর্ভের। মৃত্যুর সময়ও সেইরূপ যে কিছু কষ্ট হয়, তাহা দেহীর নহে, কেবল দেহের অর্থাৎ দ্বিতীয় গর্ভের। সে কষ্টও অতি সামান্য, শিশুদের উপযোগী। এ সকল কথা উল্লেখ করা বাহুল্য। এক্ষণে আমি চলিলাম, পরে দেখা হবে।"

এই বলিয়া শম্ভু সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নদীকূল অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। প্রায় ক্রোশাধিক গিয়া শম্ভু এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল; তথা হইতে শৈলের কুটীর অল্প দেখা যায়। শম্ভু তথায় অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় বামহস্তের উপর মাথা রাখিয়া সেই কুটীর দেখিতে লাগিল। অপরাহ্নে বোধ হইল, যেন সেই কুটীরের নিকট হইতে অল্প অল্প ধূম উদ্গত হইতেছে। শম্ভু উঠিয়া বসিল, একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল, তাহার পর সেই ধূম হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া পুঞ্জে পুঞ্জে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শম্ভু বুঝিল, শৈলের অগ্নিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

রাত্রি প্রহরেকের সময় মহান্তের কুটীরে বসিয়া শম্ভু কতকগুলি কাগজপত্র পড়িতেছে, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। শেষ শম্ভু বলিল, "অদ্যাপি ধনদৌলত বিস্তর রহিয়াছে, অনর্থক এগুলা আর কেন?"

মহান্ত। এগুলা তবে কি হবে?

শম্ভু। যাহাতে ভাল হয়, আপনি তাহাই করিবেন।

ম। আমি কি করিব? টাকা দ্বারা কি ভাল হয়, তাহা মহারাজ জানেন, আমি কেবল মহারাজের ইঙ্গিতানুরূপ ব্যয় করিতে জানি।

শ। সে কথা এখন যাক। আপাততঃ এক কর্ম্ম করুন, ভূগর্ভে যত লোক আবদ্ধ আছে, সকলকে খালাস দেন। আমি এই সকল লোককে অনর্থক কয়েদ করেছি—অনর্থক কয়েদ রেখেছি। কয়েদ রাখিবার আমার অধিকার কি ?

ম। প্রজাশাসন করিতে রাজার সর্ব্বথা অধিকার আছে, এ কথা সকল শাস্ত্রে বলে।

শ। আমি সে রাজা নহি। তদ্ব্যতীত দণ্ড দেওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ কোন্ দোষ সংশোধন জন্য কি দণ্ড দিতে হইবে, তাহা যে কোন রাজা বুঝেন, এরূপ আমি শুনি নাই; আবার সেই দণ্ডের মাত্রা প্রয়োগ করা বড় কঠিন। দণ্ডের অতিমাত্রায় শৈলকে আমরা উন্মাদ করিয়াছিলাম।

ম। শৈলের বোধ হয় ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে।

শ। শৈল উন্মাদ-অবস্থায় আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

এই বলিয়া শম্ভু উঠিল, মহান্ত আর কিছু না বলিয়া আবদ্ধ ব্যক্তিদের খালাস করিতে গেলেন। শম্ভু ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্তরে অবতরণ করিল। তথায় পূর্ব্বপরিচিতা বৃদ্ধা একা বসিয়া মালা-জপ করিতেছে। শম্ভুকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা উঠিয়া গলদেশে অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিল।

শ। মাতঙ্গিনি, তোমার নিজবেশ পরিয়া একবার মাধবীর নিকট যাও, তোমায় আর আমি আমার নিজকার্য্যে ব্যাপৃতা রাখিব না, আমার কার্য্য প্রায় ফুরাইল।

মাত। কেন মহারাজ ? আমার কি কোন ত্রুটি হইয়াছে ?

শ। ত্রুটি আমার হয়েছে, এইজন্য আমি সকল ছাড়িতেছি। পূর্ব্বে যে কুটীরের পরিচয় দিয়াছি, মাধবী সেইখানে আছে; তথায় তোমার যাওয়ার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আর বিলম্ব করিও না। রামদাসের সংবাদ কি ?

মাত। রামদাস বড় কষ্ট পাইতেছে, মৃত যুবতীর যে প্রতিমূর্ত্তি তাহাকে দেখান হইয়াছিল, তাহাতে সে বড় ভয় পায়; এমন কি, প্রথমদিন মূর্চ্ছা গিয়াছিল, তাহার পর এখন আর প্রতিমূর্ত্তি দেখান যায় না, তথাপি রামদাস প্রতি রাত্রিতে অনবরত চীৎকার করিতে থাকে। বুড়া বামুন যে এত ভীত, তাহা আমি জানিতাম না।

শ। রামদাসের নিমিত্ত আর ভাবনা নাই। তুমি মাধবীকে সঙ্গে করে বাইট-পইঠার ঘাটে যাবে, সেইখানে তোমার কালীর মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছি, আর তোমার থাকিবার একটি বাড়ীও নির্ম্মিত হইয়াছে। সেইখানে বিনোদবাবু আছেন, আমি যে পর্য্যন্ত না যাই, সে পর্য্যন্ত সেখানে তাঁকে থাকিতে বলিবে।

মাত। শৈল কি একা এখানকার কুটীরে থাকিবেন?

শ। শৈল আর নাই।

মাত। ইহার মধ্যে কি ঘটনা হয়েছিল?

শ। শৈল গতকল্য জলে ডুবেছিল, অদ্য মরেছে; এতক্ষণ তাহার দাহ শেষ হইয়া থাকিবে। শৈলের জন্য মাধবী বড় শোকাকুল হইয়াছে, কিছুদিন পরে অবস্থা বুঝিয়া তাহার নিকট একটা কথা প্রস্তাব করিতে হইবে।

মাত। কি কথা?

শ। আমার ইচ্ছা, বিনোদের সহিত তাহার বিবাহ দিই।

মাত। এই বয়সে?

শ। ক্ষতি কি?

মাত। বিনোদ কি আর বিবাহ করিবেন?

শ। আমি তাহাকে সম্মত করিব। তুমি মাধবীকে সম্মত করিলেই হইবে।

মাত। যদি অভয়দান করেন, তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে সাহস করি।

শ। বল, শুনি।

মাত। আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বিনোদবাবু এ বিবাহে সুখী হইবেন না। তিনি অসুখী হইলে আমার মাধবীও অসুখী হইবে। আমি মাধবীকে লালন-পালন করেছি, তাহার শুভাশুভ-সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে দাবি রাখি।

শ। সেইজন্যই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিলাম, এখন আমার একমাত্র কামনা, মাধবী ও বিনোদ, এই উভয়ের সুখ। আমার দুর্ভাগ্য, আমি যাহাকে সুখী করিতে গিয়াছি, তাহাকেই দুঃখে ডুবাইয়াছি। বোধ হয়, এবারও তাহাই হইবে, কিন্তু আমি উভয়ের প্রকৃতি জানি, তাহাই আমার আশা হইতেছে।

মাত। উভয়ের প্রকৃতি চমৎকার বটে, কিন্তু অদৃষ্ট তেমন নহে। বলিতে লজ্জা করে, বিনোদবাবু একবার ঠকিয়াছেন। যদি মাধবীর অন্তঃকরণ দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া আইসে, হয় ত মাধবীর বয়স আলোচনা করিয়া একসময় সে বিশ্বাস নষ্ট হইবে। মহারাজ স্পর্দ্ধা দিয়াছেন বলিয়া এতটা বলিলাম। দাসীকে ক্ষমা করিবেন।

শ। কোন চিন্তা করিও না, আমি যাহা বলিলাম, তাহা করিলে মঙ্গল সম্ভব, এখন প্রস্তুত হও।

মাতঙ্গিনী কক্ষান্তরে গিয়া বৃদ্ধার বেশ ত্যাগ করিবার জন্য কেশ ধৌত করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "মহারাজের নিকট মৃত্যু আর বিবাহ, তুল্যকথা। এই শোকের সময় বিবাহের কথা কিরূপে মহারাজের অন্তঃকরণে আসিয়াছে? আশ্চর্য্য অন্তঃকরণ! কেবল পাথর? তাহাই বুঝি কন্যার নাম শৈলকুমারী হইয়াছিল?"

প্রায় দশ বার দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাতঙ্গিনী এবং মাধবী উভয়ে যাইট-পইঠার ঘাটে বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সর্ব্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, নদীর জল নিঃশব্দে

চলিতেছে, বায়ু অন্যমনস্কে বহিতেছে, নিকটে আর কেহ নাই, তথাপি উভয়ে চুপিচুপি কথা কহিতেছেন।

মাধবী। আমি আর এখানে অধিকদিন থাকিতে পারি না।

মাতঙ্গিনী। কেন? তোমার এখানে কি ভাল লাগে না?

মাধ। কি ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, তা জানি না। হয় ত অনেকদিন আসিয়াছি বলে' বুঝি এ স্থান আর ভাল লাগে না।

মাত। এই সামান্য কথা বলিবার জন্য এত চুপিচুপি কথা কহিতেছ কেন? তোমার এ কথা যদি কেহ শুনে, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি?

মাধ। কোন ক্ষতির ভয়ে কথার স্বর নিচু করি নাই; চারিদিকের সুরের সঙ্গে আমার সুর মিলাইয়া কথা কহিতেছি। দেখিতেছ না, সর্ব্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ার সুর অতি মৃদু, প্রায় শব্দহীন। জড়-জঙ্গম সকলেই এই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলাইতেছে, ঐ দেখ নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে। বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে। বক সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতেছে। মাছরাঙ্গা পালক মুড়ি দিয়া শুষ্ক ডালে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। পৃথিবীর গোলমাল একেবারে থামিয়া গিয়াছে, আমিও তাই চুপিচুপি কথা কহিতেছি, এখন বুঝিলে?

মাত। তা বুঝিলাম; তুমি নিজে গায়িকা, সুতরাং গাছপালার, নদ-নদীর সুর ভাল চিনিতে পার। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখ নিত্য বিবর্ণ হইতেছে কেন?

মাধ। সন্ধ্যা হ'ল, এখন ঘরে চল।

মাত। তোমার আমার আবার সন্ধ্যার ভয় কি? সে ভয় হতভাগ্য সংসারীরা করুক।

মাধ। সংসারীদের উপর এত রাগ কেন? এই যে সে-দিন

বলেছিলে, 'এ পৃথিবীর যত সুখ যেন সংসারীর জন্য হয়েছে, তোমার আমার জন্য যেন কিছুই হয় নাই। সংসারীরাই যথার্থ সুখী।'

মাত। তোমার কি তাই বোধ হয়?

মাধ। আমারও সেই মত। সংসার না থাকিলে রাজ্য থাকিত না, রাজ্যের কোন উন্নতি হইত না।

মাত। বাছা! তবে এ সংসার হইতে কেন আর বঞ্চিত থাক?

মাধ। সংসারীরা আমাদের মত সুখের জপ করিতে পায় না। তাদের জপ-তপ—'হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ, বড় কষ্ট, আমার ভাল কর, আমার ছেলের ভাল কর, আর পার যদি শত্রুর মরণ কর।'

মাত। আর যাদের সংসার নাই, তাদের জপ-তপ?

মাধ। কেন? তুমি কি তা জান না? তোমারও তো সংসার নাই।

মাত। আমি শূদ্রা। তুমি তোমার নিজের কথা বল।

মাধ। আমার গুরুদেব শিখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতে তৃণ-আঁটি পর্য্যন্ত যে জগৎ, তাহার মঙ্গল হউক। 'আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।' আমার স্তব-স্তুতি, কামনা-প্রার্থনা, সকলই এই। আমার কে আছে যে, তার জন্য আমি এই জগৎ ভুলিব? আমার কেহ নাই। কিন্তু বল দেখি, কেন আমি আমাকে ভুলিতে পারি না, এখন আমার আর ভুলিবার সাধ্য নাই, আমি গুরুদেবকে তাহা বলেছি। তাই বলিতেছিলাম—"

এমন সময় হঠাৎ বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবী ঈষৎ লজ্জাবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, যাহা বলিতেছিলেন, তাহা আর বলিলেন না। বিনোদ মাধবীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধবি, তুমি দিনদিন ম্লান হইতেছ কেন? তোমার আর সে হাসি নাই।" মাধবী আরও অবনত মুখে নখদ্বারা অঞ্চলাগ্র ছিঁড়িতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

বিনোদ। আর একটি নূতন দেখিতেছি, তুমি আমার সাক্ষাতে একদিন গীত গাইয়াছিলে, এখন আমার সাক্ষাতে একটি কথাও কও না—একবার দেখাও কর না, ইহার তাৎপর্য্য কি? এই দশ বার দিন আসিয়াছ, আমার সঙ্গে এক বাটীতে আছ, অথচ আমাকে মাত্র দুই বার দেখা দিয়াছ। প্রথমবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'আপনার শরীর কেমন আছে?' দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইলে তুমি সরিয়া গেলে, একটি কথাও কহিলে না, ইহার হেতু আমি তো কিছু বুঝিতে পারি না।

অবনতমুখে মৃদুস্বরে মাধবী উত্তর করিলেন, "হেতু কিছুই নাই।"

বিনোদ। তুমি একদিন আমায় যে সুখী করেছিলে, তাহা এ জন্মে ভুলিবার নহে, এ জন্মে আমি কখন তোমায় ভুলিতে পারিব না। তোমায় ভুলা দূরে থাক্, সেইদিন অবধি তোমার নামের লতাটিকে পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়াছি; যেখানে সে লতা দেখি, সেইখানে তাহার পবিত্র ছায়ায় দাঁড়াইয়া যাই—কোন পাপিষ্ঠ যদি তার পাতা ছেঁড়ে, আমি তাকে গালি দিই।

মাতঙ্গিনী। আপনি কি-কতকগুলা বলিলেন, মাধবী যে লজ্জায় চলিয়া গেল, অমন করে কি বলিতে হয়? ওরূপ কথায় স্ত্রীলোকমাত্রেই লজ্জা পায়।

বিনোদ। কিন্তু কি অন্যায় বলিয়াছি? যাহা সত্য, তাহাই বলিয়াছি, তাহাতে কণামাত্র অসত্য নাই।

মাতঙ্গিনী। যাহা সত্য, তাহাই কি সকল সময় সকলের সাক্ষাতে বলিতে হয়? আর আপনি সত্য বলেন নাই; আপনি কি সত্যই মাধবীকে ভাল বাসেন?

বিনোদ। আমি সত্যই ভাল বাসি।

মাতঙ্গিনী। মিথ্যা কথা। আপনি কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা

মনে করিতেছেন। একদিন মাধবী আপনার অন্তরবেদনা ক্ষণকালের নিমিত্ত শান্তি করেছিল, সেইজন্য আপনি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হয়েছেন। তাহাকে ভাল বাসেন নাই। কৃতজ্ঞতা হইতে ভালবাসা স্বতন্ত্র।

বিনোদ। কৃতজ্ঞতা হইতে ভালবাসা জন্মে।

মাতঙ্গিনী। ও সর্ব্বনাশ! ঠিক উল্টা। যে আমার উপকার করে, তারে দেখিলে নূতন নূতন আমার একটু লজ্জা হয়, তার সহিত দেখা না হলেই ভাল। যদি দেখা হয় ত মনে যেন একটু ভয় আইসে; শেষ তার সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহারই চেষ্টা জন্মে। এই যদি ভালবাসা হয়, তবে কৃতজ্ঞতা হইতে নিশ্চয়ই ভালবাসা জন্মে। আপনি কত লোককে এরূপ ভাল বাসেন?

বিনোদ। আমি অত বুঝি না, আমার বুদ্ধি অতি সামান্য। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, এবং তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি মাধবীকে আন্তরিক ভাল বাসি, কেন ভাল বাসি, তা বলিতে পারি না। কেহ অন্তর দেখে ভাল বাসে, কেহ গুণ দেখে ভাল বাসে, কেহ শরীর দেখে ভাল বাসে, আমার ভালবাসা যে কি দেখে, তাহা পরিষ্কার করে' বুঝিতে পারি না।

মাতঙ্গিনী। বোধ হয়, তার গীত শুনে আপনি ভাল বেসেছেন। মালাগাঁথা দেখে বিদ্যা যদি সুন্দরকে ভাল বেসে থাকে, তা আপনি গীত শুনে ভাল বাসিবেন, ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

বিনোদ। ভারতচন্দ্র গাঁজাখোর ছিল, তাই শিল্পকে প্রেমের বীজ করেছে। তুমি কি আমায় উপহাস করিতেছ?

মাতঙ্গিনী। আমি উপহাস করি নাই, গীত শুনে স্ত্রীলোকে ভাল বাসে, কিন্তু পুরুষে ভাল বাসে কি না, তা জানি না। তা যাহাই হউক, আপনি যদি মাধবীকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তবে কেন তাকে বিবাহ করুন না? মাধবী অবিবাহিতা।

বিনোদ। ও কথা মুখে আনিও না, আমার ভালবাসা বিবাহের জন্য নহে।

এই বলিয়া বিনোদ কিঞ্চিৎ চঞ্চলভাবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে মাতঙ্গিনীও গৃহে আসিল। মাতঙ্গিনী শয়ন করিয়া মাধবীকে বলিল, "বিনোদ যে সত্যসত্যই তোমায় ভাল বাসে; তোমার কথা কহিতে কহিতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। বিনোদবাবু তোমার উপযুক্ত বরপাত্র। তাঁহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।" মাধবী উত্তর করিল, "ছি! ও কথা মুখে আন কেন? যদি তিনি আমায় ভাল বাসেন, তবে আমায় তাহা বলা ভাল হয় নাই। আমি অনাথা, আমার রক্ষক কেহ নাই, তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই আমার মা। তুমি আমায় ডুবাইলে কাহাকে ধরিয়া আমি সাঁতার দিব?"

মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "কি লা মাধবি! আমি কি তোকে কোন অসঙ্গত কথা বলিলাম? আমি কি আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোন কথা বলিলাম? তোর কি আর একটা বিবাহ হয়েছে, যে আবার বিবাহ করিতে বলায় তোর রাগ হলো? মাধবী নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিয়া মাতঙ্গিনীর মুখপ্রতি কাতরভাবে চাহিয়া থাকিল।

মাতঙ্গিনী। অমন করে' চাহিয়া আছ যে—কি হয়েছে তোমার?

মাধবী। কিছু হয় নাই, বিবাহের কথা আর আমায় বলো না। বিবাহ আমি করিব না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে এক দিবস প্রাতে যখন মাধবী শয্যা হইতে উঠিলেন, তখন বড় দুর্ব্বল। বিনোদবাবু বলিয়াছিলেন, মাধবী দিন-দিন ম্লান হইতেছেন, এইদিন তাঁহাকে আরও ম্লান বোধ হইল। পরিচারিকা অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সকলেই ভাবিল, তাঁর কোন পীড়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে মাধবী শয্যাগত হইলেন, তাঁহার উত্থানশক্তি একেবারে গেল। জিজ্ঞাসা করিলে মাধবী উত্তর দেন, "আমার যে কোন পীড়া হইয়াছে, এরূপ ত আমি বুঝিতে পারি না, আমার শরীরে কোন গ্লানি নাই—কেবলমাত্র দুর্ব্বল।" চিকিৎসকেরা নানা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কেহ পীড়া কি, অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন মাতঙ্গিনী বিনোদ-বাবুকে বলিলেন, "এই সময় মহারাজ একবার এখানে আসিলে ভাল হইত। তিনি এখানে আসিবেন বলিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত আসিলেন না, কোথায় বা তাঁর সন্ধান পাওয়া যাইবে।" মাতঙ্গিনী বহির্গত হইল।

প্রথমে মহান্তের নিকট গিয়া মাতঙ্গিনী মহারাজের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিল। মহান্ত বলিলেন, "অদ্য দুই চারি দিবস হইল, মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন, তার পর কোথায় গিয়াছেন, জানি না।

মাত। তিনি এখানে কতক্ষণ ছিলেন ?

মহান্ত। তিনি প্রাতঃকালে আসিয়া কখন্ গিয়াছেন, তাহা জানি না।

মাত। এখানে আসিয়া কি করিয়াছিলেন ?

মহান্ত। তিনি এখানে আসিয়া আমার নিকট কতকগুলি

রত্নালঙ্কার চাহিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে রামদাসের সংবাদ দিলাম।

মাত। রামদাসের সংবাদ কি?

মহা। তুমি ত জান, মহারাজ যে দিবস রাত্রিতে আসিয়া তোমায় এখান হইতে লইয়া গেলেন, সেই দিবস কারাবদ্ধদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া যান। আমি তদনুসারে সকলকে একে একে কারামুক্ত করিলাম, শেষ রামদাসের ঘরে গেলাম। তখন রামদাস জপ করিতেছিল, জপ সমাধা করিয়া সে অতি কাতর স্বরে এক প্রেতিনীর গল্প করিল। বলিল, নিত্য প্রেতিনী আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া যায়। আমি তখন হাসিয়া তাহার ভয় দূর করিলাম, বলিলাম, যাহাকে রামদাস প্রেতিনী মনে করিয়াছে, তাহা পুত্তলিকামাত্র, এবং সে পুত্তলিকায় যে সকল কলকৌশল ছিল, তাহাও সমুদয় বলিয়া দিলাম। রামদাস তখন এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি কি মূর্খ! এই সামান্য বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি নাই, ভয়ে একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম।' তাহার পর রামদাসকে কারামুক্তির সংবাদ দিলাম, সে তাহাতে আহ্লাদিত হওয়া দূরে থাক্, স্পষ্ট বলিল, 'মহারাজ যখন নিজে আমায় কারাবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজে আসিয়া কারামুক্ত না করিলে, আমি এখান হইতে বহির্গত হইব না।' আমি আর কি করি, শেষ চলিয়া আসিলাম। পরে সে দিবস মহারাজ এখানে আসিলে, আমি সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া আমার নিকট হইতে চাবি লইলেন, এবং স্বয়ং গিয়া রামদাসকে খালাস দিলেন।

মাত। রামদাস এখন কোথায়?

মহা। তাহার কুটীরে আছে।

মাত। তার পর রামদাসকে খালাস দিয়া মহারাজ আপনকার নিকট হইতে রত্নালঙ্কার লইয়া গিয়াছেন?

মহা। না, তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। রামদাসের হাতে চাবি দিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবেন।

মাত। চাবিসমুদয় আপনি গণিয়াছেন?

মহা। না। গণনার বড় প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

মাত। বিলক্ষণ প্রয়োজন ছিল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গণিয়া দেখুন।

মহা। কেন?—তাহাতে কি লাভ হইবে?

মাত। আমি পরে নিবেদন করিব। আপনি সত্বর একবার চাবিগুলি গণনা করুন।

মহান্ত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চাবিগুলি মাতঙ্গিনীর সম্মুখে আনিয়া গণনা করিলেন, গণনায় ঠিক হইল।

তখন মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চাবির সকলগুলি চেনেন?"

মহা। না।

মাত। তবে একবার ভূগর্ভে চলুন। এই চাবিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; আমার সন্দেহ হইতেছে, ইহার মধ্যে দুই একটা আসল চাবি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য চাবি রক্ষিত হইয়াছে।

মহা। অনর্থক তোমার সন্দেহ।

মাত। বোধ হয়, অনর্থক নহে। আপনি তাহা পরে জানিতে পারিবেন, একবার চলুন।

মহা। ভাল যদি কৃত্রিম চাবিই ইহার মধ্যে থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যেরূপ মহারাজের ভাবভঙ্গী দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, কস্মিন্ কালে এ ভূগর্ভে আর কেহ রক্ষিত হইবে না। চাবিরও প্রয়োজন হইবে না।

মাত। তথাপি একবার চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি।

মহা। কেন? তোমার কি সন্দেহ, তাহা তুমি স্পষ্ট করিয়া আমায় বল।

মাত। সন্দেহ প্রকাশ করিতে নাই। আপনি আর বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিবেন না। তাহা হইলে আমার সন্দেহ অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইবে, আসুন।

দুই এক পদ গিয়া মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ঘরে ভাল কুলুপ পাইব?" মহান্ত উত্তর করিলেন, "পাইবে।"

মাতঙ্গিনী তখন মহান্তের কুটীর হইতে কুলুপ লইয়া পক্ষিণীর ন্যায় বেগে রামদাসের দ্বার রোধ করিয়া আসিল, রামদাস তখন পূজায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিল, কিছুই জানিতে পারিল না।

যে মন্দিরের মধ্য দিয়া ভূগর্ভে যাইতে হয়, তাহার সোপান অবতরণ করিবার সময় মহান্ত আলোক জ্বালিল। সেই স্থানেই আলোক জ্বালিবার উপকরণ প্রস্তুত থাকিত। তাহার পর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল কক্ষ অনুসন্ধান করিলেন। অধিকাংশ ঘর অনাবদ্ধ ছিল। যে দুই একটি ঘর রুদ্ধ ছিল, চাবি ব্যবহার করায় তাহা খুলিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি ঘর কোনমতে খুলা গেল না, তাহার কুলুপে কোন চাবি লাগিল না। তখন আশ্চর্য্য বোধে মাতঙ্গিনীকে মহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এরূপ হইল? তুমি যে সন্দেহ করিয়াছিলে, তাহা যে সত্য হইল দেখিতেছি, ব্যাপার কি?"

মাত। মহারাজ এই কক্ষে আবদ্ধ আছেন, রামদাস আবদ্ধ করেছে। এখন শীঘ্র রামদাসের কুটীরে চলুন। আপনার অধীনে কয়জন সন্ন্যাসী আছেন? তাহাদের মধ্যে কয়জনকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন?

মহা। সকলকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকি।

মাত। সর্ব্বনাশ। এখন উদারতার সময় নহে। রামদাসের

বিপক্ষে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, এরূপ অন্ততঃ পাঁচজন শীঘ্র আনয়ন করুন।

মহান্ত একটু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মহান্ত দুই জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে আনিয়া বলিলেন, "ইহারা যোগ অভ্যাস করিতেছে, নিত্য নানা আসন করে, সুতরাং বলে ইহারা অসাধারণ; আর যে কার্য্য বলিবে, সেই কার্য্যই এই দুই জন দ্বারা উদ্ধার হইবে।"

মাতঙ্গিনী। ইহারা ব্রহ্মহত্যা করিতে পারেন?

যুবা সন্ন্যাসী একজন। স্বচ্ছন্দে পারি, যদি আবশ্যক বোধ হয়।

মাতঙ্গিনী। তবে আইস।

প্রথম সন্ন্যাসী। একটু দাঁড়াও। আমি বলিয়াছি, 'যদি আবশ্যক বোধ হয়,' এক্ষণে ব্রহ্মহত্যার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেও, তার পর যাইব।

মাতঙ্গিনী। আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখনও বলি নাই। রাম-দাস-সন্ন্যাসী এই মহান্ত-মহাশয়কে বঞ্চনা করিয়া একটি চাবি চুরি করিয়াছে; সেই চাবিটি রামদাসের নিকট হইতে, বলে হউক, কৌশলে হউক, উদ্ধার করিতে হইবে। সহজে রামদাস তাহা দিবে না। এইজন্য হঠাৎ তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দৃঢ় বন্ধন করিতে হইবে। এখন বলের আবশ্যক—এই পর্য্যন্ত।

প্রথম সন্ন্যাসী। একটা চাবির জন্য এত ধুমধাম কেন। কামার ডাকাইয়া এক সময় গড়াইয়া লইলে তো হয়।

মাতঙ্গিনী। সে চাবি এখানকার কোন কর্ম্মকার গড়িতে পারিবে না; যদিই পারে, তথাপি গড়িবার বিলম্ব সহিবে না; এই দণ্ডে সে চাবি না পাইলে, এক জন মহাপুরুষের প্রাণত্যাগ হইবে। রামদাসকে আমি ঘরে বন্ধ করে আসিয়াছি, এই তার ঘরের চাবি নাও। তথায় গিয়াই হঠাৎ তাকে বাঁধিতে হইবে, স্মরণ থাকে যেন। তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে, সকল বিফল হইবে। দড়ি সংগ্রহ করিয়া চল।

রামদাস সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর আহারের উদ্যোগ করিতেছিল, এমত সময় যুবা সন্ন্যাসিদ্বয় হঠাৎ চাবি খুলিয়া গৃহ-প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিল। তাহা বুঝিয়া রামদাস বেগে যেমন বাহিরে আসিবে, তথায় মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া ছিল, তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশগুচ্ছ ধরিল। যুবা সন্ন্যাসীরা আসিয়া রামদাসকে বন্ধন করিল।

রামদাস। তোমরা অনুগত ও আত্মীয় হইয়া কাহার কথায় আমায় বাঁধিলে?

সন্ন্যাসিদ্বয়। এই স্ত্রীলোকটির কথায়।

রামদাস। কে এই স্ত্রীলোক যে তাহার কথায় আমাকে বন্ধন কর? আমি রামদাস, মহারাজের মহাপ্রিয়, আমায় বন্ধন?

মাতঙ্গিনী। তোমায় আপাততঃ বন্ধন করা গেল। পরে প্রয়োজন হইলে হত্যা পর্য্যন্ত করা যাইবে। এখন অন্য কথা যাক। চাবিটি কোথায়?

রামদাস। কোন্ চাবি?

মাতঙ্গিনী। তুমি বিলক্ষণ জান, আমি কোন্ চাবির কথা বলিতেছি। বাক্‌চাতুরীর আর সময় নাই।

তার পর যুবা সন্ন্যাসীদের প্রতি চাহিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "রামদাসকে নদীকূলে লইয়া চল, বুড়ির ঘোলের উপর যে স্থানে সব বৃক্ষ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে, ঐ স্থানে গিয়া উহাকে রাখ। ঐ স্থান হইতে উহাকে নিক্ষেপ করিলে একেবারে অগাধ জলে পড়িবে।"

রামদাস। ওহে স্ত্রীলোক! তুমি কাহাকে ভয় দেখাইতেছ? বুঝি তুমি আমায় জান না, তাই আমার সম্মুখে এ কথা বলিতে সাহস করিতেছ।

মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। যুবা সন্ন্যাসীরা রামদাসকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া রাখিল, তাহার পর মাতঙ্গিনীর আদেশ-

মতে রামদাসের আপাদমস্তক এক খণ্ড বাঁশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তাহার স্থানে স্থানে বহুভারের প্রস্তর ঝুলাইয়া দিল। রামদাস ভাবিল যে, এই সকল উদ্যোগ কেবল ভয়প্রদর্শনের নিমিত্ত হইতেছে, অতএব নিজের নির্ভীকতা দেখাইবার নিমিত্ত উদাস ও নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিল। শেষ যখন মাতঙ্গিনীর অনুমতি অনুসারে যুবা সন্ন্যাসীরা অতি দীর্ঘ রজ্জু আনিয়া তাহার একাগ্র রামদাসের দেহবদ্ধ বাঁশে বাঁধিয়া অপরাগ্র জলসন্নিহিত এক বৃক্ষস্কন্ধের উপর দিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসের দেহ ক্রমে মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। শেষ শূন্যে গিয়া দুলিতে লাগিল; একবার নদীবক্ষে ছুটিয়া যায়, আবার কূলের দিকে ফিরিয়া আইসে। ভয়ে তখন রামদাস চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। রামদাস বলিতে লাগিল, "এখনই ছিঁড়িয়া যাবে, দড়ি বড় সরু, এ তামাসা ভাল লাগে না, শীঘ্র নামাও, আমি গেলাম, শীঘ্র নামাও। আমার শরীরের সকল গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আমার প্রাণ যায়, আমায় রক্ষা কর।"

মাতঙ্গিনী। চাবি কই? যতক্ষণ চাবি না পাওয়া যায়, অথবা যতক্ষণ তোমার প্রাণ বাহির না হয়, ততক্ষণ তোমায় এইরূপ দুলিতে হইবে।

রামদাস। আমায় শীঘ্র ভূমে নামাও। আমার মাথার ভিতর কি হইতেছে, বুঝি আমি অজ্ঞান হই।

সে কথায় মনোযোগ না করিয়া মাতঙ্গিনী যুবা সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা পাতরের ঘর ভাঙ্গিতে পার?"

যুবা সন্ন্যাসিগণ। পারি।

মাতঙ্গিনী। তবে মহান্তের নিকট যাও, তাঁকে বল গিয়া যে, যে ঘরের চাবি পাওয়া গেল না, সে ঘরের দ্বার অবিলম্বে ভাঙ্গিতে হইবে। তোমরা যত সন্ন্যাসী বা অন্য যে কেহ আছ; সকলে একত্র গিয়া

দ্বারের পার্শ্বের পাতর খুলিতে আরম্ভ কর। অণুমাত্র বিলম্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তোমাদের মহান্তকে বলিও যে, যে পর্য্যন্ত মহারাজকে উদ্ধার না করা হয়, সে পর্য্যন্ত আমার নিকটে তিনি না আসেন, আসিলেই বিনা বাক্যে তাঁহাকে আমি এই নদীগর্ভে প্রক্ষেপ করিব।

মাতঙ্গিনীর মূর্ত্তি এবং চক্ষু দেখিয়া যুবা সন্ন্যাসীরা আর কোন উত্তর করিতে সাহস করিল না। সত্বর মহান্তের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্বে মাতঙ্গিনী দেখিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সন্ন্যাসিগণ সমভিব্যাহারে মহান্ত মন্দিরের দিকে ছুটিতেছেন। সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিল দেখিয়া, মাতঙ্গিনী রামদাসের দিকে ফিরিল। রামদাস তখন অজ্ঞান হইয়াছে। মাতঙ্গিনী তাহাকে নামাইয়া ভূমে ফেলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে মন্দিরের পথে চাহিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের কাহাকেও সে পথে আসিতে না দেখিয়া মাতঙ্গিনী সেই দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল। রামদাস চেতনা প্রাপ্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত অনবরত নিজ কৃতজ্ঞতা ও নির্দ্দোষিতার কথা বলিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে মাতঙ্গিনী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রামদাস বলিতে লাগিল, "একটু দাঁড়াইয়া যাও, মহারাজ আসিবার পূর্ব্বে আমার একটা গতি করিয়া যাও। হয় আমাকে এই নদীজলে ফেলিয়া যাও, আমি আত্মা সাগরে মিশিয়া যাই, নতুবা আমাকে খুলিয়া দেও, আমি পলাই।"

মাতঙ্গিনী। মহারাজ নিজে আসিয়াও তোমার পক্ষে এই দুই আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন আজ্ঞা দিবেন না।

রামদাস। তা সত্য। তবে কি জান, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎটা বড় কঠিন ব্যাপার। তুমি একটা যাহা হয় করিলে, আমায় আর সে দায়ে ঠেকিতে হইবে না।

মাতঙ্গিনী। তিনি কি এতদিন বাঁচিয়া আছেন যে, তুমি সে দায়ের ভয় করিতেছ?

রামদাস। তিনি ওরূপ ঘরে দশ দিন অনাহারে থাকিলেও তাঁহার কিছুই হয় না। আমার তাহা পুনঃপুনঃ দেখা আছে। সমাধি যাঁহার অভ্যাস থাকে, অনাহারে তাঁহার কি করিতে পারে। তুমি সে কথার পরিচয় এখনই পাইবে। তদ্ব্যতীত সে ঘরে আমি প্রচুর সামগ্রী রাখিয়া আসিয়াছি।

মাতঙ্গিনী। চাবিটা কোথা রাখিয়া আসিয়াছ ?

রামদাস। চাবি আমি এই নদীজলে ফেলিয়া দিয়াছি; কি জানি, পাছে দায়ে পড়িয়া দ্বার খুলিয়া দিতে হয়, এই আশঙ্কায় সতর্ক হইয়াছিলাম। এখন আমায় ছাড়িয়া দেও, আমি পলাই। তোমার মঙ্গল হবে।

এই সময় সন্ন্যাসীরা কোলাহল করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইল। তাহাদের সর্ব্বপশ্চাতে মহান্তের সহিত মহারাজ বহির্গত হইলেন। নদীকূলে যেখানে মাতঙ্গিনী দাঁড়াইয়া আছে, সেই দিকে সকলে আসিতেছেন দেখিয়া, মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল, মহারাজের সহিত আর সাক্ষাতের অপেক্ষা করিল না। মহারাজও কতকদূর আসিয়া ফিরিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ দিকে তোমরা কোথায় যাইতেছ ?"

সন্ন্যাসীরা। যেখানে রামদাস রজ্জুবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছেন।

মহারাজ। রামদাসের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করা ভাল হয় না। কি জানি, রাগান্ধ হইয়া যদি তোমরা কোন অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া ফেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস মাতঙ্গিনী নদীকূলে দাঁড়াইয়া রামদাস-সন্ন্যাসীকে পীড়ন করিতেছিল, সেই দিবস মধ্যাহ্ণকালে একজন বৃদ্ধ ভিখারী ভিখারিণী সমভিব্যাহারে ষাইট:পইঠা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে পূর্ব্বে কেবল মাঠ ছিল, সেখানে এক্ষণে রাজা মহেশচন্দ্র গ্রাম বসাইয়াছেন এবং বিখ্যাত ঘাটের নাম হইতে সেই গ্রামের নাম ষাইট-পইঠা রাখিয়াছেন। ভিখারী ধীরে ধীরে মাতঙ্গিনীর গৃহদ্বারে গিয়া দ্বারপালকে মাতঙ্গিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। মাতঙ্গিনী স্থানান্তরে গিয়াছে শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, নিষেধ করিতে দ্বারপালের সাহস হইল না। গৃহাভ্যন্তরে সকলই স্থির, গম্ভীর, শব্দহীন। দাসদাসীর ছুটাছুটি নাই, ডাকাডাকি নাই, কলহ নাই, তাহারা সকলেই এক এক স্থানে বিমর্ষভাবে বসিয়া ভাবিতেছে। গৃহমার্জ্জারও কি ভাবিতেছে, আর হাই তুলিয়া এক এক বার দাসদাসীর মুখের প্রতি চাহিতেছে। ভিখারীকে দেখিয়া একজন ভৃত্য উঠিল এবং গৃহে প্রবেশ করিতে চুপিচুপি নিষেধ করিল। ভিখারী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাধবী কোন্ ঘরে? কেমন আছে?" ভৃত্য অবাক্ হইয়া ভিখারীর প্রশান্ত মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। একজন পরিচারিকা আসিয়া বৃদ্ধা ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তোমরা কে? কোথা হইতে আসিলে, তোমরা কি হর-পার্ব্বতী, আমাদের মাধবীকে বাঁচাইতে আসিয়াছ? মাধবীর পীড়া লোকে বলে শিবের অসাধ্য। শিব তো আসিয়াছেন, তবে একবার মাধবীকে দেখিবে চল। শুনেছি তার আর কেহ নাই, তাকে দেবতায় রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে। আহা! মাধবী অনাথিনী বলিয়া বুঝি

এত শান্ত, সকলকেই এত আদর করে, সকলের সঙ্গে এত মিষ্ট কথা কহে।”

পরিচারিকার সঙ্গে মাধবীর শয়নঘরের নিকট দাঁড়াইয়া ভিখারী দেখিল, মাধবী শয়ন করিয়া আছে, দেহ অস্থি-চর্ম্ম-অবশেষ হইয়াছে, নাসা সূক্ষ্ম ও উন্নত হইয়াছে। দৃষ্টি পূর্ব্বের মত আর নাই, কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়াছে।

পরিচারিকা ভিখারীর ইঙ্গিতমত দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। শব্দ শুনিবামাত্র মাধবী উৎফুল্ললোচনে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, যাহাকে খুঁজিতেছিল, সে নহে দেখিয়া মাথা ফিরাইল। পরিচারিকা বলিল, “মা! তোমার চিকিৎসার জন্য দুই জন বুড়া বুড়ি আসিয়াছেন, দেখিতে আসিবেন কি?” মাধবী উত্তর করিলেন, “আসিতে বল।”

তৎক্ষণাৎ ভিখারী ও ভিখারিণী উভয়ে মাধবীর উভয়পার্শ্বে আসিয়া বসিল। মাধবী মাথা ফিরাইয়া, একবার ভিখারিণীকে, একবার ভিখারীকে, চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

ভিখারিণী। বাছা! তোমার কি পীড়া?

মাধবী। কিছুই জানি না, সকলের মুখভাব দেখে বুঝিয়াছি, আমি আর বাঁচিব না।

ভিখারিণী। তোমার আর কে আছেন?

মাধ। কেহ না। কথা কহিতে আমার কষ্ট হয়।

ভিখারিণী। পূর্ব্বে কে ছিলেন, তাহা কিছু শুন নাই?

মাধবী। আমি না কি রাজকন্যা, শ্মশানে পড়িয়াছিলাম, এক মহাপুরুষের দ্বারা রক্ষিত হই।

“মাতঙ্গী কোথায়” বলিয়া ভিখারী হস্তপ্রসারণ করিয়া মাধবীর নাড়ী দেখিতে লাগিল। নাড়ী বড় দুর্ব্বল, কিন্তু তাহার গতির কোন দোষ নাই। এই সময় বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবীর

দুর্ব্বল-নাড়ী হঠাৎ অতি চঞ্চলা হইয়া উঠিল। ভিখারী একবার মাধবীর মুখপ্রতি, একবার বিনোদের প্রতি চাহিল, কোন কথাই বলিল না। এই সময় বিনোদবাবু বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

ভিখারী। আমি ভিখারী, কিছু ঔষধ জানি, রোগও কতক চিনি, তাই আসিয়াছি।

বিনো। আপনাকে এখানে কে ডাকিয়া আনিয়াছে?

ভিখা। আমি আপনি আসিয়াছি। একটা দোয়াত-কলম, আর কাগজ আন, তোমার শম্ভু-খুড়াকে একখান পত্র লিখিয়া যাই। পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিবে, তিনি আসিবামাত্র তাঁহাকে দিবে, বিলম্ব কদাচ না হয়।

কাগজ-কলম আনীত হইল। ভিখারী পত্র লিখিলেন। বিনোদের হাতে পত্র দিবার সময় আবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, শম্ভু আসিবামাত্র তাঁহাকে পত্র দিবে। পত্রে যে ঔষধ লিখিত থাকিল, তাহা এ পীড়ায় অব্যর্থ। মাধবী রক্ষা পাবেন।

বিনোদ। নিশ্চয় রক্ষা পাবেন?

ভিখা। নিশ্চয়ই অর্থাৎ এ সংসারের ঘটনা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহস হয় না, তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, মাধবী রক্ষা পাইবেন। রক্ষা পাইলে মাধবীকে বিবাহ করিও। মাধবি! তোমাকেও বলিয়া যাই, তুমি লজ্জার অনুরোধে বিবাহে অসম্মত হইও না।

এই বলিয়া ভিখারী উঠিল। ভিখারিণী উঠিবার সময় মাধবীর কর্ণে বলিল, "মাতঙ্গিনীকে চুপিচুপি বলিও, পিতম-পাগল আসিয়াছিলেন।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানত মাধবীর অন্তর বিনোদের পক্ষপাতী হইয়াছিল। বহুপূর্ব্বে যখন বিনোদের সহিত মাধবীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন বিনোদের যাতনা দেখিয়া মাধবী মনে মনে বলিয়াছিলেন, "আহা!" তাহার পর যতবার বিনোদের কথা মনে আলোচনা করিয়াছিলেন, ততবার শেষে বলিয়াছেন, "আহা!" দয়ার অন্তঃকরণের কথা "আহা!" মাধবী তখন বুঝেন নাই যে, অন্তঃকরণ তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিতেছে, দয়ার পশ্চাতে ভালবাসাকে লুকাইয়া 'আহা!' বলাইতেছে। ক্রমে ভালবাসাকে অগ্রসর করিয়া দিল, ভালবাসার নাম প্রেম। মাধবী যখন তাহাকে চিনিলেন, তখন নবোঢ়ার ন্যায় লজ্জায় আপনা-আপনি যন্ত্রণা পাইলেন। ভালবাসাকে দমন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে দমিত হইল না। নিরুপায় হইয়া মাধবী তাহাকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রণয় গোপন থাকিল সত্য, কিন্তু গোপনে বাড়িতে লাগিল, শেষ যখন ষাইট-পইঠার ঘাটে স্বয়ং বিনোদ বলিলেন, "আমি মাধবীকে আন্তরিক ভাল বাসি," তখন মাধবীর হৃদয়ে প্রণয় উপস্থিত হইল। সেই দিবস রাত্রে মাতঙ্গিনী বিবাহের কথা উপস্থিত করিলে আহ্লাদে মাধবীর অন্তঃকরণ উছলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জা হইল, শেষ মনে হইল, "স্ত্রীর এত বয়সে বিবাহ হইলে স্বামী সুখী হয় না, এক সময়ে না এক, সময়ে স্ত্রীকে অপবিত্র ভাবিতে পারে। আমার অদৃষ্টে যদি তাই ঘটে!" এই আশঙ্কায় মাধবী মাতঙ্গিনীকে বলিয়াছিলেন, "বিবাহের কথা আর মুখে আনিও না।" এক দিকে এই আশঙ্কা, অপর দিকে বিবাহের জন্য ব্যগ্রতা। তুমুল বিরোধ। বিরোধই পীড়ার হেতু। সুতরাং চিকিৎসকেরা এ পীড়ার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

পিতম পত্রে যাহাই লিখুন, যখন তিনি কথায় বিবাহের ব্যবস্থা

করিলেন, তখন মাধবীর হৃদয়ে ঝড় উঠিল, নাড়ী ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণ নিবিতে চলিল। তাঁহার অবস্থা তখন কেহ দেখিল না। সকলেই ভিখারীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিল, কেবল বিনোদ কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি মাধবীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, মাধবী অস্পষ্ট-স্বরে কি বলিতেছে। স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য বিনোদ পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, মাধবী তাহা শুনিলেন না বা বুঝিলেন না। তখন বিনোদ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "মাধবি! মাধবি!" মাধবী উত্তর দিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না। তখন বিনোদ ভূমে জানু পাতিয়া মাধবীর শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মাধবীর কথা থামিল। বিনোদ মাথা তুলিয়া দেখেন, মাধবী নিদ্রা যাইতেছেন। বিনোদ তখন উঠিয়া পালঙ্কে বসিলেন, ধীরে ধীরে মাধবীর দক্ষিণ হস্তখানি আপনার হস্তমধ্যে যত্নে তুলিয়া লইয়া অতি ব্যগ্র দৃষ্টিতে মাধবীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিলেন। ক্রমে মাধবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, আর পূর্ব্বমত তাঁহার চক্ষের প্রখরতা নাই। প্রেম-পূর্ণ নয়নে তিনি বিনোদের প্রতি চাহিলেন, একটু লজ্জা-মাখা হাসি মৃদু মৃদু হাসিলেন, এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতক্ষণ এখানে একা বসিয়া কষ্ট পাইতেছেন?" বিনোদ উত্তর দিলেন, "আমার কষ্ট নহে, তুমি যে কথা কহিলে, এই আমার সুখ। এখন তুমি বল যে আমাদের বিবাহ হবে, আমায় তুমি ত্যাগ করিবে না।" মাধবী মাথায় অঞ্চল দিবেন বলিয়া বিনোদের হস্ত হইতে হস্ত টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিনোদ হস্ত ছাড়িলেন না। মাধবী "ছি!" বলিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় হঠাৎ মাতঙ্গিনী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বিনোদ বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের বিবাহ হবে স্থির হইয়া গেল।

"নিশ্চয়?" মাতঙ্গিনী এই কথা উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া একবার বিনোদের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিল, আর তাহার হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মাধবী হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা।"

মাতঙ্গিনী। মিথ্যা হোক সত্য হোক, শম্ভুকে বলি গিয়া, তিনি আসিয়াছেন।

শম্ভুর নাম শুনিবামাত্র বিনোদ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল মাধবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল, রাত্রি অধিক হইয়াছিল, তথাপি মাধবী সে অনুরোধ শুনিলেন না, নিদ্রা-উত্থিত পক্ষিণীর ন্যায় কতই গল্প করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মাধবী আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার বিবাহের দিনস্থির হইল। নানা উদ্যোগের ঘটা পড়িয়া গেল। বিবাহ রাজধানীতে হইবে, এই কথা চারিদিকে প্রচার হইল। রাজা মহেশচন্দ্র যজ্ঞ করিয়া মাধবীকে পুত্রিকা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাধবী ও বিনোদের বিবাহ হইয়া গেল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হইল। সন্তানেরা রাজধানী হইতে মধ্যে মধ্যে যাইট-পইঠায় আসিয়া রাজা মহেশচন্দ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া যাইত। রাজা রাজধানী ছাড়িয়া যাইট-পইঠায় বাস করিতেন। মাতঙ্গিনী রাজধানীতে মাধবীর গৃহে কর্ত্রীস্বরূপ থাকিতেন। তিনি গৃহকার্য্য ও বিষয়কার্য্য, সকলই দেখিতেন। কর্ম্মচারীরা সকলে মাতঙ্গিনীকে ভয় করিত। মাধবীকে সকলে ভাল বাসিত।

সমাপ্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম ৸৹, স্ত্রীচরিত্র ।৵৹, কুঞ্জলতার মনের কথা ।৵৹।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

লীলা ১।৹, তমস্বিনী ১।৹, উপন্যাস-সংগ্রহ ১৲, জীবন ও মৃত্যু ॥৹।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত।

অশোকগুচ্ছ, পেপার ১৲, ঐ কাপড়ের মলাট ১॥৹, ঐ সিল্ক-বাঁধাই ২॥৹, ঐ হাপ মোরকো ৩৲।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত।

পদ্মা ১।৹, গীতিকা ১॥৹।

শ্রীমতী রাণী মৃণালিনী প্রণীত।

কল্লোলিনী ১॥৹, প্রতিধ্বনি ১॥৹, নির্ঝরিণী ১৲, মনোবীণা ২॥৹।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

বিরহ ॥৹, হাসির গান ॥৹, আষাঢ়ে ॥৹, পাষাণী ৸৹, কল্কি অবতার ১৲, আর্য্যগাথা ১ম ও ২য় ১৲, লিরিক্স্ অফ্ ইণ্ড ১।৹।

শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত।

ভাষাতত্ত্ব ১৲। বঙ্গদর্শন ও ভারতী প্রভৃতি কাগজে এই পুস্তকের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, কাজেই বেশি পরিচয় অনাবশ্যক।

ডাক্তার শ্রীব্রজনাথ সাহা প্রণীত।

সরল বর্ণজ্ঞান ৵৹, কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙলা অক্ষর পরিচয়ের একমাত্র পুস্তক। ছবি, কাগজ, উৎকৃষ্ট। এই প্রণালী যে অক্ষরপরিচয়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই জানেন। বাঙলায় এ প্রথা নূতন।

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত।

সঙ্গিনী (উৎকৃষ্ট কবিতা) ১৲ টাকা।
